NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ বইমেলা বাঙালির বইসংস্কৃতি থেকেই দূরত্ব বাড়িয়ে চলেছে!

মেসির সতীর্থ ইস্টবেঙ্গলে, ডার্বির আগে সুখবর লাল-হলুদে ৮

কলকাতা ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ১৭ মাঘ ১৪৩০ বৃহস্পতিবার সপ্তদশ বর্ষ ২৩০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 1.2.2024, Vol.17, Issue No. 230, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

আজ কেন্দ্রের বাজেট

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি: আজ অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ। বাজেট বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। লোকসভা নির্বাচনের আগে এটাই শেষ বাজেট। নির্বাচনের কারণেই এবার পূর্ণাঙ্গ নয়, অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করা হবে। তবে এই বাজেট নিয়েও সাধারণ মানুষের মতো হাজারো প্রত্যাশা রয়েছে। প্রতিবারের মতো এবারও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের উদ্যোগ নেবে কেন্দ্র। তার জন্য এই বাজেটে একাধিক খাতে বরাদ্দ বাড়তে পারে।

প্রাথমিকে ৯৫৩৩ জনের মেধাতালিকা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইনি জটিলতা কাটিয়ে অবশেষে এল সুখবর। ২০২২-এ যে প্রাথমিক নিয়োগের নিয়োগ প্রক্রিয়া হয়েছিল, তার মেধাতালিকা প্রকাশ হল বুধবার। ১১ হাজার ৭৬৫টি শূন্যপদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল ২০২২ সালে। পরে এই নিয়োগের প্যানেল নিয়ে আইনি জটিলতা তৈরি হয়। মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। সেই মামলায় স্থগিতাদেশ উঠে যাওয়ার পর এবার প্রকাশ হল মেধাতালিকা। পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল বুধবার সাংবাদিক বৈঠক করে ওই প্যানেল প্রকাশ করেন। জানা গিয়েছে, শূন্যপদের সংখ্যা ১১ হাজার ৭৬৫ হলেও মোট ৯৫৩৩ জনের নাম রয়েছে প্যানেলে। বাকি পদ আপাতত ফাঁকা থাকবে বলেই জানা গিয়েছে। গৌতম পাল জানিয়েছেন, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে নিয়োগ করা হবে। অর্থাৎ সাত দিনের মধ্যে চাকরিপ্রার্থীদের হাতে নিয়োগপত্র পৌঁছে যাবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

শেষ হল বইমেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শেষ হল ৪৭ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা। এবারের বইমেলায় বই বিক্রির সম্পর্কে গিল্ডের সম্পাদক সুধাংশু শেখর দে জানান, 'এবার তো বইমেলা একদম মাসের শেষে হলো। মাসের প্রথম দিকে হলে আরও বিক্রি হত। তবে ২০২৪-এর বইমেলায় ২০২৩-এর থেকে অনেক বেশি মানুষ এসেছেন। প্রায় ২৯ লক্ষের কাছাকাছি। এবং এই কয়েকদিনে মেলাপ্রাঙ্গণ থেকে বই বিক্রি হয়েছে প্রায় ২৭ কোটি টাকার!' পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার ঐতিহ্যবাহী আন্তর্জাতিক বইমেলায় এবার সেরা প্যাভিলিয়নের সম্মান পেল বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন।

রাজ্য পুলিশে রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য পুলিশের শীর্ষ স্তরে বেশ কিছু রদবদল করা হল। রাজ্য পুলিশে সব মিলিয়ে ৪৫ জন আইপিএস অফিসারকে বদলি করা হয়েছে বুধবার। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে নিয়মমাফিক এই বদলি বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। এডিজি আইনশৃঙ্খলা পদে মনোজ বর্মাকে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই পদে এতদিন দায়িত্বে থাকা জাভেদ শামিমকে গোয়েন্দা বিভাগে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি উত্তর চব্বিশ পরগনার তিন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার পদে রদবদল করা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।

ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে রাজ্য বাজেট

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে রাজ্যে শুরু হচ্ছে বিধানসভার বাজেট অধিবেশন। এই অধিবেশনের আগে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর উপর থেকে সাসপেনশন তুলে নিলেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার অধ্যক্ষ নিজেই জানিয়েছেন, বাজেট অধিবেশনের আগে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর উপর থেকে সাসপেনশন তুলে নেওয়া হচ্ছে। তিনি চাইলেই বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন। আইনত যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর কোনও বাধা নেই। প্রসঙ্গত, আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে রাজ্যে শুরু হতে চলেছে বাজেট অধিবেশন।

'কংগ্রেসের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক, জোট ভাঙার জন্য দায়ী হল সিপিএম'

ফের একলা লড়ার বার্তা দিলেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'কংগ্রেসকে মালদায় লোকসভা নির্বাচনে দুটি আসন ছাড়ার কথা বলেছিলাম। কিন্তু ওরা আরও চাইছে। তাই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল একাই লড়বে। কোনও জোটে যাবো না।' মালদার ইংরেজবাজারের সরকারি পরিষেবা প্রদানমূলক অনুষ্ঠানে এসে কার্যত ইন্ডিয়া জোট থেকে সরে আসার ইঙ্গিত দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার দুপুরে ইংরেজবাজার শহরের জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে এই কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সিপিএম, কংগ্রেস এবং বিজেপিকে এক হাত নিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন,' যে সিপিএম এতদিন অত্যাচার চালিয়েছে, তাদের সঙ্গে জোট করে চলতে চাইছে কংগ্রেস। আর এই জোটের মাধ্যমে এক প্রকার বিজেপিকে সাহায্য করা হচ্ছে। এটা কোনওরকম ভাবেই মানবো না। তৃণমূল একলা চলার রাজনীতিতেই বিশ্বাসী, তাই একাই লড়বো।'

এদিন তিনি বলেন,'কংগ্রেসের সঙ্গে আমাদের আন্ডারস্যান্ডিং ভালো ছিল। সিপিএম সেই সম্পর্ক খারাপ করেছে। সিপিএম বিজেপির একমাত্র দালাল। গ্রেটার ইন্টারেস্টে আমরা বলেছিলাম মালদায় তোমাদের দুটো আসন দিচ্ছি। জেতানোর দায়িত্ব আমাদের। কিন্তু ওরা মানতে চায়নি। আমার একার ক্ষমতা আছে। আমি বিজেপিকে রুখতে পারি।'

ইন্ডিয়া জোট নিয়ে সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে জলঘোলা শুরু হয়েছে। সোনিয়া গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গে চেষ্টা করেও বরফ গলাতে পারেননি। এর আগে একলা চলার কথা একাধিকবার বলেছেন। তবে এদিন বহরমপুরে প্রশাসনিক সভায় মমতার গলায় কংগ্রেস নিয়ে কিছুটা হলেও সুর নরম দেখা গেল।

আজ মুর্শিদাবাদে ঢুকছে রাহুল গান্ধির ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা। বিকেলে অধীর গড়ে ঢুকবে রাহুলের কনভয়। তবে রাহুলের রাত্রিবাসের জন্য বহরমপুরে জায়গা দেওয়া হয়নি। কংগ্রেসের অনুনয়, বিনয়ে কাজ হয়নি। নাম না করে গান্ধি পরিবারকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, 'ওই পরিবারের সঙ্গে আমার পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে।' তবে কী রাহুলের ভারত জোড়ো যাত্রাকে কিছুটা হলেও এবার বাংলায় জায়গা ছেড়ে দিতে চাইছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। রাজনৈতিক মহলের ধারণা এমনটাই।

এদিন প্রশাসনিক সভা করেই বহরমপুরে দু'ঘণ্টা আগে পৌঁছে যান তিনি। এদিন রাহুলের পদযাত্রার আগে মুখ্যমন্ত্রী বহরমপুর তথা জেলাবাসীকে পদযাত্রা করে কী বার্তা দিতে চাইলেন তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোড় জল্পনা শুরু হয়েছে। দুপুর আড়াইটে নাগাদ বহরমপুর স্টেডিয়াম মাঠে নামেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সভা ও পদযাত্রা সেরে বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ নদিয়ার দিকে উড়ে যান। এদিন ১১০০ কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন। পাশাপাশি এক লক্ষ চব্বিশ হাজার উপভোক্তাকে পরিষেবা প্রদান করেন।

জ্ঞানবাপীর সিল করা তহখানায় পুজোর অনুমতি দিল আদালত

লখনউ, ৩১ জানুয়ারি: জ্ঞানবাপী মসজিদের সিল করা তহখানায় হিন্দুদের পুজো করার অনুমতি দিল আদালত। বুধবার বারাণসীর জেলা আদালত এই নির্দেশ দিয়েছে। একই সঙ্গে সাত দিনের মধ্যে পুজোর শুরুর ব্যবস্থা করতে বলেছে বারাণসীর জেলা প্রশাসনকে। এখন থেকে জ্ঞানবাপী মসজিদে পুজো করতে পারবেন হিন্দুপক্ষ। বুধবার মসজিদের সিল করা বেসমেন্টে বা 'ব্যাস কা তহখানা' চত্বরে দেবতার উপাসনার অনুমতি দিল বারাণসীর আদালত। বুধবার শুনানির শুরুতেই জেলা প্রশাসনকে ভক্তদের পুজোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারক। শ্রী কাশী বিশ্বনাথ মন্দির ট্রাস্টকে এর জন্য একজন পূজারিকে মনোনীত করতেও বলা হয়। বারাণসী আদালতের নির্দেশ বেজায় খুশি হিন্দুপক্ষ। তাদের পক্ষের আইনজীবী বিষ্ণু শংকর জৈন বলেন, 'ব্যাস কা তহখানা' চত্বরে ভক্তদের উপাসনার অনুমতি দিয়েছে আদালত। সাত দিনের মধ্যে এই বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে জেলা প্রশাসনকে। এখন থেকে সকলেই পুজো করার অধিকার পেলেন। বিষ্ণু শংকর এই নির্দেশের সঙ্গে ১৯৮৩ সালে রামমন্দিরের দরজা খোলার আদালতের নির্দেশের তুলনা করেছেন।

তহখানা হল মসজিদের নীচের ভূগর্ভস্থ ঘর বা পাতালঘর। জ্ঞানবাপী মসজিদের নীচে এমন চারটি তহখানা রয়েছে। এর মধ্যেই দক্ষিণ দিকের তহখানাটিতে এখনও ব্যাস পরিবারের মালিকানাধীন। তাই তহখানাটির নাম 'ব্যাস কি তহখানা'। আদালত হিন্দুপক্ষকে এই 'ব্যাস কি তহখানা'তেই পুজো করার অনুমতি দিয়েছে।

যেহেতু ওই তহখানা ব্যাস পরিবারের অধীন, তাই তারা চেয়েছিল তহখানায় প্রবেশ করে পুজো করার অনুমতি দেওয়া হোক তাদেরই পরিবারের সদস্যকে। আদালতের তরফে অবশ্য পুরোহিতের ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে মসজিদ লাগোয়া কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরের অছি পর্ষদকে।

রাহুলের গাড়ির কাচ ভেঙেছে বিহারে: মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির গাড়ির কাচ ভেঙে যাওয়ার ঘটনা নিয়ে মুখ খুললেন তৃণমূলনেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানিয়ে দিলেন, যে ঘটনা ঘটেছে, তা তিনি সমর্থন করেন না। ওই ঘটনা বাংলায় ঘটেনি বলেও জানিয়েছেন মমতা। ঘটেছে বিহারে। আর এ নিয়ে তিনি নিশানা করলেন নীতীশ কুমারের প্রশাসনের দিকে।

বুধবার সকালে 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা' কর্মসূচি নিয়ে বিহার থেকে বাংলায় প্রবেশ করেন রাহুল গান্ধি। দেখা যায়, কংগ্রেস নেতার গাড়ির পিছনের কাচ ভাঙা। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীও ছিলেন ওই গাড়িতে। তিনি ওই ঘটনার পরেই ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেন। বহরমপুরের সাংসদের কথায়, 'কে করেছে বুঝে নিন।' পাশাপাশি, তিনি অভিযোগ করেন রাহুলের কর্মসূচি নিয়ে শুরু থেকেই বাংলার সরকার তাঁদের সঙ্গে অসহযোগিতা করছে। বেলা যত গড়িয়েছে, কাচ ভাঙার ঘটনা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন বয়ান এসেছে কংগ্রেসের তরফে। অন্যদিকে, ওই ঘটনা যখন ঘটছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা তখন মালদহ থেকে মুর্শিদাবাদের পথে।

বহরমপুরে পৌঁছেই রাহুলের গাড়ির কাচ ভেঙে যাওয়ার ঘটনা নিয়ে মন্তব্য করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'হেলিকপ্টারে আসতে আসতে আমি মেসেজ পেলাম। কংগ্রেসের এক নেতা নাকি...' একটু থেমে তৃণমূল নেত্রী বলেন, 'রাহুলের নামটা বলেই দিই। ও আমার চেয়ে বয়সে ছোট। ওর গাড়ির কাচ ভেঙে দেওয়া হয়েছে।' মুখ্যমন্ত্রী মমতার সংযোজন, 'আমি এ সব পছন্দ করি না। তবে পরে শুনলাম, ওটা কাটিহারের (বিহার) ঘটনা।' মমতা জানান, গাড়ির কাচ ভাঙা অবস্থায় বিহার থেকে রাহুলের গাড়ি বাংলায় ঢুকেছে। সুতরাং এর সঙ্গে বাংলার কেউ জড়িত নন।

বাজেট অধিবেশন শুরুতে মোদি সরকারের প্রশংসা রাষ্ট্রপতি মুর্মুর

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি: বুধবার থেকে শুরু হল বাজেট অধিবেশন। লোকসভা নির্বাচনের আগে এটাই শেষ অধিবেশন। চলতি বছরেই লোকসভা নির্বাচন থাকার কারণে এবারে পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করা হবে না। অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করা হবে। এ দিন অধিবেশনের শুরুতে লোকসভা ও রাজ্যসভার যৌথ অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

রাষ্ট্রপতি নিজের ভাষণে বলেন, 'মেক ইন ইন্ডিয়া ও আত্মনির্ভর ভারত আমাদের শক্তি হয়ে উঠেছে। সরকার বিশ্বাস করে উন্নত ভারত চারটি স্তম্ভের উপরে দাঁড়িয়ে থাকবে- যুবশক্তি, নারীশক্তি, কৃষক ও গরিব। 'ফ্রাজাইল ৫' থেকে আজ ভারতের অর্থনীতি বিগত ১০ বছরে বিশ্বের সবথেকে শক্তিশালী পাঁচ অর্থনীতির মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠেছে। আগে দেশের মুদ্রাস্ফীতি দুই সংখ্যার ছিল, তা বর্তমানে মাত্র ৪ শতাংশে নেমে দাঁড়িয়েছে। আমি সংসদের সকল সংসদদের অভিনন্দন জানাতে চাই নারী শক্তি অধিনিয়ম (নারী সংরক্ষণ বিল) পাশ করার জন্য। আজ আমরা দেশের যে সাফল্য দেখছি, তা বিগত ১০ বছরের কঠোর পরিশ্রমের ফল। আমরা শৈশব থেকে 'গরিবি হঠাও' স্লোগান শুনেছি, কিন্তু এই প্রথম দরিদ্রতা দূর করার জন্য ব্যাপক স্তরে কাজ করা হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'গত বছর ঐতিহাসিক বছর ছিল। অনেক এমন অনুষ্ঠান হয়েছে, যাতে দেশবাসীরা গর্বিত হয়েছেন। ভারতে যেমন জি-২০ সম্মেলন যেমন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তেমনই ঐতিহাসিক তিনটি বিলের সংশোধন হয়েছে। সংশোধিত ক্রিমিনাল আইন আনা হয়েছে। সাহেব যাদবের সম্মানে বীরবল দিবস ঘোষণা করা হয়েছে। ভগবান বীরসা মুন্ডার জন্মদিনকে জনজাতি গৌরব দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। দেশ বিভাজনের বিভীষিকাকে মনে করে ১৪ অগস্টকে বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।'

রাষ্ট্রপতি বলেন, 'শান্তিনিকেতন ও হৈবলা মন্দিরকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের তালিকাভুক্ত হয়েছে। অমৃত উৎসব চলাকালীনই কর্তব্যপথে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। দেশের সকল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীদের নিয়ে মিউজিয়াম তৈরি হয়েছে। ২ লক্ষেরও বেশি প্রকল্পের শিলান্যাস হয়েছে। ৭০ হাজারেরও বেশি অমৃত সরেবর তৈরি করা হয়েছে। ২ লক্ষেরও বেশি অমৃত বাটিকা তৈরি হয়েছে। ২ কোটিরও বেশি গাছ লাগানো হয়েছে। ১৬ কোটিরও বেশি মানুষ তিরঙ্গা নিয়ে সেলফি আপলোড করেছেন। স্বাধীনতার ৭৫ তম বর্ষে 'মেরি মাটি, মেরা দেশ' প্রকল্পের অধীনে দেশের সমস্ত গ্রাম থেকে মাটি সংগ্রহ করে অমৃত কলস তৈরি করা হয়েছে।' মুর্মু বলেন, 'সংবিধান প্রণয়নেরও ৭৫ তম বর্ষ এটি। আমরা স্বাধীনতার ৭৫ তম বর্ষও পালন করেছি। এই সময়ে অনেক কাজ হয়েছে। ভুলে যাওয়া স্বাধীনতা সংগ্রামীদের যোগ্য সম্মান দেওয়া হয়েছে। যুব প্রজন্ম স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে পরিচিত হয়েছে। আমার বিশ্বাস, এই নতুন সংসদ ভবনে নীতিকে স্বার্থক সম্মান দেওয়া হবে। এই নীতি আজাদির অমৃতকালে এই নীতি বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। এই নতুন সংসদ ভবনে এটাই আমার প্রথম বক্তব্য। অমৃতকালে এই ভব্য ভবন তৈরি হয়েছে। এখানে এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারতের বার্তা দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির চেতনা রয়েছে এখানে। লোকতান্ত্রিক ও সংসদীয় পরম্পরাকে সম্মান জানানোর শপথও গৃহীত হয়েছে। একইসঙ্গে নতুন ভারত গড়ার সংকল্পও নেওয়া হয়েছে।'

বিরোধীদের বার্তা মোদির

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি: সংসদে বাজেট অধিবেশন শুরু হল বুধবার। তার ঠিক আগেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিরোধীদের বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, এবার অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করা হবে। নতুন সরকার গঠিত হলে পেশ হবে পূর্ণাঙ্গ বাজেট। অযোধ্যার রাম মন্দির উদ্বোধনের ঠিক ন'দিনের মাথায় বাজেট অধিবেশন শুরু হল সংসদে। বুধবার দেশের প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি সেই অধিবেশনের সূচনাও করলেন রাম নাম করে। প্রতিবার সংসদে অধিবেশন শুরুর আগেই বাইরে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেন মোদি। মোদি সাধারণত তাঁর বক্তৃতা শুরু করেন দেশবাসীকে 'মিত্র' বা 'সাথী' বা 'পরিবারজন' বলে সম্বোধন করলেন। এদিন সেই বক্তৃতার শুরুতেই মোদি বললেন, 'রাম রাম'। সম্ভবত এ-ও বুঝিয়ে দিলেন রামমন্দির নিয়ে বিরোধীরা তাঁকে ধর্ম থেকে শুরু করে নারীবিদ্বেষ নিয়ে যা যা কটাক্ষ করেছেন, তারও তিনি পরোয়া করছেন না। এদিন মোদিকে বলতে শোনা যায়, 'আজ অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ পেশ করবেন বাজেট। সেই সঙ্গে বলবেন 'দিশা-নির্দেশক' কথা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দেশ এগিয়ে চলেছে। এবং রোজ উন্নয়নের নতুন নতুন উচ্চতায় পৌঁছবে। সবদিকেই উন্নয়ন হয়েছে। জনতার আশীর্বাদে এই যাত্রা অব্যাহত থাকবে।' সেই সঙ্গে বিরোধীদের প্রতি তাঁর কটাক্ষ, 'যাঁরা সংসদে সদর্থক অবদান রাখেন তাঁরা সকলের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকেন। কিন্তু যে সদস্যরা বিঘ্ন ঘটান তাঁদের কেউ মনে রাখে না। এই বাজেট অধিবেশন সুযোগ দিচ্ছে সদর্থক পদচিহ্ন রেখে যাওয়ার। সমস্ত সাংসদকে আর্জি জানাচ্ছি, এই সুযোগ না হারাতে এবং তাঁদের সেরাটা দিতে।'

গ্রেপ্তার হেমন্ত সোরেন, ঝাড়খণ্ডের নয়া মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন চম্পাই সোরেন

রাঁচি, ৩১ জানুয়ারি: সাত ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ। অবশেষে বুধবার সন্ধ্যায় ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা (জেএমএম)-এর তরফে জানানো হল, মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে গেপ্তার করে হেপাজতে নিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ইডি আধিকারিকদের সঙ্গেই রাজভবনে গিয়েছেন হেমন্ত। সেখানে নিজের ইস্তফা দিয়েছেন তিনি। নতুন মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী চম্পাই সোরেন। জেএমএম সাংসদ মহুয়া মাজি সাংবাদিকদের বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী এখন ইডি হেপাজতে রয়েছেন।

ইডির একটি দলের সঙ্গে রাজ্যপালের কাছে গিয়েছেন ইস্তফা জমা দেওয়ার জন্য। চম্পাই সোরেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন। আমাদের যথেষ্ট সংখ্যক আসন রয়েছে।' সূত্রের খবর, সমস্ত শাসক জোটের বিধায়করাই রাঁচির রাজভবনে পৌঁছে যান।

প্রসঙ্গত, ৬০০ কোটি টাকার জমি দুর্নীতি মামলায় বেশ কয়েকদিন ধরেই জোরকদমে তদন্ত করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তাতেই নাম জড়িয়েছে হেমন্তের। যদিও তিনি বরাবরই দাবি করেছেন, তিনি এক বড় ষড়যন্ত্রের শিকার।

বন্ধ হচ্ছে পেটিএম পরিষেবা!

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি: আগামী ২৯ ফেব্রুয়ারি থেকে বন্ধ হয়ে যাবে পেটিএম পেমেন্ট ব্যাংকের পরিষেবা। বুধবার এই নির্দেশ দিল রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। নির্দেশে বলা হয়েছে, বেশ কিছু নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে অনলাইন লেনদেনের অ্যাপটির বিরুদ্ধে। তাই ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই সমস্ত কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যাবে। বুধবার আরবিআইয়ের তরফে জানানো হয়, পেটিএম পেমেন্টস ব্যাংকের সমস্ত পরিষেবা বন্ধ করা হবে। কারণ লাগাতার নিয়মভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে। তৃতীয় সংস্থার অডিটেও উঠে এসেছে বেশ কিছু অসঙ্গতি। তার জেরে গত বছরও জরিমানার মুখে পড়েছিল পেটিএম। এবার সরাসরি শাস্তি পেল আর্থিক লেনদেনের অ্যাপটি। জানা গিয়েছে, টপ আপ বা ফাস্ট্যাগের মত পরিষেবা

ব্যবহার করতে পারবেন না তাঁরা। নতুন করে পেটিএম ব্যাংকে অ্যাকাউন্টও খুলতে পারবেন না। তবে বর্তমানে অ্যাকাউন্টে যা টাকা রয়েছে সেটা ব্যবহার করতে পারবেন গ্রাহকরা। প্রসঙ্গত, চিনের কাছে গ্রাহকদের তথ্য পাচারের অভিযোগ উঠেছিল পেটিএমের বিরুদ্ধে। একটি চিনা সংস্থা পরোক্ষভাবে পেটিএম পেমেন্টস ব্যাংকের সঙ্গে যুক্ত। আর সেই কারণেই ভারতীয় গ্রাহকদের তথ্য নাকি পাচার করা হচ্ছে সে দেশে। যা রিজার্ভ ব্যাংকের গাইডলাইনের বিরুদ্ধে। তবে চিনের সঙ্গে ঠিক কী ধরনের তথ্য শেয়ার করা হচ্ছে, সে ব্যাপারে বিস্তারিত জানা যায়নি। তার পরেই পাকাপাকিভাবে এই অ্যাপের পরিষেবা বন্ধ করে দিল রিজার্ভ ব্যাংক।

শহরের তাপমাত্রা একলাফে বেড়ে ২০ ডিগ্রি, বৃষ্টির পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্বাভাস সত্যি করে বৃষ্টি এসেছে। মঙ্গলবার রাতের পর বুধবার সকালেই কলকাতার বিভিন্ন জায়গা ভিজেছে বৃষ্টিতে। এর মধ্যে আবার বৃহস্পতিবার থেকে হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। এ দিকে, পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জেরে আগেই শীতে কোপ পড়েছে। জানুয়ারি শেষ হতে না হতেই ঠান্ডাও যেন হঠাৎ করে উবে গিয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া অফিস সূত্রে খবর, বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা উঠে গিয়েছিল ২০.২ ডিগ্রিতে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ৫ ডিগ্রি বেশি। মঙ্গলবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৬.৯ ডিগ্রিতে উঠে যায়। আগামী ৫ দিনে ঠান্ডা ফেরার আশা নেই বলেই মনে করছেন আবহবিদরা। আজ থেকে আবার হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছে দক্ষিণবঙ্গে।

আইএএস-রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: সচিব-সহ বিভিন্ন স্তরে আইএএস রদবদল হল। কলকাতা পুরসভার নতুন কমিশনার হলেন দাভাল জৈন। তিনি হাওড়া পুরসভার কমিশনার ছিলেন, তাঁর জায়গায় এলেন, যুব ও ক্রীড়া দপ্তরের বিশেষ সচিব স্মৃতি রঞ্জন মোহান্তি। কলকাতা পুরসভার কমিশনার বিনোদকুমার সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিব হলেন। তাঁকে সংশোধনাগার প্রশাসনিক দপ্তরেরও অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হল। এই দপ্তরের সচিব ছিলেন গুলাম আলি আনসারি। তাঁকে শুধু মালদা ডিভিশনের কমিশনারের দায়িত্বেই রাখা হল। এই দপ্তরে তিনি অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছিলেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ৩০/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৩৭ নং এফিডেভিট বলে Kumaresh Mondal S/o. Achal Mondal ও Kumaresh Mandal S/o. A. K. Mandal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪২৮ নং এফিডেভিট বলে Ujjal Ghosh S/o. Dilip Ghosh ও Ujjal Kr. Ghosh S/o. Dilip Kr. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৪২ নং এফিডেভিট বলে আমি Samir Garai ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Tarak Garai ও T. N. Garai সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ৩০/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৩৯ নং এফিডেভিট বলে Abdul Nayim S/o. Abdul Rouf ও Naim Abdul S/o. Raup Aqbdul সাং রাধানগর, পান্ডুয়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৩৮ নং এফিডেভিট বলে Paresh Chandra Bhattacharjee S/o. Nanda Dulal Bhattacharjee ও Paresh Bhattacharjee S/o. Lt. N. D. Bhattacharjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৩০ নং এফিডেভিট বলে Sk Romjan Ali Mondal ও Ali Romjan Ali S/o. Abdul Hamid Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৮/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪২০ নং এফিডেভিট বলে Pravat Kumar Ghosh S/o. Gokul Chandra Ghosh ও Prabhat Ghosh S/o. G. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৭/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৭৬ নং এফিডেভিট বলে Dibyendu Pal S/o. Debendra Nath Pal ও Dipyendu Pal S/o. D. N. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৩৫ নং এফিডেভিট বলে Chandra Sekhar Basu S/o. Krishna Chandra Basu ও Chandra Sekhar Bose S/o. Lt. K. Ch. Bose সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, Tapan Bhattacharya S/O Mrityunjay Bhattacharya & Bela Bhattacharya resident of Shushuniya, P.S- Kharagpur (L) took oath vide Affidavit on 30.01.24 before JM(1st class) Paschim Medinipur that further I will be known as Tapan Bhattacharya S/O Mrityunjay Bhattacharya & Bela Bhattacharya in place of Tapan Bhattacharya S/O Mrityunjay Bharttacharya & Bela Bharttacharya.

CHANGE OF NAME

I, DEEPAK DUBEY S/O Late Ravi Shankar Dubey resident of 87, R P Gupta Path, Titagarh, North 24 Parganas, Kolkata - 700119 hereby declare vide affidavit before the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore dated 17.01.2024 that I am the father of SHOURYA DUBEY who was born on 2nd Jan, 2009 and his mother's name is SHUBRA DUBEY. The purpose of this affidavit is to change the name of my son SHOURYA DUBEY as RAGHAVA DUBEY. SHOURYA DUBEY and RAGHAVA DUBEY is the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I Roshni Pandit D/o Late Ashoke Singha Roy Residing at 23/15 Naktala Road, Millennium Flora Apartment, Kolkata: 700 047 (WB) shall henceforth be known as Roshni Singha Roy Pandit as declared before the First-Class Judicial Magistrate Metropolitan Magistrate 6th court, Calcutta vide Affidavit No 149/24 (88AB/759465) dated 03/01/2024 Roshni Pandit and Roshni Singha Roy Pandit both are same and identical person.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী, ডিঃ ডেলিগেট আদালত, চুঁচুড়া সদর, হুগলী

এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং-১৬/২০২৩ সাল

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমার আবেদনকারি তথা বিভাষ চন্দ্র হাজরা, পিতা-স্বর্গীয় দোলগোবিন্দ হাজরা, নিবাস 'শান্তি আশ্রম', কামারপাড়া রোড, চুঁচুড়া, পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী উপরোক্ত আদালতে অধুনামৃত শান্তি নন্দী, স্বামী- মৃত বীরেন্দ্রনাথ নন্দী, সাং-১২/৩৪৩, তামলিপাড়া হুগলী, পোঃ-হুগলী, থানা-চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, এবং অধুনামৃত বিপাশা হাজরা নন্দী, স্বামী- বিভাস চন্দ্র হাজরা এবং পিতা- মৃত বীরেন্দ্রনাথ নন্দী, সাং- কামারপাড়া রোড, পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী ত্যক্ত চুঁচুড়া বাজার পোষ্ট অফিস (সাব পোষ্ট অফিসে সেভিংস ব্যাঙ্ক এম.আই.এস. এ্যাকাউন্টে মোট ১,৩৬,৯২১ টাকা যাহা মোকর্দ্দমার 'এ' সিডিউল -এ এবং তামলিপাড়া পোষ্ট অফিসে উহাদের ত্যক্ত এস.বি. এ্যাকাউন্টে এবং এম.আই.এস. এ্যাকাউন্টে মোট ১,৩৯,৬৪৭ টাকা ১০ পয়সা এবং পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক, চুঁচুড়া শাখায় এস.বি. এ্যাকাউন্টে ১৩,১০০ টাকা এবং সিন্ডিকেট ব্যাঙ্কে মোট ৩,৫৪২.০০ টাকা গচ্ছিত আছে। উপরোক্ত মোকর্দ্দমায় দরখাস্তকারী মৃত ব্যক্তিগণের ওয়ারিশান নাবালিকা প্রিয়াসা হাজরা এবং নাবালক সৌরিক হাজরার পক্ষে স্বাভাবিক গার্জেন বিধায় উপরোক্ত মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন।

এমতাবস্থায় উপরিলিখিত এ্যাক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমার প্রার্থনার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আদালতে আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় উপরোক্ত মোকর্দ্দমা একতরফা শুনানীন্তে উপযুক্ত আদালত হইতে উপযুক্ত আদেশ প্রচারিত হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
Balaram Singha Roy
Advocate,

আদালতের অনুমতি অনুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
District Delegate Hooghly

নোটিশ

এতদ্বারা অবগত করা হচ্ছে যে, আমি **শ্রী চঞ্চল কর্মকার,** পিতা শ্রী গৌর চন্দ্র কর্মকার, ঠিকানা : রথডাঙ্গা রোড, রথতলা, পো এবং থানা : রানাঘাট, **জেলা : নদিয়া, আমাদের ১ (একটি) মূল চেন দলিল নিম্নোক্ত সম্পত্তি অবস্থিত জেলা : নদিয়া, থানা : রাণাঘাট, মৌজা : রানাঘাট,জেএল নং ১৫৫, রাণাঘাট পুরসভা অধীন, হোল্ডিং নং ৮১(এন) এবং ১০৩/১(ও), রথডাঙ্গা রোড, ওয়ার্ড নং ১৯, আরএস দাগ নং ৬৮৪ এবং ৬৮৫, আরএস খতিয়ান নং ৩৭২ এবং ৯৩৮, এলআর দাগ নং ৩২২৮ এবং ৩২৩০, এলআর খতিয়ান নং ১৫৪৩৬,** অফিস -ডিএসআর নদিয়া এবং এডিএসআর রানাঘাট অধিক্ষেত্র অধীন, পশ্চিমবঙ্গ হারিয়ে গিয়েছে। উক্ত সম্পত্তির দলিল অধীন নিম্নমতে : **১. ২১৯৬-২০০১ সালের রেজিস্ট্রিকৃ এডিএসআর রানাঘাট-১, অধীনে উল্লেখ্য বুক নং ১, ভল্যুম নং ২৬, পৃষ্ঠা ১৬১ থেকে ১৬৪।**
আমি ইতিমধ্যেই রানাঘাট থানায় জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিই নং **-৬৬৬ তাং ১১/০১/২০২৪** উক্ত দলিল হারানোর বিষয়ে দাখিল করেছি। কোনও ব্যক্তি যদি উক্ত দলিল পেয়ে থাকেন, অনুগ্রহ করে নিম্নোক্ত ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে ফেরত দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।
উক্ত বিষয়ে অনুমতি সাপেক্ষে।

শান্তনু নন্দী
অ্যাডভোকেট
জেলা জজ কোর্ট, হুগলি
মো : ৯৭৩৪০৪৮৭৫৯

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জন সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী কল্যান চৌধুরী, পিতা- স্বর্গীয় বীরেন্দ্র নাথ চৌধুরী, সাং ৬, সুর্বন হাসপাতাল রোড, ভবানীপুর, কোলকাতা- ৭০০০২০ পূর্বতন সাং- ভান্ডারহাটি, ধনিয়াখালী হুগলী, এর নিজস্ব মালিকানাধীন স্বত্বদখলী জেলা-হুগলী, থানা- ধনিয়াখালীর অন্তর্ভুক্ত মৌজা- ভান্ডারহাটি, জে. এল নং ৮০, হাল খতিয়ান ৫০০৮ ভুক্ত সাবেক দাগ ২৬৫৯, হাল দাগ ৩২০৩, শ্রেনী- শালি, পরিমান ১০ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিবার নিমিত্তে সেখ আব্দুল জব্বার, দেবাশীষ ঘোষাল দীগর সহিত যে মৌখিক বায়নানামা হইয়াছিল, তাহা উভয়পক্ষের সহমতে বাতিল বলিয়া ঘোষিত হইল। উক্ত দাগে কোনরূপ দাবী দাওয়া হইতে চীরতরে উক্ত সেখ আব্দুল জব্বার, দেবাশীষ ঘোষালগণ বিরত থাকিলেন।

বিনীত-
মহঃ রাজীব
এ্যাডভোকেট,
জেলা জজ্ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী,
মোঃ- ৯৮৩১৬০৭৫১১

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলীর জেলা জজ্ আদালত, মোকাম চুঁচুড়া

২০১৮ সালের ৩২৫ নং বৈবাহিক বিচ্ছেদ মোকোর্দ্দমা

দরখাস্তকারী- মঞ্জিমা সিং সংগার, স্বামী- জগজিৎ সিং সংগার, পিতা- অজিত কুমার বসু, সাং- ডানলপ গুরদুয়ারা, মোল্লাপোতা, পোঃ- সাহাগঞ্জ, থানা-চুঁচুড়া, পিন- ৭১২১০৪।

এতদ্বারা জগজিৎ সিং সংগার, পিতা- মুক্তিয়ার সিং সাংগার, সাং- ৭সি বিজয়নগর, পোঃ ও থানা- নৈহাটী, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩১৬৫, -কে জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে, উপরিউক্ত দরখাস্তকারী উপরিউক্ত আদালতে আপনার বিরুদ্ধে বৈবাহিক বিচ্ছেদের প্রার্থনায় উপরিউক্ত নং মোকোর্দ্দমা আনায়ন করিয়াছেন। এতদ্বারা আপনাকে অবগত করানো হইতেছে যে, উপরিউক্ত নং মোকোর্দ্দমার বিষয়ে আপনার কিছু বক্তব্য থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার পাইবার দিন হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে আপনি স্বয়ং বা আপনার নিযুক্ত উকিলবাবুর দ্বারা হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন; অনথ্যায় উপরিউক্ত মোকোর্দ্দমার এরতরফা শুনানি হইবে।

দরখাস্তকারীর তরফে
Shankha Subhra Chatterjee
এ্যাডভোকেট

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
হুগলীর জেলা জজ্ আদালত, চুঁচুড়া

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১লা ফেব্রুয়ারি। ১৭ই মাঘ। বৃহস্পতিবার, ষষ্ঠী তিথি। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধের র মহাদশা। বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ। কোন স্বপ্নপূরণ হওয়ার সম্ভাবনা, যারা মেকানিক্যাল কর্মে আছেন তাদের সাফল্য নিশ্চিত। দূর ভ্রমণের কথা ছিল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা। বান্ধবযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। যারা নতুন কর্মের আবেদন করেছেন তাদের শান্তির বাতাবরণ। দুর্গা নামকরণ শুভ হবে।

বৃষ রাশি : সকালবেলা পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। সতর্ক থাকা ভালো, হঠাৎ করে বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। বাজার, দোকান, পুরানো বান্ধবীর সঙ্গে আজ প্রয়োজনে কথা বলা শুভ। বিদ্যা যোগে বাধা। বিদ্যালয়ের কোন পুরনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্তির বাতাবরণ। জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : যে বন্ধুকে বিশ্বাস করে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি কাজটি সঠিকভাবে করার জন্য, আপনি সম্মান প্রাপ্তি করবেন। যারা টেকনিক্যাল কাজে আছেন তাদের সাফল্য। সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের উন্নতির সোপান তৈরি হবে আজকে। কোন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ আজ কোন ডাক্তারের সহায়তায় কর্মে প্রশান্তি লাভ করবেন। সন্তানের কারণে সম্মানযোগ। ব্যবসা বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে দুর্গা নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : কর্মে শান্তির বাতাবরণ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের শুভ নজর আপনার দিকে থাকবে। যারা সাংবাদিকতা করেন, লেখালেখি করেন তারা এক ধাপ এগিয়ে যাবেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়কথা পাকা হতে পারে। যারা এন জি ও বা সেবামূলক কর্মে আছেন তাদের খুবই সম্মান প্রাপ্তির দিন। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। শরীরে যে ছোট অপারেশন হয়েছিল, আজ তা থেকে প্রশান্তি মিলবে। প্রাণায়াম পূজা পাঠে, আনন্দ বৃদ্ধি ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে। যে কাজটা আটকে ছিল এতদিন, তা সফলতার পথ দেখা দিচ্ছে। যারা শিক্ষকতা করেন। অধ্যাপনা করেন। তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গণেশ দেবতার নাম করুন, এগিয়ে চলুন, শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ বৃহস্পতিবার। অযথা বিতর্কে কেন জড়িয়ে পড়ছেন? আপনার উচিত একটু মাথা ঠান্ডা করে, আজকের দিন টা অতিবাহিত করা। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। প্রেমে দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। বিদ্যায় দুশ্চিন্তা যুক্ত ভাগ্য। দূর ভ্রমণে বাধা। যে বান্ধব কে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি করতে না পারার জন্য মানসিক অশান্তি। জয় তারা জয় তারা বলুন, এগিয়ে চলুন।

তুলা রাশি : শুভ গ্রহ সংস্থান। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহবধূদের পূর্ণ সহায়তা লাভ দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ। প্রেমে শুভ। সৌভাগ্য বৃদ্ধি হবে, প্রতিবেশীর দ্বারা। সম্মান প্রাপ্তি, ব্যবসা- বাণিজ্য অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। তবে একটু বুদ্ধি খরচ করে আজকের দিনটা বাক্য প্রক্ষেপণ করতে হবে। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ ব্যয় বৃদ্ধি। যেটা হাতের নাগালের মধ্যে নয়, তার জোর করে পেতে গেলে, অর্থ বা শক্তি প্রয়োগ করা দরকার। খুব সুচিন্তিত ভাবে, কাজ করুন, নয়তো বিবাদ বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। শশুর বাড়ির একজন প্রবীণ সদস্যের জন্য মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। তবে জয় অবশ্যম্ভাবী জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন। ব্যবসা বাণিজ্যে বৃদ্ধি সম্ভব।

ধনু রাশি : পুরাতন বান্ধবীকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তার দ্বারা আজকে উপকৃত হবেন। যে স্বজন আপনাকে কাজটির জন্য এতদিন বাঁধা দিয়ে এসেছেন, আজকে তিনি পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। একটু মাথা ঠান্ডা রেখে ধৈর্য ধরে আজকের দিনটা অতিবাহিত করুন। দোকান ব্যবসা, যারা করেন, মাছের ব্যবসা যারা করেন, কোল্ড্রিংস বা স্ক্রিনের ব্যবসা যারা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি। দেবী দুর্গার চরণে ১০৮ হলুদ পুষ্প প্রদানে সর্ব দোষ খন্ডন হবে।

মকর রাশি : আজ ধৈর্য ধরে চলার দিন। আজ গ্রহ সংস্থান খুব একটা ভালো নয়। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। পরিবারের দুশ্চিন্তার বাতাবরণ। কোন ছোট সন্তান বা একেবারে কনিষ্ঠ সদস্যকে নিয়ে দুশ্চিন্তা। কর্মে কালো পথ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অশুভ নজর আপনার দিকে। সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সাতটি প্রদীপ প্রজ্বলন, দেবী দুর্গা মায়ের নাম বলুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : বুদ্ধি করে প্রবীন নাগরিকের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করতে হবে। বিবাদ বিতর্ক এড়ানোর জন্য যখনই কোন সভা বা মিটিং চলবে তখন আপনি সবাইকে দেখান, যে আপনি একটু অন্যমনস্ক আছেন। তাহলে দায়িত্বটা কম হবে। মোবাইল ল্যাপটপে একটু ব্যস্ত থাকলে সবাই সহযোগিতা করবে। শিক্ষার্থীদের জন্য আজকের দিনটা খুব শুভ নয়, ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি জয় তারা জয় তারা ১০৮ নামকরণ শুভ হবে।

মীন রাশি : প্রবীণ নাগরিকের থেকে উপদেশ প্রাপ্ত করবেন, যা খুব কাজে লাগবে। পরিবারের একজন সদস্য আপনার পূর্ণ সহযোগিতা করবেন, কিন্তু তার মন মতো চললে, আপনি উপকৃত হবেন। ডিভোর্সের মামলা যাদের আছে, তারা আজকের দিনটা উকিল বাবুর কথা শুনে চলুন। যারা মাছের ব্যবসায়ী, তরল পদার্থের ব্যবসায়ী, কেমিক্যাল এর ব্যবসায়ী, তাদের অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ আছে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালান আর দুর্গা মায়ের নাম করুন শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

রাজ্যে পুলিশ প্রশাসনে শীর্ষস্তরে রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষ স্তরে ফের বেশ কিছু রদবদল। আর এই রদবদল হল রাজ্য এবং কলকাতা পুলিশে। বুধবারের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে দক্ষিণবঙ্গের ডিজি এবং আইজিপি সিদ্ধিনাথ গুপ্তাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল স্টেট ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোতে। এরই পাশাপাশি কলকাতা আর্মড পুলিশের ডিসি পুষ্পাকে নিয়ে যাওয়া হল কলকাতা আর্মড পুলিশের তৃতীয় ব্যাটেলিয়নে। অন্যদিকে কলকাতা পুলিশের তৃতীয় ব্যাটেলিয়নের দায়িত্বে থাকা কলকাতা আর্মড পুলিশের দ্বিতীয় ডিভিশনে।

এছাড়াও ল অ্যান্ড অর্ডারের এডিজি এবং আইজিপি জাভেদ শামিমকে পাঠানো হয়েছে আইবি-র এডিজি এবং আইজিপি হিসেবে। এছাড়াও অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর সিকিউরিটির চার্জ সামলাবেন তিনি। জাভেদ শামিমের জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে মনোজ ভার্মাকে। এদিকে নিভালকার সন্তোষ উত্তমরাওকে দার্জিলিং রেঞ্জের ডিআইজি পদ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে জলপাইগুড়ি রেঞ্জের ডিআইজি করে। বিধাননগর কমিশনারেটের ডিসি ডিডিকে বিশ্বজিৎ ঘোষকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে রাজ্য পুলিশের ডিআইজি লিগ্যাল পদে। বারাসতের সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মালদা রেঞ্জের ডিআইজি করে।

এদিকে ব্যারাকপুর সাউথ ডিভিশনের ডিসি অজয় প্রসাদকে নিয়ে আসা হল কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট কমিশনার অফ পুলিশ পদে। কলকাতা পুলিশের দক্ষিণ পূর্বের ডিসির দায়িত্বে থাকা শুভঙ্কর ভট্টাচার্য্যকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট কমিশনার অফ পুলিশ পদে। উত্তর কলকাতার ডিসির দায়িত্বে থাকা তরুণ হালদারকে নিয়ে যাওয়া হয়েছ রাজ্য গোয়েন্দা দফতরের ডিআইজি পদে।ডিসি পোর্ট জাফর আজমল কিদওয়াইকে নিয়ে যাওয়া হল দক্ষিণ-পূর্ব ডিভিশনের ডিসি পদে। এদিকে বিধাননগরের ট্র্যাফিকের দায়িত্বে থাকা ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে আসা হয়েছে কলকাতা পুলিশের সেন্ট্রাল ডিভিশনে।

রাতভর বৃষ্টিতে ভিজে ঠান্ডায় কাঁপলেন, রাস্তা থেকে উদ্ধার বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: অমানবিক!

ভুলিয়ে ভালিয়ে বৃদ্ধকে রাস্তায় ফেলে গেলেন এক ব্যক্তি। মঙ্গলবার বৃষ্টিতে ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে রাস্তাতেই ছিলেন বছর ৮৫-এর ওই বৃদ্ধ। বুধবার সকালে অসুস্থ অবস্থায় সাফাই কর্মীরা তাঁকে দেখতে পান। ঘটনাটি টিটাগড় পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকনগরের। খবর পেয়ে স্থানীয় কাউন্সিলর ওই বৃদ্ধকে উদ্ধার করে বিএন বসু হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দেন।

জানা গিয়েছে, ওই বৃদ্ধের পকেটে ছিল আধার কার্ড, প্যান কার্ড, এটিএম কার্ড ও ৫০০ টাকার একটা নোট। বৃদ্ধ কিছুই স্পষ্ট করে বলতে পারেননি। শুধু বলেছেন প্রদীপ নামে একজন রাস্তায় বসিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে। খাবারও দেয়নি। বৃদ্ধের কাছে থাকা আধার কার্ড থেকে জানা গিয়েছে তিনি কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রিটের বাসিন্দা। নাম মিলনকান্তি মিত্র। এমনটাও শোনা যাচ্ছে, তিনি বরানগরের একটি বেসরকারি সংস্থার মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। বৃদ্ধের অভিযোগ, রাতে খাবার না দিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে ব্যারাকপুর বড়পোলের বাসিন্দা প্রদীপ বৃষ্টির মধ্যে রাস্তার ধারে ফেলে চলে গিয়েছে।

বুধবার সকালে পুরসভার নির্মল সাথী প্রকল্পের দুই মহিলা কর্মী তাঁকে রাস্তার ধারে পড়ে থাকতে দেখেন। তারাই বিষয়টি স্থানীয় কাউন্সিলর মৌসুমী ভট্টাচার্যকে জানান। তড়িঘড়ি ওই বৃদ্ধের কাছে ছুটে আসেন স্থানীয় কাউন্সিলর মৌসুমী ভট্টাচার্য ও খড়দা থানার পুলিশ। এরপর অসুস্থ বৃদ্ধকে উদ্ধার করে ব্যারাকপুর বি এন বসু হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় কাউন্সিলর মৌসুমী ভট্টাচার্যর অনুমান, প্রদীপ নামে একজন কিছুদিনের জন্য হয়তো ওনাকে রেখেছিলেন। তারপর এটিএম থেকে টাকা হাতিয়ে ওনাকে রাস্তার ধারে রেখে গিয়েছে। ওনার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হচ্ছে।

কথা সাহিত্যিক ড. নাসরিন জেবিনকে স্বর্ণপদক

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলা কথা সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. নাসরিন জেবিনকে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন স্মৃতি স্বর্ণপদক ২০২৪ প্রদান করা হচ্ছে। দীনেশচন্দ্র সেন রিসার্চ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদিকা প্রফেসর দেবকন্যা সেন এই সংবাদ দিয়ে জানান। ড. জেবিন সমসাময়িক সময়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক হিসেবে বাংলাদেশে সমধিক পরিচিত। এর আগে দীনেশচন্দ্র সেন স্মৃতি স্বর্ণপদক পান অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন, সঙ্গীতজ্ঞ জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী ফিরোজা বেগম, সেনিলা হোসেন প্রমুখ।

ড. জেবিনের গবেষণামূলক গ্রন্থগুলির মধ্যে রবীন্দ্র বিচিত্রা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নিম্নবর্গ, বাংলাদেশের উপন্যাস, প্রাচীন ঐতিহ্যে নারী-প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম জনপ্রিয়।

কাঁচরাপাড়ায় বোমা বিস্ফোরণ কাণ্ডে এনআইএ তদন্তের দাবি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গত ২৮ জানুয়ারি কাঁচড়াপাড়া পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সুবোধ রায় সরণির কালীনগরে বোমা বিস্ফোরণে ভাঙাচোরা জিনিসপত্রে দু'জন ফেরিওয়ালা গুরুতর জখম হয়েছেন। সেই ঘটনায় এনআইএ তদন্তের দাবি জানাল জেলার বিজেপি নেতৃত্ব।

আইন শৃঙ্খলার অবনতির প্রতিবাদে গত ২৯ জানুয়ারি ব্যারাকপুরে পুলিশ কমিশনার অফিস ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছিল বিজেপি। সেদিন দলীয় কর্মীদের ওপর পুলিশের বিরুদ্ধে লাঠিচার্জ করার অভিযোগে সরব গেরুয়া শিবির। এই দুটি ইস্যুতে বুধবার বিকেলে বিজেপির ব্যারাকপুর সংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার পক্ষ থেকে বীজপুর থানা ঘেরাও কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছিল। কাঁচড়াপাড়া স্টেশনের কাছ থেকে প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয়ে বীজপুর থানা পর্যন্ত আসে। থানার সামনে বসে পড়ে কিছুক্ষন বিক্ষোভ দেখায় বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। এরপর বিজেপির প্রতিনিধি দল গিয়ে থানায় স্মারকলিপি জমা দেন। উক্ত কর্মসূচিতে এদিন হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর সংগঠনিক জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, ব্যারাকপুর জেলার যুব মোর্চার সভাপতি বিমলেশ তেওয়ারি, জেলা সম্পাদক জিনিয়া চক্রবর্তী প্রমুখ। থানা ঘেরাও কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে ব্যারাকপুর জেলার যুব মোর্চার সভাপতি বিমলেশ তেওয়ারি বলেন, 'শুধুমাত্র কাঁচড়াপাড়ার একটি ওয়ার্ডে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে। খোঁজ করলে দেখা যাবে বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে বোমা লুকোনো আছে।' বিমলেশের বক্তব্য, এনআইএ-কে দিয়ে বিস্ফোরণের তদন্ত করলে সঠিক তথ্য সামনে আসবে। তাঁর কথায়, লোকসভা ভোট যতই এগিয়ে আসছে। তৃণমূলের সন্ত্রাস ততই বাড়ছে। আর পুলিশ তো পুরোপুরি দলদাসে পরিণত হয়েছে। তাই বাংলার মানুষ পুলিশের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে।

বিয়ের কাপড় কিনতে গিয়ে দুষ্কৃতীর ছুরির আঘাতে টিটাগড়ে জখম ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বাইক রাখা নিয়ে কথা কাটাকাটি। তার জেরে প্রকাশ্যে ছুরিকাঘাতের অভিযোগ উঠল টিটাগড়ে। ছুরির আঘাতে জখম হয়েছেন দুই যুবক। তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

জানা গিয়েছে, টিটাগড় পুরানী বাজার এলাকার বাসিন্দা রেহান মেহতাব আলির ভাইয়ের বিয়ে ছিল আলি ও তার বন্ধুর কথা কাটাকাটি হয়। রেহান মেহতাব আলির অভিযোগ, বাইক ঘোরাতেই পিছন থেকে ওই যুবক ছুরি দিয়ে তাকে এলোপাথাড়ি আঘাত করতে থাকে। পাশে থাকা বন্ধু ওমরকেও ওই যুবক ছুরি দিয়ে আঘাত করে পালিয়ে যায়। এরপর আক্রান্ত দু'জনেই চিকিৎসার জন্য ব্যারাকপুর বি এন বসু মহকুমা হাসপাতালে যায়। খবর পেয়ে সেখ

বুধবার। বন্ধু ওমর আলিকে বাইকে চাপিয়ে মঙ্গলবার রাতে টিটাগড় স্টেশন রোডের একটি দোকানে কাপড় কিনতে এসেছিলেন মেহতাব। টিটাগড় স্টেশন রোডের একটি দোকানের সামনে বাইক রেখে দোতলার একটি কাপড় দোকানে তাঁরা গিয়েছিলেন। অভিযোগ, ওই দোকান থেকে তারা যখন বাইকের কাছে আসেন সেইসময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা এক যুবক বলে ওঠে এখানে বাইক রাখা যাবে না । তখন ওই যুবকের সঙ্গে রেহান মেহতাব ানে হাজির হন টিটাগড় পুরসভার পুরপ্রধান কমলেশ সাউ ও টিটাগড় থানার পুলিশ। আক্রান্ত দু'জনের দাবি, হামলাবাজ যুবককে তাঁরা চেনেন না। ঘটনা নিয়ে টিটাগড় পুরসভার পুরপ্রধান কমলেশ সাউ বলেন, বাইক সরানো নিয়ে কথা কাটাকাটি চলছিল। তখনই এক যুবক দু'জনকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে পালিয়ে যায়। পুলিশকে বলেছি অভিযুক্ত যুবককে পাকড়াও করতে। হামলার ঘটনায় জড়িত যুবকের পুলিশ খোঁজ চালাচ্ছে।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য ট্রেনের ঘোষণা রেলের, মুখ রক্ষার ডেপুটেশন এসএফআই-এর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় বাস ও রেল পরিষেবা প্রয়োজনের ভিত্তিতে বাড়ানোর দাবিতে বুধবার ডেপুটেশন জমা দিলেন এসএফআই সমর্থকরা। এদিন বেলা একটা নাগাদ হাওড়া মণ্ডলের রেল প্রবন্ধক কার্যালয়ে ডেপুটেশন জমা দেন তাঁরা। ছাত্র সংগঠনের সহ সভাপতি অর্ণব দাস বলেন, 'মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় যাতে নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেন চালানো হয় ও ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানোর দাবি নিয়েই আজকে আমরা হাওড়া, শিয়ালদহ ও উত্তরবঙ্গের এনবিএসটিসি দপ্তরে ডেপুটেশন দিচ্ছি।'

যদিও বাম ছাত্র সংগঠনের ডেপুটেশন কর্মসূচির ঠিক আগের দিন অর্থাৎ মঙ্গলবারই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্যই বাড়তি লোকাল ট্রেনের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের যাতে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছতে কোনও অসুবিধার সম্মুখীন না হতে হয়, তার কথা মাথায় রেখেই পূর্ব রেল সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলেই জানান হয়েছে।

সেই কারণে মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন দিনগুলিতে সকাল ৮ টা থেকে ৯ টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত চলা শিয়ালদহ , রানাঘাট , কৃষ্ণনগর বিভাগের পলতা , জগদ্দল , কাঁকিনাড়া , পায়রাডাঙা ও জালালখালি হল্ট স্টেশন সহ বারাসাত , বনগাঁ বিভাগের সংহতি, বিভূতি ভূষণ হল্ট স্টেশনে ট্রেন থামার নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। এই নির্দেশিকা ফেব্রুয়ারি মাসের ২, ৩, ৫, ৬, ৮ ৯, ১০, ১২ তারিখ, এই আটদিন কার্যকর করা হবে বলেই পূর্ব রেল থেকে জানানো হয়েছে।

৩১৮১৫ শিয়ালদহ , কৃষ্ণনগর সিটি জালালখালি থামবে সকাল ৮ টা ২২মিনিটে।

৩১৮১৯ শিয়ালদহ , কৃষ্ণনগর সিটি পলতা , জগদ্দল এবং কাকিনাড়া থামবে যথাক্রমে ৮ টা ২২ মিনিট, ৮ টা ২৯ মিনিট, ৮ টা ৪২ মিনিটে।

৩১১১১ শিয়ালদহ , কাটোয়া লোকাল জগদ্দল ও কাকিনাড়া থামবে যথাক্রমে ৮ টা ৫৬ মিনিট, ৮টা ৫৮ মিনিটে।

৩৩৮১৯ শিয়ালদহ , বনগাঁ বিভূতি ভূষণ হল্ট থামবে সকাল ৯ টা ১ মিনিটে।

৩৩৩৬৩ বারাসাত , বনগাঁ লোকাল সংহতি ও বিভূতি ভূষণ হল্ট থামবে ৯ টা ৬ মিনিট, ৯ টা ২৯ মিনিটে।

৩১৮২৫ শিয়ালদহ , কৃষ্ণনগর লোকাল জালালখালী থামবে দুপুর ১টা ৫ মিনিটে।

০৩১৮৩ শিয়ালদহ ,লালগোলা প্যাসেঞ্জার স্পেশাল পলতা , জগদ্দল , কাঁকিনাড়া ও পায়রাডাঙা থামবে যথাক্রমে দুপুর ১ টা ১৩ মিনিট, ১ টা ২০ মিনিট, ১ টা ২৮ মিনিট, ২ টা ১৪ মিনিটে।

৩১৭৬৯ রানাঘাট , লালগোলা জালালখালি থামবে দুপুর ১টা ৩৮ মিনিটে। .

৩১৫২৩ শিয়ালদহ , শান্তিপুর লোকাল জগদ্দল থামবে ১টা ৪৭ মিনিটে।

৩১৮২৭ শিয়ালদহ , কৃষ্ণনগর লোকাল জালালখালী থামবে ২ টা ১৭ মিনিটে।

০৩১৪০ রানাঘাট , শিয়ালদহ মেমু স্পেশাল কাকিনাড়া , জগদ্দল ও পলতা ৮ টা ১৫ মিনিট, ৮ টা ১৭ মিনিট, ৮ টা ২৫ মিনিটে।

৩১৮১৮ কৃষ্ণনগর সিটি , শিয়ালদহ জগদ্দল ও পলতা থামবে ৮ টা ২৪ মিনিট, ৮ টা ৩৪ মিনিটে।

৩১৮০২ কৃষ্ণনগর , শিয়ালদহ লেডিস স্পেশাল জালালখালী থামবে ৮ টা ৪৪ মিনিটে।

৩১৯১৬ গেদে , শিয়ালদহ লোকাল কাঁকিনাড়া ও জগদ্দল ৮ টা ৫৬ মিনিট, ৮ টা ৫৯ মিনিটে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ১৭ মাঘ ১৪৩০ বৃহস্পতিবার

প্রাথমিক নিয়োগের মেধা তালিকা প্রকাশ, ৭ দিনে পৌঁছবে নিয়োগপত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২২-এ যে প্রাথমিক নিয়োগের টেট পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল, সেই পরীক্ষার মেধাতালিকা প্রকাশ হল বুধবার। ১১ হাজার ৭৬৫টি শূন্যপদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল ২০২২ সালে। গত ডিসেম্বর মাসে নেওয়া হয় টেট পরীক্ষা। পরে এই নিয়োগের প্যানেল নিয়ে আইনি জটিলতা তৈরি হয়। মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। সেই মামলায় স্থগিতাদেশ উঠে যাওয়ার পর এবার প্রকাশ হল মেধা তালিকা। পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল বুধবার সাংবাদিক বৈঠক করে ওই প্যানেল প্রকাশ করেন। সূত্রের খবর, শূন্যপদের সংখ্যা ১১ হাজার ৭৬৫ হলেও মোট ৯ হাজার ৫৩৩ জনের নাম রয়েছে প্যানেলে। বাকি পদ আপাতত ফাঁকা থাকবে বলেই জানা গিয়েছে। এই

প্রসঙ্গে গৌতম পাল জানান, আগামী একসপ্তাহের মধ্যে নিয়োগ করা হবে। অর্থাৎ সাত দিনের মধ্যে চাকরিপ্রার্থীদের হাতে নিয়োগপত্র পৌঁছে যাবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

২০২২ সালের অক্টোবর মাসে এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। তারপর ওই বছরেরই ডিসেম্বর মাস থেকে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শুরু করে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ।

পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল জানান, প্যানেলে যাঁদের নাম রয়েছে, তার মধ্যে রয়েছেন ২০১৪ ও ২০১৭ সালের টেট উত্তীর্ণরা। পাশাপাশি এদিনের সাংবাদিক বৈঠক থেকে গৌতম পাল বলেন, 'প্যানেলে থাকবে প্রাপ্ত নম্বরের ব্রেক আপ।' প্রসঙ্গত এই ব্রেক আপ করে প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া পর্ষদের ইতিহাসে প্রথম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে পর্ষদের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, স্বচ্ছতার কথা মাথায় রেখেই পর্ষদ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে যে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হলেই পরের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে।

বলরামপুর মন্মথনাথ বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষককে সাসপেন্ড পর্ষদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নরেন্দ্রপুরের স্কুলে শিক্ষকদের ওপর হামলার ঘটনায় সাসপেন্ড করা হল স্কুলের প্রধান শিক্ষককে। বুধবার প্রধান শিক্ষক সৈয়দ ইমতিয়াজ আহমেদকে সাসপেন্ড করে পর্ষদ। বলরামপুর মন্মথনাথ বিদ্যামন্দিরে শিক্ষকদের ওপর হামলার ঘটনায় প্রথম থেকেই অভিযোগ ছিল প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। আর এরই সূত্র ধরে কড়া পর্যবেক্ষণ ছিল কলকাতা হাইকোর্টের। ঘটনার পরই আদালের নির্দেশ দেয় যাতে প্রধান শিক্ষক ওই স্কুলে প্রবেশ করতে না পারেন। এরপর থেকে স্কুলে যাননি তিনি।

প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, বিচারপতির কড়া নির্দেশ ও পর্যবেক্ষণের কথা মাথায় রেখে তদন্ত চলাকালীন প্রধান শিক্ষক পদ থেকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেয় পর্ষদ। শুধু তাই নয়, একইসঙ্গে বদলে দেওয়া হয় মাধ্যমিকের সেন্টার-ইন-চার্জকেও।

এর আগে অভিযোগের ভিত্তিতে ডিআই-এর দেওয়া রিপোর্টকে মান্যতা দিয়ে প্রধান শিক্ষককে শোকজ করেছিল বোর্ড। তাঁকে স্কুলে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছিল না। এরপর প্রধান শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য কে সুপারভাইজার হবেন তা নিয়েও শুরু হয় জল্পনা। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ মঙ্গলবারই হাইকোর্টে জানিয়ে দেয়, স্কুলের শিক্ষক শিবনাথ চাটুইকে সুপারভাইজার হিসেবে নিযুক্ত করা হবে।

প্রসঙ্গত, শনিবার নরেন্দ্রপুরের বলরামপুর মন্মথনাথ বিদ্যামন্দিরে এই মারধরের ঘটনা ঘটেছিল। সকালে স্কুলে ক্লাস চলছিল। সেই সময় প্রায় ২০ জন শিক্ষক শিক্ষিকা টিচার্স রুমে বসে ছিলেন। আবার অনেক শিক্ষক শিক্ষিকা ক্লাসে ছিলেন।

তখন বাইরে থেকে ২০ জন লোক এসে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে শুরু করে। এরপর তারা টিচার্স রুমে ঢুকে গিয়ে শিক্ষক এবং শিক্ষিকাদের উপর আচমকা হামলা চালায়। লণ্ডভণ্ড করে দেয় টিচার্স রুম। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অনেক দিন ধরেই দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এসেছিল। আর হামলার পর নতুন করে অভিযোগ সামনে আসে। খোদ শিক্ষামন্ত্রীও এই ঘটনায় রিপোর্ট তলব করেছিলেন।

মঙ্গলবার শিক্ষা দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ও ডেপুটি ডিরেক্টরকে আদালতে হাজিরা দিতে বলেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি। ওইদিন আর একটা সুযোগ দিতে বলেন তাঁরা। তাঁরা পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে, আগের ত্রুটি সংশোধন করে স্কুলের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে রিপোর্ট দিতে চান আদালতে।

এ কথা শুনে বিচারপতি বলেন, 'আদালত সেই সুযোগ দেবে। নতুন করে অনুসন্ধান করে মুখবন্ধ খামে রিপোর্ট দিন।' স্কুল শিক্ষা দফতরের যুগ্ম অধিকর্তা এবং জেলা স্কুল পরিদর্শককেও এই মামলায় যুক্ত করা হয়েছে।এই মামলায় বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর পর্যবেক্ষণ ছিল, প্রধান শিক্ষক ছাড়াও আরও কেউ থাকতে পারেন এই ঘটনার পিছনে।

মুকুল পুত্র শুভ্রাংশুর নিশানায় বীজপুর ও জগদ্দলের বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: এবার মুকুল পুত্র শুভ্রাংশু রায়ের নিশানায় বীজপুর ও জগদ্দলের দুই বিধায়ক সুবোধ অধিকারী ও সোমনাথ শ্যাম। মঙ্গলবার কাঁচড়াপাড়ার বাবু ব্লকে রক্তদান শিবিরের মঞ্চ থেকে সাংসদ অর্জুন সিং-কে ফের আক্রমণ করেছিলেন দুই বিধায়ক সুবোধ অধিকারী ও সোমনাথ শ্যাম। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল বেরোনোর পর তাণ্ডব চালানোর অভিযোগ নিয়েও তারা সরব হয়েছেন।

বুধবার কাঁচড়াপাড়ার বাড়িতে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে দলের দুই বিধায়কের বিরুদ্ধে মুখ খুললেন বীজপুর কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক তথা কাঁচড়াপাড়া পুরসভার উপ-পুরপ্রধান শুভ্রাংশু রায়। বীজপুরের বিধায়কের নাম না করে এদিন মুকুল পুত্র শুভ্রাংশু রায় বলেন, 'যিনি বা যারা ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের পর তাণ্ডবের কথা বলছেন, তাঁরা তখন কোন দলে ছিলেন? আগে তাঁরা সেটা ভেবে দেখুন।'

শুভ্রাংশু চ্যালেঞ্জের সুরে বলেন, এখন যাঁরা তৃণমূলে এসেছেন, তখন তারাই বিজেপিতে থেকে তাণ্ডব করেছিলেন। প্রসঙ্গত, ক্রমাগত সাংসদ অর্জুন সিংকে আক্রমণ করে চলেছেন দলেরই দুই বিধায়ক। যদিও দলের নির্দেশ মেনে সাংসদ এখনও পর্যন্ত চুপ রয়েছেন। এ প্রসঙ্গে শুভ্রাংশু বলেন, 'উচ্চ নেতৃত্বের নির্দেশে সাংসদ দলে যোগ দিয়েছেন। তাহলে তো মনে হচ্ছে উচ্চ নেতৃত্বকেই নিশানা করা হচ্ছে।' তাঁর কথায়, আত্ম অহংকার বেড়ে গেলে অনেক সময় এই রকম হয়।

এদিন নাম না করেই জগদ্দলের বিধায়ককেও আক্রমন করেন মুকুল পুত্র শুভ্রাংশু রায়। তিনি বলেন, 'বীজপুরে এসে যিনি বড় বড় কথা বলছেন। তিনি তো জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের পুরো এলাকা সম্বন্ধে জানেন না।' তাঁর সাফ কথা, দল অনুমতি দিলে তিনি জগদ্দলে গিয়ে জগদ্দলের বিধায়ককে মোক্ষম জবাব দেবেন। পুরানো স্মৃতি রোমন্থন করে এদিন মুকুল পুত্র বলেন, 'বাম জমানায় বীজপুরে সিপিএমের অত্যাচারে সমস্ত বুথে এজেন্ট দেওয়া যেত না। মাত্র ৬০ শতাংশ বুথে তারা এজেন্ট দিতে পারতেন। কিন্তু এখন যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা সকলেই নব্য। বাম আমলের যন্ত্রনা তারা তো বুঝবেন না। যদিও বীজপুরের দুই টাউন সভাপতি দলের দুর্দিনের সৈনিক।' তবে সাংসদকে লাগাতার নিশানায় ক্ষুব্ধ মুকুল পুত্রের কথায়, নিজেদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি একদম উচিত নয়। যারা জন্মলগ্ন থেকে তৃণমূল করছেন কিংবা যারা তৃণমূল করতে গিয়ে সিপিএমের হাতে মার খেয়েছেন।

বারবার ফোনে মাকে না-পেয়ে সন্দেহ মেয়ের, উদ্ধার প্রৌঢ়ার দেহ

ঘরে মিলল রক্তাক্ত মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দমদমের গোরা বাজারে একাকী প্রৌঢ়ার রহস্যমৃত্যু। মৃতার নাম তারা শর্মা (৬৮)। বুধবার তাঁর দেহ উদ্ধার হয় বাড়ি থেকে। মৃতার পরিবারের অভিযোগ, তাঁর একা থাকার সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে কেউ বা কারা খুন করেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, তারাদেবীর মাথায় ভারী কিছুর আঘাত করা হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিকভাবে অনুমান, সেই আঘাতের কারণেই মৃত্যু হয়েছে। যার জেরে খুনের সন্দেহ উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তবে, কেন কেউ খুন করবে, বা কী ঘটেছিল তা এখনও স্পষ্ট নয়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বাড়িতে একাই থাকতেন তারাদেবী। কয়েক মাস আগে স্বামী মারা গিয়েছেন। একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। এদিকে মায়ের খবর নিতে বারবার ফোন করছিলেন মেয়ে। তবে ফোন না ধরায় সন্দেহ হয়। এরপরই সোজা চলে আসেন বাড়িতে। তখনই সামনে আসে প্রকৃত ঘটনা।

শর্মা পরিবার সূত্রে খবর, মাস ছয়েক আগে তাঁর স্বামী অশোক শর্মাও মারা যান। অশোকবাবু একটি বহুজাতিক সংস্থায় উচ্চপদে কর্মরত ছিলেন। এদিকে স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, মঙ্গলবার সকালেও এলাকায় দেখা গিয়েছিল ওই বৃদ্ধাকে।

এরপর তাঁকে আর দেখা যায়নি। এদিকে বৃদ্ধার মেয়ে বারবার ফোন করার পরও যোগাযোগ করতে না পারায় বাড়িতে যান। অনেকবার দরজায় কড়া নাড়েন। এরপরেও সাড়া না দেওয়ায় খবর দেওয়া হয় দমদম থানায়। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে দেহ উদ্ধার করে। পুলিশ সূত্রে খবর, তারা দেবীর মাথায় ভারী কোনও বস্তু দিয়ে আঘাত করার কারণেই সম্ভবত মৃত্যু হয়েছে। তবে ঠিক কী কারণে খুন করা হয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করেছে দমদম থানার পুলিশ।

শেষ হল বইমেলা, জনপ্লাবনে ২০২৪ পিছনে ফেলল ২০২৩-কে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শেষ হল ৪৭ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা। এবারের বইমেলায় বই বিক্রির সম্পর্কে গিল্ডের সম্পাদক সুধাংশু শেখর দে জানান, 'এবার তো বইমেলা একদম মাসের শেষে হল। মাসের প্রথম দিকে হলে আরও বিক্রি হত। তবে ২০২৪-এর বইমেলায় ২০২৩-এর থেকে অনেক বেশি মানুষ এসেছেন। প্রায় ২৯ লক্ষের কাছাকাছি। এবং এই কয়েকদিনে মেলাপ্রাঙ্গণ থেকে বই বিক্রি হয়েছে প্রায় ২৭ কোটি টাকার!'

এরই পাশাপাশি ১৪ দিনের বইমেলা শেষে গিল্ডের সভাপতি ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় জানান, 'এবার লক্ষ্য করেছি জনসমাগম বেশি, তরুণ প্রজন্ম মাঠে বেশি আসছে। বই উপহার দেওয়া শুরু হয়েছে।' শেষে তিনি জানান, 'বইয়ের বিকল্প আসলে নেই!'

এদিকে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার ঐতিহ্যবাহী আন্তর্জাতিক বইমেলায় এবার সেরা প্যাভিলিয়নের সম্মান পেল বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন। রাজধানী ঢাকার রিকশার চিত্রকলাকে থিম করে এবার প্যাভিলিয়ন বানানো হয়। বুধবার বইমেলার শেষ দিনে মেলা চত্বরের এসবিআই মিলনায়তনে সমাপনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশকে দেওয়া হয় সেরা প্যাভিলিয়নের সম্মান। পুরস্কার তুলে দেন বিধাননগর পৌর করপোরেশনের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী। বাংলাদেশের পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেন কলকাতায় বাংলাদেশ উপহাইকমিশনের হেড অব চ্যান্সারি (এইচওসি) সিকদার মোহাম্মদ আশরাফুর রহমান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপহাইকমিশনের প্রথম সচিব (বাণিজ্যিক) মোহাম্মদ শামসুল আরিফ। এবার মেলায় বাংলাদেশের ৪৩টি প্রকাশনা সংস্থা যোগ দিয়েছে। এর মধ্যে ১০টি সরকারি প্রকাশনা সংস্থা।

এরই পাশাপাশি ৪৭তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার মঞ্চে শেষ দিনে স্বীকৃতি দেওয়া হয় সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটিকে। গত বছরের মত এবারও এসএনইউ ছিল কলকাতা বইমেলার ডিজিটাল পার্টনার। দু'সপ্তাহের বই উৎসবের সম্পূর্ণ অনলাইন কভারেজের দায়িত্ব ছিল এসএনইউয়ের ওপর। সফলভাবে সেই দায়িত্ব পালন করার স্বীকৃতি হিসেবে বুধবার এসবিআই অডিটোরিয়ামে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সম্মানিত করা হয় সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটিকে। গত দু'সপ্তাহ ধরে বইমেলার সমস্ত অনুষ্ঠানের লাইভ কভারেজ ছাড়াও প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে বিভিন্ন খবর সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে এসএনইউ।সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য পুরস্কৃত করা হয়েছে এসএনইউয়ের গোটা ডিজিটাল টিমকে।

প্রয়াত ডেপুটি মেয়রের মা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাড়িতে পুজোর সময় প্রদীপ থেকে আগুন লেগে পুড়ে গিয়েছিল শরীর। তিন দিনের লড়াইয়ের পর থেমে গেল বৃদ্ধার জীবনযুদ্ধ। আরজিকর হাসপাতালে মৃত্যু হল কলকাতা পুরসভার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষের মায়ের। বুধবার সকাল ৭ টায় তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।

কলকাতার নলিন সরকার স্ট্রিটের বাড়িতে থাকতেন কলকাতা পুরসভার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষের মা। গত শনিবার বাড়িতে পুজো করার সময় ঘটে দুর্ঘটনা। প্রদীপ থেকে কোনওভাবে আগুন লেগে যায় বৃদ্ধার শাড়িতে। দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে শাড়ি। চিৎকারে পরিবারের সদস্যরা এসে দেখেন দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে। সেখানেই চিকিৎসা চলছিল তাঁর। তবে শেষ রক্ষা হল না। প্রসঙ্গত, এই ধরনের ঘটনা কলকাতায় বেশ কয়েকটি ঘটেছে। তারপর পুলিশের তরফে এ ব্যাপারে বাড়ির বয়স্কদের সাবধানও থাকতে বলা হয়েছে। জারি করা হয়েছে নির্দেশিকা।

নিয়োগ দুর্নীতিতে নাম তৃণমূলের ছাত্রনেতার!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে ফের সামনে এল নয়া তথ্য। নেতা-মন্ত্রীরা যখন জেলে, তখন নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়াল তৃণমূলের ছাত্রনেতাদের নাম, এমনটাই সূত্রের খবর। সম্প্রতি রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তর সিআইডির তরফ থেকে একটি রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। সেই রিপোর্টে রয়েছে একটি চিঠি, যা একজন সরকারি আধিকারিক দিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। সেই চিঠিতেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যের নাম রয়েছে। সঙ্গে নাম রয়েছে টিএমসিপি-র সহ সভাপতি প্রান্তিক চক্রবর্তীরও।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে শাসক দলের দায়িত্ব রয়েছে প্রান্তিকের হাতে। চিঠিতে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা বলেই উল্লেখ করা হয়েছে তাঁকে। অভিযোগ উঠেছে, ২০১৮-১৯ সালে কোনও নিয়োগ পদ্ধতি ছাড়াই ৮৫০ জনের চাকরি হয়েছিল শিক্ষক পদে। চাকরি দেওয়ার নামে যে টাকা সংগ্রহ করা হত, তা নাকি নেওয়া হত প্রান্তিকের জি-পে অ্যাকাউন্টে।

সূত্রের খবর, চিঠিতে বলা হয়েছে, প্রান্তিকের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর চেক করলেই নাকি বেরিয়ে আসবে বিস্ফোরক সব তথ্য। মন্ত্রীকে অ্যাডমিট কার্ড পাঠিয়ে চাকরি দেওয়ার কথা বলেছিলেন চ্যাটে, এমন অভিযোগও রয়েছে প্রান্তিকের বিরুদ্ধে। যদিও চিঠির প্রেরক তাঁর পরিচয় গোপন রেখেছেন।

এখানে আরও একটি তথ্য এই প্রসঙ্গে দিতেই হয়। সম্প্রতি একটি ছবি পরিচালনা করেছেন প্রান্তিক চক্রবর্তী। আর সেই ছবিতে অভিনয় করেছেন তৃণমূল নেত্রী তথা প্রান্তিকের স্ত্রী রাজন্যা হালদার। আর এখানেই প্রশ্ন উঠেছে, দুর্নীতির টাকাতেই এই সিনেমা করা হয়েছে কি না তা নিয়ে। জিটিএ এলাকা নিয়েই ছবি বানিয়েছেন প্রান্তিক। তবে প্রান্তিক অভিযোগ নস্যাৎ করে দাবি করেছেন, টাকার বিনিময়ে চাকরি দিয়ে থাকলে ওই এলাকায় ছবি বানাতে পারতেন না। একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'পাহাড়ের কাহিনি নিয়ে ছবি বানিয়েছি। ওখানকার হলে প্রচুর মানুষ সিনেমা দেখতে যাচ্ছেন। আমার সাফল্যে ইর্ষান্বিত হয়েই বোধ হয় এমন অভিযোগ করছেন কেউ।'

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সুবিধায় তৎপর বেসরকারি বাস মালিকরাও

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা: ২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষা।ট্রেন, মেট্রো যতই থাক গণ পরিবহণে বাসের বিশেষ জায়গা থাকে। সরকারি বাস চললেও শহর থেকে শহরতলি স্কুলে পৌঁছতে অন্যতম ভরসা বাস।

এই পরিস্থিতিতে এগিয়ে আসছেন বেসরকারি বাস মালিকরাও। তবে পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে তাঁদের অনুরোধ মাধ্যমিক পরীক্ষার কয়েকটা দিন একটু শিথিল করা হোক নিয়ম। নির্দিষ্ট স্টপেজের বাইরেও যদি প্রয়োজনে বাস দাঁড় করানো হয় তাহলে যেন কেস দেওয়া না হয়। কারণ, পরীক্ষার্থীদের অনেকেই হয়তো বাস স্টপের কাছাকাছি কোনও জায়গা থেকে উঠতে পারেন বা নামতে পারেন।

বেসরকারি বাস সংগঠন জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের তরফ থেকে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশ প্রশাসনের কাছে আর্জি জানিয়েছেন, যাতে মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন অকারণে হেনস্থা না করা হয় বাস চালকদের। কারণ, পরীক্ষার ক'দিনে রাস্তায় বের হবেন পরীক্ষার্থী থেকে শুরু করে তাদের অভিভাবকেরাও। একই সঙ্গে পরীক্ষা নিয়েও দুঃশ্চিন্তায় ভোগা খুবই স্বাভাবিকও। ফলে বাস ধরে গন্তব্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অনেক সময়েই বাস হয়তো বাস স্ট্যান্ড ছাড়াও দাঁড় করাতে পারেন তাঁরা। কারণ, তাঁদের অনেকের পক্ষেই জানা সম্ভব নয় ঠিক কোথায় হতে পারে বাস স্টপ। আর পরীক্ষার তাড়াহুড়োর মাঝে পুলিশ বাস চালকদের বিরুদ্ধে কেস দিলে সমস্যা বাড়বে ছাড়া কমবে না। কারণ, কেস দেওয়া হলে বেশ কিছুক্ষণ সময় নষ্টেরও সম্ভাবনা। যা মোটেই কাম্য নয় পরীক্ষার এই দিনগুলোতে। আর এই সব কারণকে মাথায় রেখে বেসরকারি বাস সংগঠনের তরফ থেকে এমনটাই আর্জি জানানো হয়েছে প্রশাসনের কাছে।

তপনবাবু এও মনে করিয়ে দিয়েছেন, পরীক্ষার দিনে ট্রেন বা মেট্রো যে কোনও কিছুর পরিষেবা বাড়ালেও তা বাসের সমতুল্য কখনও হতে পারে না। কারণ, বাস-ই একমাত্র গণপরিবহণ যা পরীক্ষা কেন্দ্রের দোরগোড়া পর্যন্ত পৌঁছাবে।

ফলে বেসরকারি বাস মালিক সংগঠনের তরফ থেকে শুধু নয়, প্রশাসনের সাহচর্য না মিললে সমস্যায় পড়বেন পরীক্ষার্থীরাই।

মাঝ মাঘে ঘুড়ির আসরে মেতেছে কলকাতা

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা' পেটকাটি চাঁদিয়াল
মোমবাতি বগ্গা
আকাশে ঘুড়ির ঝাঁক, মাটিতে অবজ্ঞা।'

না, বিশ্বকর্মা পুজো নয়। ভরা মাঘের শীতে জমে উঠছে ঘুড়ির লড়াই। তা নিয়ে বেশ কিছু পাড়ায় উন্মাদনা। বালির অঙ্কন কুণ্ডু, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের নাসির আহমেদ, মেটিয়াবুরুজের দীপঙ্কর অধিকারী এরকম অনেকেই ব্যস্ত ঘুড়ির প্রতিযোগিতার আয়োজন নিয়ে।

আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি নিউ টাউনে শুরু হবে ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতা। ফাইনাল ৩ মার্চ। গত বছর প্রথমবার ছোট করে হয়েছে এই প্রতিযোগিতা। এবার বড় করে হবে। বিএসএফ শিবির/হনুমান মন্দিরের পাশে খোলা সবুজে বসবে এই আসর। উদ্যোক্তারা এর জন্য মাঝ জানুয়ারি থেকে সামাজিক মাধ্যমে প্রচার শুরু করেছেন। প্রবেশমূল্য ৩ হাজার টাকা। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পুরস্কারের অর্থমূল্য যথাক্রমে ২৫ হাজার, ২০ হাজার, ১০ হাজার ও ৭ হাজার টাকা।

প্রবেশমূল্য-বাবদ যদি ৯৬ হাজার টাকা আয় হয়, পুরস্কার-বাবদ যদি ৬২ হাজার টাকা যায়, তাহলে কি ৩৪ হাজার টাকা লাভ? মেটিয়াবুরুজ

কাইট ক্লাবের আমান আলি এই প্রতিবেদককে বলেন, 'মোটেও না। আনুষঙ্গিক অনেক খরচ আছে। অনুমতির জন্য একাধিক জায়গায় ছোটাছুটি করতে হবে। আর্থিক লাভটা একেবারেই বিবেচ্য নয়। সবটাই ঘুড়িপ্রেমিকদের মনের খোরাকের জন্য।'

ক'দিন আগে স্টার স্কাই ক্লাবের নাসির আহমেদ এরকম একটা ঘুড়ির লড়াইয়ের আসর বসান। পরিবহণ ব্যবসায় ছোটখাট কাজ করেন। তিনি বলেন, 'অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের বয়স ছিল আনুমানিক ১৭ বছর থেকে ৪৫ বছর। প্রতি দলে ছিল ৭ জন।' ওই লড়াইয়ে অংশ নিতে এসেছিলেন মেটিয়াবুরুজের দীপঙ্কর অধিকারী (২৮)। তিনি বলেন, 'নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে হয় এই প্রতিযোগিতা। বিচারকরা পয়েন্ট দেন।'

খোলা মাঠ ক্রমেই কমে যাচ্ছে। বিভিন্ন এলাকায় বাড়িগুলির উচ্চতাও ভিন্ন ধরনের। কোনওটা ২-১ তলা, পাশেই হয়ত দৃষ্টি নিরোধক কোনও বহুতল। ঘুড়ির আসর বসানোর আদর্শ জায়গায় ক্রমেই অন্তর্হিত হচ্ছে। ক'দিন আগে রিপন স্ট্রিটে ছাদ চেয়ে সামাজিক মাধ্যমে ঘোষণা করেছিলেন অ্যামিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এমবিএ-র ছাত্র, টক্সিক কাইট ক্লাবের আদিত্য রায় (২২)। তিনি এই প্রতিবেদককে বলেন, '১৫ আগস্ট থেকে ফেব্রুয়ারি মোটামুটি এই সময়কালে বসে ঘুড়ির আসর।'

ঘুড়ির আসরের ঘোষণা যেমন থাকে সামাজিক মাধ্যমে, তেমনই থাকে ফলাফলও। যেমন, স্কাইলার্ক কাইট ক্লাবের কাছে হেরে সিএসকেসি কাইট ক্লাবের এক অনুগামী জানিয়েছেন, উই লস্ট বাই থার্টিন কাইটস। আবার, মা তারা কাইট ক্লাব (কলকাতা ১২) ২৭টি ঘুড়ি কেটেও হেরে গেল বেলুড় পালপাড়া কাইট ক্লাবের কাছে। বেলুড়ের রবি একাই কেটেছিল ১৫টি ঘুড়ি। আসরশেষে দু'পক্ষের অংশগ্রহণকারীরা একসঙ্গে ছবি তুলে পোস্ট করেছেন ফেসবুকে।

বৃহত্তর কলকাতায় সম্রাট কাইট ক্লাব, জলি কাইট ক্লাব, গ্রিন হাউস কাইট ক্লাব, আজিম কাইট ক্লাব, বি গার্ডেন কাইট ক্লাব; এরকম হরেক ক্লাবের ছড়াছড়ি। মেটিয়াবুরুজ কাইট ক্লাবের সদস্যসংখ্যা প্রায় ১৯ হাজার। 'প্রাইভেট গ্রুপ' কলকাতা কাইট অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হয়েছে ২০১৭-র ২৮ ডিসেম্বর। সদস্যসংখ্যা ১২,০০০। বালির ম্যাজিক কাইট ক্লাবের ফেসবুক ফলোয়ার ৩ হাজার ৪০০। যাদবপুর কাইট ক্লাবের সদস্যসংখ্যা ১ হাজার ৭০০-র ওপর। সব মিলিয়ে মাতোয়ারা ঘুড়িপ্রেমিকদের একটা বড় অংশ। পরস্পরের কাছে খোঁজ নিচ্ছেন আগামী লড়াইটা কোন পাড়ায় হবে? কে, কে অংশ নেবেন?

সম্পাদকীয়

অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের জন্য সমাজের ক্ষতিই হয়

কিছু মানুষ বলে বেড়ান, দেশে মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। ফলে হিন্দুদের পিছনে ফেলে মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাবে। এই প্রবন্ধ এমন ধারণা বদলাতে সাহায্য করবে। তথ্যসমৃদ্ধ এ ধরনের লেখা শুধুমাত্র এই বিষয়েই নয়, বহু ক্ষেত্রেই প্রয়োজন। সমাজ সচেতনতা এর ফলে বাড়ে। ধর্মনিরপেক্ষতার সঠিক ব্যাখ্যা সংবাদে প্রচার হলে সমাজ সচেতন হয়। বর্তমানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো মুখে ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি আওড়ায়, কার্যক্ষেত্রে তার ধারে কাছেও থাকে না। যে যার মতো করে ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা দিয়ে চলেছে। ভোট রাজনীতির ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থকে কাজে লাগাতে রাজনৈতিক দলগুলি বদ্ধপরিকর। অনেকেই বলেন, ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রগতিশীল ও ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির মধ্যে এই বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংগৃহীত তথ্যকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কোনও প্রচেষ্টা চোখে পড়ে না। হয় নেতারা এই তথ্যগুলো জানেন না, বা জানলেও ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতিতে সুবিধা পাওয়ার উদ্দেশ্যে চুপ করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে উদারপন্থী ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সামাজিক সংগঠনগুলোকে দায়িত্ব নিতে হবে, যাতে এই তথ্য-পরিসংখ্যান জনগণের কাছে পৌঁছয়। যাতে এই ধর্মনিরপেক্ষ দেশে ধর্মীয় লাইনে জনগোষ্ঠীর মধ্যে অপ্রয়োজনীয় বিভাজন রোখা যায়। এই আবেদনে সাড়া দেওয়া সকলেরই উচিত। রাষ্ট্র কোনও ধর্মকে উৎসাহিত করবে না, নিরুৎসাহিতও করবে না, ধর্ম একান্ত ব্যক্তিগত; এমনই হওয়া উচিত রাষ্ট্রের অবস্থান। শিক্ষাকে হতে হবে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষতার একনিষ্ঠ প্রতীক। বিবেকানন্দও জাতপাত নিয়ে বিচার করা সমর্থন করেননি। তিনি মনে করতেন, সত্যের জন্য সব কিছু ত্যাগ করা যায়, কিন্তু কোনও কিছুর বিনিময়ে সত্যকে ত্যাগ করা যায় না। অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, কাল্পনিক চরিত্রের জন্য গোঁড়ামি, যুক্তিহীন ও অসত্য ধারণা সমাজের ক্ষতিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। রাজনীতি ও ধর্ম মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতেই তার উপযুক্ত প্রমাণ মেলে। শাসকদের কাজ হল বিভেদ সৃষ্টির দ্বারা শাসন করা। তাই তাদের সেবক যাঁরাই হবেন, তাঁরাই এ কাজ করবেন। নইলে যে গদি চলে যাবে। যাঁরা প্রকৃত মানবতাবাদী, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ও গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ, তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষতার সঠিক ব্যাখ্যা বোঝেন, ও মানুষের কল্যাণে ব্রতী হন। সংবাদমাধ্যমগুলোও এই আদর্শ অনুসরণ করলে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে অনেক বেশি।

আনন্দকথা

তারপর বেলা নয়টার সময়-যখন পূজা আরম্ভ নয়। তারপর বেলা দ্বিপ্রহরের সময় — তখন ভোগ আরতির পর ঠকুর-ঠাকুরানীরা বিশ্রাম করিতে যান। আবার বেলা চারিটার সময় নহবত বাজিতে থাকে-তখন তাঁহারা বিশ্রামলাভের পর গাত্রোত্থান করিতেছেন ও মুখ ধুইতেছেন। তারপর আবার সন্ধ্যারতির সময়। অবশেষে রাত নয়টার সময় — যখন শীতলের পর ঠাকুর-শয়ন হয়, তখন আবার নহবত বাজিতে থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
প্রথম দর্শন

তব কথামৃতং তপতজীবনং, কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং, ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ।।
(শ্রীমদ্ভাগবত, গোপীগীতা, রাসপঞ্চাধ্যায়)

গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ি। মা-কালীর মন্দির।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

অজয় জাদেজা

১৯৫৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা জ্যাকি শ্রফের জন্মদিন।*
১৯৬৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ হিমন্ত বিশ্বশর্মার জন্মদিন।*
১৯৭১ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় অজয় জাদেজার জন্মদিন।*

বইমেলা বাঙালির বইসংস্কৃতি থেকেই দূরত্ব বাড়িয়ে চলেছে !

স্বপনকুমার মণ্ডল

বাঙালির জীবনে বইমেলা বাৎসরিক উৎসবে মহার্ঘ আভিজাত্য লাভ করেছে। অবশ্য উৎসবের প্রকৃতিতে বিস্তৃতির আভিজাত্যে আত্মসংকটের পরিসরও অমোঘ মনে হয়। পূজা উৎসবে বিস্তার লাভ করলে তার আকাশে বর্ণরঙিন কৃত্রিম পরিসর আপনাতেই সরগম হয়ে ওঠে। অথচ তাতেই পূজার পবিত্রতা বজায় রাখা দুরূহ হয়ে পড়ে। যেখানে দেখনদারির আভিজাত্যে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ উগ্র মূর্তি লাভ করে, সেখানে পবিত্র চেতনায় শ্রদ্ধাবোধ আপনাতেই ক্রমশ উবে যায়। বইমেলার আলোর রোশনাই ক্রমশ উৎকর্ষমুখর। সেই আলোতে ক্রেতাকে আকৃষ্ট করার নানান পন্থায় বিভ্রান্ত করে উদ্দেশ্য চরিতার্থ করাও সুলভ মনে হয়। অথচ বইয়ের মুখ্য উদ্দেশ্যই অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করা, দেখার ভিন্নতর অভিমুখে প্রাণিত করা। সেখানে বইমেলার আলোর রোশনাই-এ ব্যবসায়িক বুদ্ধির সাফল্য দিয়ে পাঠককে ক্রেতা বানানোর মধ্যে বিক্রি বাড়ানো ছাড়া অন্য কোনো মহৎ উদ্দেশ্য সক্রিয় হতে পারে না। সেক্ষেত্রে বইমেলার পাঠকের সংখ্যাবৃদ্ধির মহৎ উদ্দেশ্যই প্রদীপের আলোর নীচের অন্ত্যজ অন্ধকারে ব্রাত্য হয়ে পড়ে। সেদিক থেকে যদি বইমেলার আলোতে বইচেনার পরিসরটি আলোকিত হত, তাহলে আর কিছু হোক আর না-হোক আখেরে পাঠক তৈরির সোপানটি সক্রিয় হয়ে উঠত। না জেনে শ্রদ্ধা অন্ধভক্তির নামান্তর। পুণ্যতাবোধের জাগরণে শ্রদ্ধা জেগে ওঠে, জ্ঞানের পূর্ণতাবোধে শ্রদ্ধাসীন হয়। শিক্ষার সোপানে সেই পূর্ণতাবোধে বইয়ের অবিকল্প অস্তিত্ব আজও বিদ্যমান। সেদিক থেকে শালুককাপড় মুড়ে সিঁদুর লেপে ভক্তি ভরে বইয়ের অস্তিত্ব সময়ান্তরে নিঃস্ব হয়ে পড়লেও তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ঠুনকো হয়ে পড়ে না। সেই অচলা ভক্তিই যে আধুনিক বইমেলায় পাথেয় হয়েছিল,তা অনস্বীকার্য।

অন্যদিকে শিক্ষার উৎকর্ষে ও সংস্কৃতির বিকাশে বইয়ের বনেদি ভূমিকা পুণ্য থেকে পূর্ণের দিকে অগ্রসরমান । সেখানে বইয়ের জগতেও এসেছে বিশেষিকরণের বহুমাত্রিক শ্রেণিবিন্যাসের বর্ণমুখর পরিসর। তাতে পোশাকআসাকে শিল্পনৈপুণ্যে দেখনদারির পরিচয় স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশমুখর। অথচ অঙ্গসৌষ্ঠবসর্বস্বতা দিয়ে তার আবেদনকে আকর্ষণীয় করা গেলেও তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা একান্তভাবেই পাঠকনির্ভর। তাছাড়া ক্রেতাবৃদ্ধিতে পণ্যের গুণমানে নজর পড়লেও পাঠক তৈরির প্রতি তীব্র উদাসীনতা নেমে আসে। যেন ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হবে না-র ধারণা সেখানে উচ্চকিত। অথচ সেক্ষেত্রে কাকের পরিবর্তে কোকিল চেয়ে বসলেই ভাতের সুলভ আবেদন নিঃস্ব হয়ে যায়। স্বাভাবিক ভাবেই বইমেলার ক্রেতাবৃদ্ধিতে তো আর বইমেলার সৌরভ বিকশিত হতে পারে না। শুধু তাই নয়, তাতে মেলার আভিজাত্যে বইমেলার স্বতন্ত্র বনেদিয়ানাও নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে। অন্যদিকে বইকে পণ্য করেও বাঁচানো যাবে না। বাংলার বইসংস্কৃতি বাঙালির অহঙ্কার । সেই অহঙ্কার আধুনিক পরিসরে সমৃদ্ধিমান। বইমেলা তার ধারক-বাহক হয়ে উঠেছে। অথচ সেখানে বইয়ের পণ্যায়ন আপাতভাবে স্বাস্থ্যকর মনে হলেও তার সঙ্গে পাঠকের মানসিক সংযোগ স্থাপন করে বইমেলার পরিসরকে উৎকর্ষের মানসতীর্থ করে তোলা সম্ভব কিনা, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থেকেই যায়। আধুনিক পরিসরে পাঠকের বিস্তার প্রয়োজনের চৌকাঠ পেরিয়ে বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি। শুধু তাই নয়, সেই প্রয়োজনের পরিসরও পাঠক তৈরির ক্ষেত্রে সেভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠেনি। গ্রামাঞ্চলে বা আধা শহরগুলিতে বইয়ের দোকানের অপ্রতুল সংখ্যাই শুধু নয়, যেখানে প্রচুর বইয়ের সম্ভার রয়েছে, সেই লাইব্রেরিতেও বইয়ের চাহিদার দিকে দৃষ্টি দিলেই তা সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। পাঠকের পূর্ণতাবোধে বইমেলার অভিযান সেক্ষেত্রে প্রয়োজনের সীমাবদ্ধতায় আটকে পড়লে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। স্বার্থের সম্পর্ক তার চরিতার্থতায় নিঃস্ব হয়ে পড়ে। আত্মিক সম্পর্ক সার্থকতায় উৎকর্ষমুখর । বইয়ের সম্পর্ক প্রয়োজন থেকে অপ্রয়োজনের পরিসরে পক্ষ বিস্তার করে। সেখানে প্রয়োজনেই তার সার্থকতা নিঃশেষ হয়ে পড়ে না, অপ্রয়োজনে জীবনবোধ গড়ে তোলে। অথচ বইয়ের সেই জীবনবোধ গড়ে তোলার সোপানটি বইমেলার পাঠকের পরিবর্তে ক্রেতা অভিমুখী দৃষ্টিতে ব্যাহত মনে হয়। আসলে বইমেলার আসল উদ্দেশ্যই এখনও অধরা মাধুরী। জনমানসে বইমেলা বইয়ের মেলা,মেলা বইয়ের বাজার।

শ্রদ্ধাবোধ ব্যতীত ঐতিহ্য যেমন গড়ে তোলা যায় না, তেমনই তা রক্ষা করাও দুরূহ। সেখানে শ্রদ্ধাবোধই বইমেলার বনেদি আভিজাত্য। অথচ সেই বইমেলা পণ্যসংস্কৃতির শ্রদ্ধাহীনতার সোপানে উৎসবমুখর। তার আয়োজনে জনমনোরঞ্জনী সংস্কৃতিচেতনা তীব্র গতি লাভ করেছে। প্রচলিত পথেই তার বিস্তার। সেখানে পাঠকের চেয়ে দর্শকের ভিড়, রসের আড়ম্বরের চেয়ে রসনা তৃপ্তির হরেক আয়োজন। সেই দর্শকচিত্তে বা শ্রোতার মননে বইয়ের অস্তিত্ব জাগিয়ে তোলার সক্রিয়তা লক্ষ করা যায় না। শুধু তাই নয়, বই কীভাবে আমাদের জীবনবোধ গড়ে তোলার সহায়ক বা এই জীবনই বইয়ের আধার, তা নিয়ে চর্চার পরিসর আজও সক্রিয় হতে পারল না। বই সর্বদা বিকল্প পথ দেখানোর বনেদি মাধ্যম। সেখানে নীরবতার ভাষাও সরব হয়ে ওঠে। গুটি কেটে প্রজাপতি হয়ে ফুলে ফুলে মধু আস্বাদনের মতো মননের মধু ক্ষরণে বইয়ের অতুলনীয় ভূমিকা সেদিক থেকে বড়ই প্রান্তিক মনে হয়। আসলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে বইয়ের প্রয়োজন মেটানোর দায়ে তার পণ্যায়ন স্বাভাবিক ভাবেই বিকশিত হয়েছে। সেখানে বইমেলায় তার হাতছানি অবশ্যম্ভাবী মনে হয়। অথচ বইমেলায় বইয়ের মূলধনের প্রতি প্রখর দৃষ্টিতে তার মনধন আপনাতেই প্রান্তিক হয়ে পড়েছে। সেই প্রান্তিকতায় অবশিষ্ট শ্রদ্ধাবোধ হারিয়ে গেলেই তার অস্তিত্ব বিপন্ন হতে বাধ্য। অন্যদিকে সেই শ্রদ্ধাবোধ পুণ্যের ভক্তিতে প্রত্যাশিত নয় । কেননা সেই অন্ধভক্তিতেই তার পরিসর সীমাবদ্ধ। এজন্য জীবনবোধের পূর্ণতার আধারেই সেই শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলা জরুরি। সেই শ্রদ্ধার আধারটি অবহেলা করলে অচিরেই তার পাথেয় শেষ হয়ে যাবে।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া

বিশ্বে ভারত

তন্ময় কবিরাজ

ডোকালাম সমস্যার পর থেকেই ভুটানের গুরুত্ব বেড়েছে। লাদাখ, অরুণাচল প্রদেশের মত এখানেও রয়েছে চীনের অবৈধ অনুপ্রবেশ। ভুটান ভারতের দাবী খারিজ করে পর্যটনের উপর অধীক মাত্রায় কর বসিয়েছে। রাম মন্দির স্থাপনের পরেই পাকিস্থান ক্রমাগত ধর্মের উস্কানি দিচ্ছে। নেপালও অবৈধ ভাবে ভারতের নদী উপত্যকা নিজের বলে দাবী করছে। এমনকি নেপালের পার্লামেন্টও সেসব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। শ্রীলঙ্কা সদ্য আর্থিক সমস্যা থেকে একটু একটু করে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। তারই মধ্যে ভারতীয়দের ভিসায় ছাড়পত্র দিয়েছে। বাংলাদেশের হাসিনা সরকারের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ভালো হলেও তিস্তা জল বণ্টন চুক্তি নিয়ে জোট এখনও কাটেনি।তবু ভারত সম্পর্ক নিবিড় করতে ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশ সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপন করেছে। কূটনীতির দিক থেকে দেখতে গেলে, বাংলাদেশ ভারতকে বন্ধু হিসাবে চাইছে কারন তারা এখনও সামরিক ভাবে শক্তিশালী নয়। যদিও জি ২০ থেকে ফিরে যাবার পরেই ফ্রান্স থেকে রাফাল পাবার জন্য দুই দেশের চুক্তি হয়। উল্লেখ্য, এখন পররাষ্ট্রনীতির প্রধান বিষয়, সামরিক শক্তির বিকাশ। উত্তর কোরিয়া পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করার জন্য তাদের সংবিধান পরিবর্তন করেছে , ইসরায়েল তাদের বিচারবিভাগের আইন পরিবর্তন করে শাসন বিভাগের আধিপত্য স্থাপন করেছে যাতে রাজনৈতিক ভাবে দেশ শাসন করা যায়।সারা বিশ্বের আতঙ্ক আরোও বেড়ে যায় যখন গভীর রাতে উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ট্রেনে করে রাশিয়া এসে পুতিনের সঙ্গে দেখা করেন। শোনা গেছে, রাশিয়ার বিভিন্ন পারমাণবিক দপ্তর ঘুরে দেখেন তিনি। চীনের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক ভালো। রাশিয়া কেন্দ্রের সরকারের প্রশংসা করলেও ধর্ম ইস্যুতে মোদি সরকারের অসস্থি বাড়িয়েছে। পাকিস্থানে চীনের প্রভাব এতটাই বেশি যে পাকিস্থানের মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে চীন। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জয়শঙ্কর মুখে যাই বলুক না কেন তাঁকে আরও সংযত হতে হবে। আবেগ নয় , কূটনীতি দিয়ে পরিস্থিতি বিচার করতে হবে। পররাষ্ট্র ভোটের এজেন্ডা হলে দেশের বিপদ। সব কিছুকে মূর্খের মত রাজনীতি করলে দেশের সার্বভৌমত্ব থাকবে না। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং জি ২০ সম্মেলনের নৈশ ভোজে প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রশংসার পাশাপাশি সংযত হবার উপদেশ দিয়েছিলেন। জি ২০ মত রুটিন সম্মেলনে ভারত যা খরচ করেছিল, ইন্দোনেশিয়া তার অর্ধেকও করেনি। কারন, এই সম্মেলনের তেমন গুরুত্ব নেই। কাতার যেভাবে ভারতীয় নৌ আধিকারিকদের শাস্তি ঘোষণা করলো তা এক কথায় নজিরবিহীন। শুধু সন্দেহের বশে, কোনো প্রমাণ ছাড়া, এমনকি তারা ভারতের অনুরোধও উপেক্ষা করে।

কফিনের শেষ পেরেক হলো মালদ্বীপ। মইজু সরকার আসার আগেই সবাই জানতো সম্পর্কের অবনতি হবে কারন তিনি চীনপন্থী। তবে চীন সফর শেষ করে আসার পরেই লাক্ষাদ্বীপ প্রসঙ্গে মইযু সরকার আদেশ দেন, সব ভারতীয় নৌবাহিনীকে সরে যেতে। ফলে বাণিজ্য পর্যটন দুই মুখ থুবড়ে পড়ল। যদিও লাক্ষাদীপকে তুলে ধরার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পাশে দাঁড়িয়েছেন অমিতাভ বচ্চন মত অনেক তারকারাই। বলা বাহুল্য, বিশ্ব জুড়ে সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা এতোটাই প্রবল যে তাকে দেখা যায় না, অনুভব করতে হয়।আজ কেউ করো বন্ধু নয়। তাই হাসিনা সরকার ক্ষমতা এলেও আমেরিকা এই জয়কে মানতে চাইছে না কারন সেখানে অনেক রক্তপাত হয়েছে। তাছাড়া, ভোটের হার ছিলো অনেক কম। আর একটা ঘটনা যেটা সবাইকে অবাক করে দেয়, সেটা চীন বিরোধী তাইওয়ানের জয়। ভোটের আগে আমেরিকা পাশে থাকলেও ভোটের পরে আমেরিকা নেই। তাই ছোটো দেশগুলোর সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখা কষ্টকর। আবার বড়ো দেশগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে মুখ খুলবে না। তবে ইতালি, ফ্রান্স, ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ভালো। 'ভারতের জামাই' রিসিসুনোক ভারতে আসেন, অক্ষয়ধাম মন্দিরে স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছিলেন, পূজো দেন। ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী সেলফি খুব ভাইরাল হয়। এ বছরের প্রজাতন্ত্র দিবসে হাজির ছিলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মাক্রণ। ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা হয়। আসলে বিদেশনীতিতে আরো সজাগ হতে হবে। বুদ্ধি দিয়েই কূটনীতিকে জয় করতে হবে।

> ডোকালাম সমস্যার পর থেকেই ভুটানের গুরুত্ব বেড়েছে। লাদাখ, অরুণাচল প্রদেশের মত এখানেও রয়েছে চীনের অবৈধ অনুপ্রবেশ। ভুটান ভারতের দাবী খারিজ করে পর্যটনের উপর অধীক মাত্রায় কর বসিয়েছে। রাম মন্দির স্থাপনের পরেই পাকিস্থান ক্রমাগত ধর্মের উস্কানি দিচ্ছে। নেপালও অবৈধ ভাবে ভারতের নদী উপত্যকা নিজের বলে দাবী করছে। এমনকি নেপালের পার্লামেন্টও সেসব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। শ্রীলঙ্কা সদ্য আর্থিক সমস্যা থেকে একটু একটু করে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। তারই মধ্যে ভারতীয়দের ভিসায় ছাড়পত্র দিয়েছে। বাংলাদেশের হাসিনা সরকারের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ভালো হলেও তিস্তা জল বণ্টন চুক্তি নিয়ে জোট এখনও কাটেনি। তবু ভারত সম্পর্ক নিবিড় করতে ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশ সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপন করেছে। কূটনীতির দিক থেকে দেখতে গেলে, বাংলাদেশ ভারতকে বন্ধু হিসাবে চাইছে কারন তারা এখনও সামরিক ভাবে শক্তিশালী নয়। যদিও জি ২০ থেকে ফিরে যাবার পরেই ফ্রান্স থেকে রাফাল পাবার জন্য দুই দেশের চুক্তি হয়।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

তৃণমূল কর্মী খুনে অভিযুক্ত

জামিনে একবছর পর সংশোধনাগার থেকে মুক্ত প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: অতি সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টে জামিন মিলেছে ১ বছর ১ মাস ৮ দিন পর নিজের জেলায় ফিরলেন সিপিএম নেতা ও তালডাংরার প্রাক্তন বিধায়ক মনোরঞ্জন পাত্র। বুধবারই বর্ধমান সংশোধনাগার থেকে তিনি মুক্তি পান। ওখান থেকে তাঁকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় সিপিএমের পূর্ব বর্ধমান জেলা দপ্তরে। সেখানে দলের তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পরে সেখান থেকে বাঁকুড়া জেলা সিপিএম দপ্তরে আসেন তিনি।

উল্লেখ্য, ২০১০ সালের ২৯ জুন তালডাংরার রাজপুর গ্রামে মদন খাঁ নামে এক তৃণমূল কর্মী খুন হন বলে অভিযোগ। ওই ঘটনায় নাম জড়ায় তালডাংরার তৎকালীন বিধায়ক মনোরঞ্জন পাত্র সহ ২১ জনের। পরে পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে ও প্রত্যেকেই জামিনে মুক্ত হন। ১২ বছর মামলা চলার পর ১৮ জনকে মুক্তি দিলেও, বিধাননগরের এম.পি-এম.এল.এ আদালত ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রাক্তন বিধায়ক মনোরঞ্জন পাত্র সহ মোট তিন জনকে দোষীসাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন। সেই সময় থেকে সিপিএম নেতা ও প্রাক্তন বিধায়ক মনোরঞ্জন পাত্র জেলবন্দি ছিলেন। পরে চলতি বছরের ২২ জানুয়ারি কলকাতা হাইকোর্ট জামিন মঞ্জুর করে তালডাংরার তিনবারের বিধায়ক মনোরঞ্জন পাত্রের।

এদিন বাঁকুড়া শহরের স্কুল ডাঙায় দলের জেলা দপ্তরে বসে সিপিএম নেতা মনোরঞ্জন পাত্র বলেন, 'এখনও ওই 'সাজানো' মামলা থেকে মুক্তি পাইনি। জামিন পেয়েছি। এখন জেলবন্দি জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে ভালো লাগছে।' তাঁকে জামিন করানো ও আইনি লড়াইয়ে তাঁর দল সবসময় পাশে ছিল বলে তিনি জানান।

বিল্ডিং থাকলেও শিশু শিক্ষাকেন্দ্র শিক্ষিকার বাড়িতে চলার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানা এলাকার ডিহিমণ্ডল ঘাট ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সাইবেনিয়া গ্রামের পরপর দু'টি আইসিডিএস সেন্টারের বিল্ডিং গত প্রায় পাঁচ বছর আগে তৈরি হলেও নতুন বিল্ডিংয়ে শিক্ষার জন্য শিশুদের ঠাঁই হয়নি বলে দাবি। আরও দাবি, বাধ্য হয়ে আইসিডিএস সেন্টারের এক শিক্ষিকা স্থানীয় একটি ক্লাবে সেন্টার চালাচ্ছেন আর একটি সেন্টার চলছে খোদ তাঁর বাড়িতেই। যা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া থাকলেও বিল্ডিংয়ে স্কুল সরানোর কোনও পক্ষের হেলদোল নেই বলে অভিযোগ।

কিন্তু কেন নতুন বিল্ডিং থাকা সত্ত্বেও ক্লাব এবং দিদিমণির বাড়িতে চলছে আইসিডিএস সেন্টার? জানা গিয়েছে, ২০১৮ সালে ডিহিমণ্ডলঘাট ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুকদেব মণ্ডল এই আইসিডিএস সেন্টারটি তৈরির উদ্যোগ নেন। স্থানীয় ব্যক্তি জয়চাঁদ মণ্ডল জমি দান করেন। বিল্ডিং তৈরিও হয়। অভিযোগ সেই সময় জমিদাতাকে আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আবাস যোজনা নিয়ে পরে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা না দেওয়ায় আর টাকা পাননি ওই ব্যক্তি। ফলে তিনি হতাশ হয়ে

এলাকার সকলকে ঘর খুলতে নিষেধ করেন। সেই থেকে ঘর চাবি দেওয়াই পড়ে রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

কিন্তু এখনও এই জটিলতা না কাটায় অন্যত্র চলছে আইসিডিএস সেন্টার দু'টি। এ বিষয়ে সিডিপিও এবং শ্যামপুর দুই ব্লকের বিডিও জানান, এ বিষয়ে খোঁজ খবর নিয়ে জটিলতা থাকলে কাটিয়ে দ্রুত ওই বিল্ডিং খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

একগুচ্ছ সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাস এবং উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: লোকসভা নির্বাচনের আগে মালদা এসে একগুচ্ছ সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাস এবং উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। বুধবার দুপুর বারোটা নাগাদ মালদার ইংরেজবাজার শহরের জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে এসে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। মঞ্চ থেকে ১৫৪ টি প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রকল্পগুলির জন্য বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ৫৫৫ কোটি টাকা। যার মধ্যে মালদা জেলার ১৫ টি ব্লকের কমিউনিটি হল থেকে গ্রামীণ হাসপাতাল, শিক্ষাকেন্দ্র, হোস্টেল, ডিম উৎপাদনের কমিউনিটি পোল্ট্রি ফার্ম, রেশম শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প প্রকল্প রয়েছে।

এদিন জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে সরকারি পরিষেবা প্রধানমূলক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়, ফিরহাদ হাকিম, সাবিনা ইয়াসমিন, মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়, তাজমুল হোসেন প্রমুখ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব মোহিনী চক্রবর্তী, মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, ইংরেজবাজার এবং পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান যথাক্রমে কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী ও কার্তিক ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী, নীহার ঘোষ, সমর মুখার্জি সহ বিশিষ্টজনেরা।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন সরকারি পরিষেবা প্রদানমূলক অনুষ্ঠানে সভা মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, মালদার ইংরেজবাজারের কৃষি ফার্মে ডিম উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৪০ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা। গড়ে এই কমিউনিটি পোল্ট্রি ফার্ম থেকে তিন লক্ষ করে ডিম উৎপাদন হবে। হরিশ্চন্দ্রপুরে তিনটি হাইস্কুল ও জেলার অন্যান্য ব্লকে সাতটি হাই মাদ্রাসা এবং দশটি হোস্টেলেরও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। যার মধ্যে ছাত্রদের ছয়টি হোস্টেল এবং ছাত্রীদের চারটি হোস্টেল গড়ে তোলা হবে। এজন্য বরাদ্দ হয়েছে ১১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১১ কোটি টাকা। মালদা মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসা পরিকাঠামোর বরাদ্দ হয়েছে ২০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেন, ক্ষুদ্র শিল্প প্রকল্পে ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। মালদা রেশম শিল্পে ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। হবিবপুর এবং হরিশ্চন্দ্রপুর ব্লকে তিনটে পরিস্রুত পানীয় জল প্রকল্পের জন্য ২০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ইংরেজবাজার পুরসভার এলাকায় পরিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে ১২ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়াও ইংরেজবাজার ব্লকের প্রাচীন নিদর্শন কেন্দ্র গৌড়ের মহদিপুর রাস্তার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে পাঁচ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গের ছয় লক্ষ মানুষ সরকারি পরিষেবা প্রদান কর্মসূচির মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গত বর্ষার মরশুমে বৃষ্টিতে বিভিন্ন ব্লকে ফসল সবজিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। তার জন্য চাষিদের ক্ষতিপূরণ বাবদ ১২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। মালদা মেডিক্যাল কলেজের স্নাতকোত্তরের আসন বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও টাকা বরাদ্দের কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। সরকারি পরিষেবা প্রদান কর্মসূচি শেষ করে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের উদ্দেশ্যে হেলিকপ্টার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি রওনা দেন।

অন্তরালে থেকেই আদালতের দ্বারস্থ শেখ শাহজাহান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: ঘটনার পর থেকে ২৩ দিন ধরে আত্মগোপন করে রয়েছেন সন্দেশখালির বেতাজ বাদশা শেখ শাহজাহান। পুলিশ থেকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা কেউই তাকে খুঁজে পায়নি। তার বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিস সহ একাধিক নোটিস জারি করেছে আদালত। অথচ সেই অন্তরাল থেকেই বারাসাতের জেলা আদালতে নিজের আইনজীবী মারফত জামিনের আবেদন করলেন শাহজাহান। ফের অগ্রিম জামিনের আবেদন জানিয়ে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা জজেস কোর্টের দ্বারস্থ হওয়াতে নতুন করে তৈরি হয়েছে কৌতূহল। ইডি, সিবিআই এর বিশেষ আদালতে জামিনের শুনানি পেছানোর পর এবার জেলা জজ কোর্টে জামিনের আবেদন করলেন শেখ শাহজাহান। আবেদনে রয়েছে শেখ শাহজাহানের সাক্ষর। ফেলে সে কোথায় আছে তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা আদালতের মুখ্য সরকারি আইনজীবী শান্তময় বসু জানান, মঙ্গলবার শাহজাহান তার আইনজীবী মারফত অগ্রিম জামিনের একটি আবেদন করেন সেই আবেদন গৃহীত হয়েছে। আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি অগ্রিম জামিনের মামলার শুনানি। আরো জানান, ন্যাজাট পিএস কেস নম্বর ৯/২৪ মামলার ভিত্তিতে এই আবেদন করা হয়েছে। জামিনের আবেদনে শাহজাহান সেখানে উপস্থিত ছিল না এমনটাই দাবি করা হয়েছে বলে তিনি জানান। ইতিমধ্যে ন্যাজাট থানার কাছে মামলার সংক্রান্ত নথি চেয়ে পাঠানো হয়েছে সরকারি আইনজীবীর পক্ষে। সেখানে যদি দেখা যায় শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে অ্যাভিডেন্স আছে তবে আমরা তার জামিনের বিরোধীতা করব। আর যদি তা না হয় তবে বিচারক সিদ্ধান্ত নেবেন তার জামিন দেবেন কি দেবেন না। স্বাভাবিকভাবেই আগামী ২৬ তারিখ মামলার শুনানির দিকে তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল। তবে জামিনের আবেদনে শেখ শাহজাহানের সাক্ষর নিয়ে রাজনৈতিক উত্তাপ শুরু হয়েছে। এবং এস সাহা নামে যে আইনজীবী শাহজাহানের হয়ে এই আবেদন করেছেন তাকে প্রকাশ্যে না পাওয়ায় তার কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
(কোড - ১৪৮১৭), উল্লাস গেট নং ১, পিন - ৭১৩১০৪ (প.ব.)
জেলা - পূর্ব বর্ধমান, প.ব., ইমেল : sbi.14817@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[রুল-৮(১)]

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর অ্যাক্ট নং ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৫.০৬.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার, স্বত্বা- শ্রী দেবানন্দ সিংহ,** পিতা প্রয়াত বিজয় কুমার সিনহা, ঠিকানা - ছত্রি পাড়া, ওয়ার্ড নং ১১, থানা এবং পোস্ট - সাঁইথিয়া, জেলা - বীরভূম, পিন - ৭৩১২৩৪ কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩২,৮৯,০৯১.০০ টাকা (বত্রিশ লাখ উননব্বই হাজার একানব্বই টাকা) টাকা** এবং ঋণগ্রহীতা **শ্রী বিবেকানন্দ সিংহ (ঋণগ্রহীতা)** পিতা দেবানন্দ সিংহ, **শ্রী দেবানন্দ সিংহ (সহ-আবেদনকারী তথা বন্ধকদাতা)** পিতা প্রয়াত বিজয় কুমার সিনহা এবং **শ্রীমতি বন্দনা সিংহ (ব্যক্তিগত জামিনদাতা)** স্বামী দেবানন্দ সিংহ ঠিকানা - ছত্রি পাড়া, ওয়ার্ড নং ১১, থানা এবং পোস্ট - সাঁইথিয়া, জেলা - বীরভূম, পিন - ৭৩১২৩৪ কে উল্লিখিত পরিমাণ এইচবিএল **১২,৫৯,৫২৬.০০ টাকা (বারো লাখ উনষাট হাজার পাঁচশ ছাব্বিশ টাকা) টাকা** ০৯.০৬.২০২৩ অনুযায়ী নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানে দায়বদ্ধ।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৩১ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, নিকট মোট বকেয়া পরিমাণ **৪৫,৪৮,৬১৭.০০ টাকা (পঁয়তাল্লিশ লাখ আটচল্লিশ হাজার ছশো সতের টাকা) টাকা** ০৯.০৬.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার ৮ উপধারা অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে ০৫.০৯.২০২৩ তারিখে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ১ ১/২ ডেসিমেল (দলিল নং : ১-৬৪১৩/১৯৯৯ এরিয়া ১ ডেসিমেল এবং দলিল নং : ১-৮৪০৩/২০০৯ এরিয়া **০.৫০ ডেসিমেল,** মোট এরিয়া ১ ১/২ ডেসিমেল), মৌজা : সাঁইথিয়া, জেএল নং ৯৫, আরএস প্লট নং : ৯৩৯, এলআর প্লট নং ২৩০৭(ডু), খতিয়ান নং ১৫৪(ডু), এলআর খতিয়ান নং ১৯৩৯(ডু), হোল্ডিং নং ৫৯, সাঁইথিয়া পুরসভার ওয়ার্ড নং ১১ অধীন, পশ্চিমবঙ্গ। সম্পত্তি **শ্রী দেবানন্দ সিংহ,** পিতা প্রয়াত বিজয় কুমার সিংহর নামে, মহল্লা : ছত্রী পাড়া, থানা এবং পো : সাঁইথিয়া, পিন : ৭৩১২৩৪, জেলা : বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : অন্যান্যর খালি জমি, দক্ষিণে : শ্রী পরিতোষ সিংহ এর ভবন, পূর্বে : পুর সড়ক, পশ্চিমে : শ্রী ধীরাজ কুমার সিংহর ভবন সমন্বিত।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ৩১.০১.২০২৪
স্থান - সাঁইথিয়া

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, এসএআরবি, বর্ধমান

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস চুঁচুড়া
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল পোস্ট এবং জেলা হুগলি
পিন - ৭১২১০৩, ফোন - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল : zochinsurah@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - IV-A
[দ্রষ্টব্য রুল ৮(৬)]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত নির্ধারিত জামিনদাতার অধীনে বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত জামিন অধীন ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত, বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ২১.০২.২০২৪ তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টের** মধ্যে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১.	মেসার্স স্টার অটো স্পেয়ার্স (ঋণগ্রহীতা) শাখা : পিপুলপাতি	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ৩ শতক কমবেশি অবস্থিত মৌজা : হোসেনাবাদ, জেএল নং ১৪৮, আরএস খতিয়ান নং ১০১/১, হাল খতিয়ান নং ৩৪৮, আরএস দাগ নং ৫৭৪, এলআরদাগ নং ৬৪২, রাজহাট গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : পোলবা, জেলা : হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত -ডিএসআরও হুগলি, উল্লেখ্য দলিল নং ১২৮০-১৯৮৮ সালের, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৭, পৃষ্ঠা ১৬৩ থেকে ১৬৮ এবং ৭১০৮ -১৯৯৩ সালের বুক নং ১, ভল্যুম নং ৮৬, পৃষ্ঠা ১৪৩ থেকে ১৪৬, কামালউদ্দিন আহমেদের নামে।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ২৩,০০,০০০ টাকা ঘ) ২,৩০,০০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB20670606042 ছ) ১১,৫৯,৫৬৩.০০ টাকা
২.	শ্রী শুভ্রাংশু বিশ্বাস (ঋণগ্রহীতা) শাখা : পিপুলপাতি	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ১ কাঠা ০২ ছটাক কমবেশি অবস্থিত জেএল নং ১২, আরএস দাগ নং ২৯১৬, এলআর দাগ নং ৪১৫২, এলআর খতিয়ান নং ৬৫১১, মৌজা- ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ২৫০৩-২০০৯ সালের তারিখ ১৫.১০.২০০৯, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৭, পৃষ্ঠা ১৪৮১ থেকে ১৪৯৯, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর চন্দননগর অনুযায়ী শুভ্রাংশু বিশ্বাসের নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ৮ ফুট চওড়া সড়ক, **দক্ষিণে :** রাম চন্দ্রর সম্পত্তি, **পূর্বে :** রবীন দে এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** অমর কুমার দাস এবং অন্যান্যর সম্পত্তি সমন্বিত।	ক) স্বত্ব দখলীকৃত খ) নেই গ) ২১,০০,০০০ টাকা ঘ) ২,১০,০০০ টাকা ঙ) ২০,০০০ টাকা চ) IDIB50438390921 ছ) ২৯,৬১,৯৭৫.০০ টাকা
৩.	শ্রী ভোলা নাথ মিত্র (ঋণগ্রহীতা) শাখা : কোন্নগর	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ৫৩ শতক অবস্থিত মৌজা - চামরাইল, জেএল নং : ৫, থানা : লিলুয়া, জেলা : হাওড়া, হাল দাগ নং ১৪০৪ (অংশ), এবং ১৪০১, হাল খতিয়ান নং ১৩৬০/১, তৌজি নং ১১, চামরাইল গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, দলিল নং ১৩৪০-১৯৯১ সালের ভোলা নাথ মিত্রর নামে সম্পত্তি।	ক) স্বত্ব দখলীকৃত খ) নেই গ) ২২,৫০,০০০ টাকা ঘ) ২,২৫,০০০ টাকা ঙ) ২০,০০০ টাকা চ) IDIB20512756320 ছ) ১৫,৯১,২৩৩.০০ টাকা
৪.	মেসার্স শোভা ইলেক্ট্রনিকস (ঋণগ্রহীতা) শাখা : কোন্নগর	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ১ কাঠা ৪ ছটাক ঢাকা এরিয়া ৩৯২ বর্গফুট মৌজা র কোন্নগর, জেএল নং ৭, হোল্ডিং নং ৪১/২০৯এ, খতিয়ান নং ২০৪২, দাগ নং ৩২২০, দ্বারিকা জঙ্গল বাই লেন পশ্চিম, কোতরং পুরসভা অধীন, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃ দলিল নং ৮৫৭-২০০৯ সালের, তারিখ ০৯.০২.২০০৯। বুক নং ১, ভল্যুম নং ২, পৃষ্ঠা ১৮৪০ থেকে ১৮৫৫, প্রয়াত ভোলা নাথ সাহার নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** শ্রী সুশান্ত সাহার সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** শ্রী গোবিন্দ সাহার সম্পত্তি, **পূর্বে :** শ্রী জহর বিশ্বাসের সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** সড়ক।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ১২,৩০,০০০ টাকা ঘ) ১,২৩,০০০ টাকা ঙ) ২০,০০০ টাকা চ) IDIB50032307193 ছ) ১৬,৬২,৮৩৪.০০ টাকা
৫.	শ্রী বিধান মন্ডল (ঋণগ্রহীতা) শাখা : সারদাপল্লি	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪২১ বর্গফুট কমবেশি ৫মতলে, ফ্ল্যাট নং এ, মৌজা র ভদ্রেশ্বর, জেএল নং ১২, আরএস দাগ নং ৩২৭২, আরএস খতিয়ান নং ১০, এলআর দাগ নং ৪৯২৯, এলআর খতিয়ান নং ৭৭৪/২ এবং আরএস দাগ নং ৩২৭৪, আরএস খতিয়ান নং ২০৫, জেএল নং ১২, আরএস খতিয়ান নং ২০৫১, এলআর খতিয়ান নং ২৪৩, হাল এলআর খতিয়ান নং ৬৫৯৯, আরএস দাগ নং ৩২৭২, এলআর দাগ নং ৪৯৩১,আরএস খতিয়ান নং ১০, হাল এলআর খতিয়ান নং ২৩৩৩,৫৯৬১ (শ্রী কৌশিক চক্রবর্তীর নামে) এবং ৫৯৬২ (শ্রীমতি রাধা চক্রবর্তীর নামে) আরএস দাগ নং ৩২৭২ হাল এলআর দাগ নং ৪৯২৮, হোল্ডিং নং ৮২, তারকেশ্বর পল্লি, কেজিআরএস পাথ, ওয়ার্ড নং ১৪, চাঁপদানি পুরসভা অধীন, থানা : ভদ্রেশ্বর, জেলা : হুগলি, দলিল নং ০৬০৪০১৭৭৭-২০১৭ তারিখ ০২.০৬.২০১৭,বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬০৪-২০১৭,পৃষ্ঠা ৩৫৪৮৩ থেকে ৩৫৫১৪, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর চন্দননগর, শ্রী বিধান মন্ডলের নামে।	ক) স্বত্ব দখলীকৃত খ) নেই গ) ৮,৫০,০০০ টাকা ঘ) ৮৫,০০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB50389324634 ছ) ১১,০০,৬২৮.০০ টাকা
৬.	শ্রী ভিকি চৌধুরী (ঋণগ্রহীতা) শাখা - কোন্নগর	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৭৪০ বর্গফুট কমবেশি (ঢাকা এরিয়া -৬০১ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৩৮.২৩ বর্গফুট) ফ্ল্যাট নং ৪০৩, ৫ম তলে, অবস্থিত মৌজা- রিষড়া, সিএস দাগ নং ১৭৩৪ (অংশ), ১৭৩৫ (অংশ), ১৭৩৬ (অংশ), সিএস খতিয়ান নং ৩৪৩৩, আরএস দাগ নং ৮০৪০, আরএস খতিয়ান নং ১১১৫০, এলআর দাগ নং ১২৫৯৫, এলআর খতিয়ান নং সাবেক ৫৫৬৭, বর্তমান ১৮৫২২, ১৮৫২৩, ১৮৫২৪, ১৮৫২৫ এবং ১৮৫৩৬ হোল্ডিং নং ৩/২৫৪/৩, ডা. বি সি রায় সরণি (থার্ড লেন), রিষড়া পুরসভা অধীন, পো-মোড়পুকুর, থানা-রিষড়া, জেলা-হুগলি, প.ব. নথিভুক্ত উল্লেখ্য দলিল নং ৬০৫০২৫৬২-২০১৯ সালের তারিখ ১৬.০৫.২০১৯, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬০৫-২০১৯, পৃষ্ঠা ৭৬৩৬৭ থেকে ৭৬৪৩৮, এডিএসআর শ্রীরামপুর, অনুযায়ী ভিকি চৌধুরী এবং অশোক চৌধুরীর নামে সমুদয় সম্পত্তি।	ক) স্বত্ব দখলীকৃত খ) নেই গ) ১৫,০০,০০০ টাকা ঘ) ১,৫০,০০০ টাকা ঙ) ২০,০০০ টাকা চ) IDIB50485293900 ছ) ১৫,৩৫,৫৮৮.০০ টাকা

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদয়াক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে ibapifin@mstcecommerce.com যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

তারিখ : ০১.০২.২০২৪, স্থান : ব্যান্ডেল **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

KVB Karur Vysya Bank Smart way to bank

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ,
অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ (এআরবি)-কলকাতা
১৫ বন্ডেল রোড, দ্বিতীয় তল, বালিগঞ্জ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৯ যোগাযোগ নং : ০৩৩-২২৯০০৭৫২
ইমেইল : head.arbkolkata@kvbmail.com

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রি বিজ্ঞপ্তি মেগা ই-অকশনের তারিখ ১৭.০২.২০২৪

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত সম্পত্তি দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি., জগাছা ব্রাঞ্চ, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কার্যকরী দখলীকৃত "যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে ১৭.০২.২০২৪ তারিখে দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি. বকেয়া আদায় করা হবে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে।

১. ক) মেসার্স শ্রীসিদ্ধি ক্রিয়েশনস (প্রা) লি পরিমাণ ৩০,৬৬,৬২,৬১২.৪১ টাকা (ত্রিশ কোটি ছেষট্টি লাখ বাষট্টি হাজার ছয়শো বারো টাকা এবং একচল্লিশ পয়সা) টাকা ৩১.১২.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় ০১.০১.২০২৪ থেকে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স শ্রীসিদ্ধি ক্রিয়েশনস (প্রা) লি,** ৩য় তল, ডায়মন্ড চেম্বারস, ৪ চৌরঙ্গি লেন,কলকাতা -৭০০০১৬ এবং ডিরেক্টর(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/ ক) শ্রী বিমল গোয়েঙ্কা, ৩য় তল, ডায়মন্ড চেম্বারস, ৪ চৌরঙ্গি লেন,কলকাতা -৭০০০১৬ এবং আরও ৪বি, ৫মতল, ওঙ্কার টাওয়ার, ৩৬এ গরচা, ফাস্ট লেন, গড়িয়াহাট, কলকাতা - ৭০০০১৯। খ) শ্রীমতি কমল গোয়েঙ্কা, ৪বি, ৫মতল, ওঙ্কার টাওয়ার, ৩৬এ গরচা, ফাস্ট লেন, গড়িয়াহাট কলকাতা - ৭০০০১৯, গ) শ্রী শ্রেয়স গোয়েঙ্কা, ৩য় তল, ডায়মন্ড চেম্বারস, ৪ চৌরঙ্গি লেন,কলকাতা -৭০০০১৬ এবং আরও ৪বি, ৫মতল, ওঙ্কার টাওয়ার, ৩৬এ, গরচা,ফাস্ট লেন, গড়িয়াহাট কলকাতা -৭০০০১৯, ঘ) শ্রী নন্দ লাল গোয়েঙ্কা, ৪বি, ৫মতল, ওঙ্কার টাওয়ার, ৩৬এ গরচা, ফাস্ট লেন, গড়িয়াহাট, কলকাতা - ৭০০০১৯, ঙ) শ্রীমতি সীতাদেবী গোয়েঙ্কা, ৪বি, ৫ম তল, ওঙ্কার টাওয়ার, ৩৬এ, গরচা, ফাস্ট লেন, গড়িয়াহাট কলকাতা - ৭০০০১৯। চ) মেসার্স শ্রীসিদ্ধি প্রপার্টিজ এলএলপি (পূর্বতন মেসার্স শ্রীসিদ্ধি প্রপার্টিজ প্রা লি), সীতা কুঞ্জ,লাঙ্গলবেড়িয়া, পো এবং গ্রাম : দক্ষিণ গোবিন্দপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১৪৫।
খ) মেসার্স বিমল ট্রেডিং কর্পোরেশন, পরিমাণ ৩০,২৯,৪০,৭৩৯.৮৩ টাকা (ত্রিশ কোটি ঊনত্রিশ লাখ চল্লিশ হাজার সাতশো উনচল্লিশ টাকা এবং তিরাশি পয়সা) টাকা ৩১.১২.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় ০১.০১.২০২৪ থেকে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স বিমল ট্রেডিং কর্পোরেশন,** (স্বত্বাধিকারী : শ্রী বিমল কুমার গোয়েঙ্কা), ৩য় তল, ডায়মন্ড চেম্বারস, ৪ চৌরঙ্গি লেন, কলকাতা - ৭০০০১৬, এবং জামিনদাতা/গণ ১) শ্রীমতি কমল গোয়েঙ্কা, ৪বি, ৫মতল,ওঙ্কার টাওয়ার, ৩৬এ, গরচা, ফাস্ট লেন,গড়িয়াহাট কলকাতা - ৭০০০১৯। ২) শ্রী শ্রেয়স গোয়েঙ্কা, ৩য় তল, ডায়মন্ড চেম্বারস, ৪ চৌরঙ্গি লেন, কলকাতা-৭০০০১৬ এবং আরও ৪বি, ৫মতল,ওঙ্কার টাওয়ার, ৩৬এ, গরচা, ফাস্ট লেন,গড়িয়াহাট কলকাতা - ৭০০০১৯। ৩) শ্রী নন্দ লাল গোয়েঙ্কা, ৪বি, ৫ম তল, ওঙ্কার টাওয়ার, ৩৬এ, গরচা, ফাস্ট লেন,গড়িয়াহাট কলকাতা - ৭০০০১৯। ৪) শ্রীমতি সীতাদেবী গোয়েঙ্কা, ৪বি, ৫মতল,ওঙ্কার টাওয়ার, ৩৬এ, গরচা, ফাস্ট লেন,গড়িয়াহাট কলকাতা - ৭০০০১৯। ৫) মেসার্স শ্রীসিদ্ধি প্রপার্টিজ এলএলপি (পূর্বতন মেসার্স শ্রীসিদ্ধি প্রপার্টিজ প্রা লি), সীতা কুঞ্জ, লাঙ্গলবেড়িয়া, পো এবং গ্রাম : দক্ষিণ গোবিন্দপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,কলকাতা- ৭০০১৪৫, ৬) মেসার্স শ্রীসিদ্ধি ক্রিয়েশনস প্রা লি, ৩য়তল, ডায়মন্ড চেম্বারস, ৪ চৌরঙ্গি লেন, কলকাতা-৭০০০১৬। **৩১.১২.২০২৩ অনুযায়ী মোট পরিমাণ ৬০,৯৬,০৩,৩৫২.২৪ টাকা** (ষাট কোটি ছিয়ানব্বই লাখ তিন হাজার তিনশো বাহান্ন টাকা এবং চব্বিশ পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ, শুল্ক, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

দফা নং ১. বাণিজ্যিক ভবন অবস্থিত ইউনিট নং ১০সি, ১১শ তল, ব্লক ৪, ডায়মন্ড চেম্বারস, ৪, চৌরঙ্গি লেন,কলকাতা- ১৬, (সম্প্রসারিত ৯৭০ বর্গফুট) শ্রী বিমল কুমার গোয়েঙ্কার নামে এবং চৌহদ্দি :-
উত্তরে : অংশত জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার অফিস এবং ৩সি, চৌরঙ্গি লেন
দক্ষিণে : ১৫এ কিড স্ট্রিট
পূর্বে : ৫/এ, চৌরঙ্গি লেন এবং ৫/সি, চৌরঙ্গি লেন
পশ্চিমে : কিড স্ট্রিট থেকে যাদুঘর মুখী চলার পথ এবং প্রেমিসেসের প্রবেশ পথ এবং গাড়ি যাতায়াতের পথ

সংরক্ষিত মূল্য : ৭০,০০,০০০ টাকা	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ) : ৭,০০,০০০ টাকা	ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ৫০,০০০ টাকা

সম্পদ পর্যবেক্ষণ :	**সকল কাজের দিন : ০১.০২.২০২৪ থেকে ১৫.০২.২০২৪ বেলা ১১ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত**
আবেদন ফর্ম এবং অনলাইনে টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময়	**তারিখ : ১৬/০২/২০২৪ সময় : বিকেল ৫টা**
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	ই-নিলাম পোর্টাল **https://www.indianbankseauction.com** মাধ্যমে **১৭/০২/২০২৪** তারিখ বেলা **১১টা থেকে দুপুর ১২টা** অসীমায়িত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ প্রতিটির ক্ষেত্রে বিক্রয় সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত।
নোডাল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম (ইএমডি-আরটিজিএস/এনইএফটি দ্বারা)	**অ্যাকাউন্ট নং : ১১০১৩৫১০০০০০০৯৭৩/ আইএফএসসি কোড : কেভিবিএল০০০১১০১ অ্যাকাউন্টের নাম : বিড কালেকশন এ/সি সারফেসির ই-নিলাম প্রক্রিয়া : অ্যাকাউন্টের নামে**
যোগাযোগের ব্যক্তি এবং ফোন নং :	**বড় বাজার শাখার পক্ষে , শ্রী রমেশ প্রসাদ এস এস (ফোন : ৯৮৩১৬৯১৭৮৯) এআরবি কলকাতার পক্ষে : শ্রী সমীর ঘোষ (ফোন : ৮৩৩৬০০৪৯৩০)**

বিক্রির বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য দেখুন আমাদের ব্যাঙ্কের/জামিনযুক্ত ঋণদাতার ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.kvb.co.in/Property Under Auction -তে ব্যবস্থিত লিঙ্ক এছাড়াও পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স ক্যানব্যাঙ্ক কম্পিউটার সার্ভিস লিঃ, বেঙ্গালুরু ০৮০-২৩৪৬৯৬৬১/৬২/৬৪/৬৫/৬৮-এর ওয়েব পোর্টাল **https://www.indianbankseauction.com**।

সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের নোটিস

ঋণগ্রহীতাগণ ও জামিনদারগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে উপরিবর্ণিতমতো তাঁদের বকেয়া সেইসঙ্গে হাল সময় পর্যন্ত সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ ই-অকশনের তারিখের আগে আদায় দিতে, নতুবা নির্ধারিত সম্পত্তি নিলাম/বিক্রি হয়ে যাবে এবং অবশিষ্ট বকেয়া যদি থাকে সুদ এবং খরচা-সহ উসুল করা হবে।

স্বা/-

তারিখ : ৩০.০১.২০২৪
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

KVB Karur Vysya Bank Smart way to bank

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ,
অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ (এআরবি)-কলকাতা
১৫ বন্ডেল রোড, দ্বিতীয় তল, বালিগঞ্জ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৯ যোগাযোগ নং : ০৩৩-২২৯০০৭৫২
ইমেইল : head.arbkolkata@kvbmail.com

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রি বিজ্ঞপ্তি মেগা ই-অকশনের তারিখ ১৯.০২.২০২৪

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত সম্পত্তি দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি., জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কার্যকরী দখলীকৃত "যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৯.০২.২০২৪ তারিখে** দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি. বকেয়া আদায় করা হবে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে।

খড়গপুর শাখা - ক্রম নং ১) শ্রীমতী শ্রাবণী দণ্ডপাট (ঋণগ্রহীতা) স্বামী-শ্রী শ্যামল কুমার দণ্ডপাট, সি-৬, হেমনগর, ওয়ার্ড নং ২২, কেরানিতলা, মেদিনীপুর-৭২১১০১, **২) শ্রী শ্যামল কুমার দণ্ডপাট (জামিনদার)** পিতা- শ্রী পাঁচু গোপাল দণ্ডপাট, সি-৬, হেমনগর, ওয়ার্ড নং ২২, কেরানিতলা, মেদিনীপুর-৭২১১০১, পশ্চিমবঙ্গ, **মোট বকেয়া:৩১.১২.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী ৫,৯৬,৭৩,০৯৫.৬৬ টাকা (পাঁচ কোটি ছিয়ানব্বই লাখ তিয়াত্তর হাজার পঁচানব্বই টাকা এবং ছেষট্টি পয়সা)** সেইসঙ্গে এর উপর আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

দফা নং ১. মৌজা- টাঙ্গাগেরিয়া, জেএল নং ৪৪৩, থানা আনন্দপুর, ওয়ার্ড নং ৯, কেশপুর ব্লকের আনন্দপুর জিপি, হাল খতিয়ান নং ৪৯৩/১, হাল প্লট নং ১২৫৭, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুরে অবস্থিত জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার এলাকা ৪০ ডেসিমেল, দলিল নং ৫৯১৭ তারিখ ০৯.১১.২০০৯ শ্রী শ্যামল কুমার দণ্ডপাটের নামে আছে।
(উপরের সম্পত্তির জন্য বিডটি ক্র.নং ২ -এর দফা নং ১ -এ উল্লেখ করা সম্পত্তির সঙ্গে একসঙ্গে গৃহীত হবে)
(ক্র.নং ২ -এর দফা নং ১ এবং ক্র নং ১ -এর দফা নং ১ একসঙ্গে)

সংরক্ষিত মূল্য : ১,০৮,০০,০০০/-	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%) : ১০,৮০,০০০/-	বিড বর্ধিত মূল্য : ৫০,০০০/-

ক্র. নং. ২) ১) শ্রী অমল দণ্ডপাট (ঋণগ্রহীতা) পিতা- শ্রী পাঁচু গোপাল দণ্ডপাট, গ্রাম এবং পোস্ট- বুড়াপাত, থানা- আনন্দপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১০১, পশ্চিমবঙ্গ এবং গ্রাম এবং পোস্ট- সাতবুবি খালাকপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১২৬০, পশ্চিমবঙ্গ, **২) শ্রী শ্যামল কুমার দণ্ডপাট (জামিনদার),** পিতা- শ্রী পাঁচু গোপাল দণ্ডপাট, সি-৬, হেমনগর, ওয়ার্ড নং ২২, কেরানিতলা, মেদিনীপুর-৭২১১০১ পশ্চিমবঙ্গ, **৩) শ্রীমতী শ্রাবণী দণ্ডপাট (জামিনদার),** স্বামী-শ্রী শ্যামল কুমার দণ্ডপাট সি-৬, হেমনগর, ওয়ার্ড নং ২২, কেরানিতলা, মেদিনীপুর-৭২১১০১ পশ্চিমবঙ্গ, **৪) শ্রীমতী নন্দিতা দণ্ডপাট (জামিনদার),** স্বামী-শ্রী অমল দণ্ডপাট গ্রাম ও পোস্ট- বুড়াপাত থানা- আনন্দপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১০১, পশ্চিমবঙ্গ। **মোট বকেয়া: ৩১.১২.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী ৪,৯৭,৫৯,৫৬৯.৪১ টাকা (চার কোটি সাতানব্বই লাখ উনষাট হাজার পাঁচশ উনসত্তর টাকা এবং একচল্লিশ পয়সা)** সেইসঙ্গে এর উপর আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

দফা নং ১. মৌজা-টাঙ্গাগেরিয়া, জেএল নং ৪৪৩, থানা আনন্দপুর, ওয়ার্ড নং ৯, কেশপুর ব্লকের আনন্দপুর জিপি, আরএস খতিয়ান নং ৪০৯, এলআর খতিয়ান নং ২৭, আরএস প্লট নং ৮৪৩, এলআর প্লট নং ৮৪৩/১২৫৬, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুরে অবস্থিত জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার এলাকা ২০ ডেসিমেল, দলিল নং ১৬১১ তারিখ ২৫.০২.২০১৫ শ্রীমতী শ্রাবনী দণ্ডপাটের নামে কার্যকর করা হয়েছে ।
(উপরের সম্পত্তির জন্য বিডটি ক্র.নং ১ -এর দফা নং ১ -এ উল্লেখ করা সম্পত্তির সঙ্গে একসঙ্গে গৃহীত হবে)
(ক্র.নং.২ এর দফা নং ১ এবং ক্র. নং. ১ এর দফা নং ১ একসঙ্গে)

সংরক্ষিত মূল্য : ১,০৮,০০,০০০/-	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%) : ১০,৮০,০০০/-	বিড বর্ধিত মূল্য : ৫০,০০০/-

দফা নং ২. ক) মৌজা-সাতবুদি, জেএল নং. ১৪৩, হাল খ নং. ১৩৪, হাল প্লট নং. ৬/৫০২ এবং প্লট নং. ৬, থানা-আনন্দপুর, আমানপুর ৩ নং জিপির অধীনে কেশপুর ব্লক, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর প্রেমিসেসে থাকা সমস্ত জমি সম্পত্তি। এলাকা ১৮ ডেসিমেল দলিল নং ৪৬৮ তারিখ ২৪.০৫.২০০৫, শ্রী অমল কুমার দণ্ডপাট এর পক্ষে কার্যকর করা হয়েছে।
দফা নং ২. খ) মৌজা-সাতবুদি, জেএল নং. ১৪৩, হাল খ নং. ১৩৪, হাল প্লট নং. ৬/৫০১, থানা-আনন্দপুর, আমানপুর ৩ নং জিপির অধীনে কেশপুর ব্লক, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর প্রেমিসেসে থাকা সমস্ত জমি সম্পত্তি। এলাকা ০৪ ডেসিমেল দলিল নং ৬৮৪ তারিখ ২৪.০৫.২০০৫, শ্রী অমল কুমার দণ্ডপাট -এর পক্ষে কার্যকর করা হয়েছে।
দফা নং নং ২. গ) মৌজা-বুড়াপাত, জেএল নং ১৪১, খতিয়ান নং ২১৭, হাল খতিয়ান নং ১৮৬,৮৯,২৯ এবং প্লট নং ৫৪৩ থানা-আনন্দপুর, আমানপুর ৩ নং জিপির অধীনে কেশপুর ব্লক, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর প্রেমিসেসে থাকা সমস্ত জমি সম্পত্তি। এলাকা ০৪ ডেসিমেল, দলিল নম্বর ৪৮৬ তারিখ ২৪.০৫.২০০৫ শ্রী অমল কুমার দণ্ডপাট এর পক্ষে কার্যকর করা হয়েছে।
দফা নং নং ২. ঘ) মৌজা-বুড়াপাত, জেএল নং ১৪১, এলআর খতিয়ান নং ১০৮, খতিয়ান নং ১৩৫(এস) হাল খতিয়ান নং ৪/১, প্লট নং ৫৪৫, থানা-আনন্দপুর, আমানপুর ৩ নং জিপি অধীনে, কেশপুর ব্লকে, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, এলাকা ০৫ ডেসিমেল, দলিল নং ১৭৭২ এবং ১৭৭৩ তারিখ ১৭.০৬.২০০৩ শ্রী অমল কুমার দণ্ডপাট এর পক্ষে কার্যকর করা হয়েছে।

সংরক্ষিত মূল্য : ৮৫,৫৬,০০০/-	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%) : ৮,৫৫,৬০০/-	বিড বর্ধিত মূল্য : ৫০,০০০/-

দফা নং ৩. মৌজা-বুড়াপাট, জেএল নং ১৪১, খতিয়ান নং ১৭০, প্লট নং ৫৪৭, থানা- আনন্দপুর, কেশপুর ব্লকের ৩ নং আমনপুর জিপির অধীনে, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুরে প্রেমিসেসে থাকা সমস্ত জমি সম্পত্তি, মোট এলাকা ৬.০ ডেসিমেল, ডিড নং. ৪৬৯ তারিখ ০৯.০২.২০১১ শ্রী অমল কুমার দণ্ডপাট এর পক্ষে কার্যকর করা হয়েছে।

সংরক্ষিত মূল্য : ১২,৮০,০০০/-	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%) : ১,২৮,০০০/-	বিড বর্ধিত মূল্য : ৫০,০০০/-

দফা নং ৪. মৌজা-সাতবুদি, জেএল নং. ১৪৩, হাল খ নং. ২২৪, খতিয়ান নং ৮/১, হাল প্লট নং. ২৭, থানা-আনন্দপুর, আমানপুর ৩ নং জিপির অধীনে কেশপুর ব্লক, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর প্রেমিসেসে থাকা সমস্ত জমি সম্পত্তি। মোট এলাকা ৬২ ডেসিমেল, দলিল নং ১৫২৫ তারিখ ০৬.০৬.২০০৪, শ্রী অমল কুমার দণ্ডপাট এর পক্ষে কার্যকর করা হয়েছে।

সংরক্ষিত মূল্য : ১,১১,৬০,০০০/-	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%) : ১১,১৬,০০০/-	বিড বর্ধিত মূল্য : ৫০,০০০/-

ক্র. নং. ৩). ১) শ্রীমতী নন্দিতা দণ্ডপাট (ঋণগ্রহীতা), স্বামী-শ্রী অমল দণ্ডপাট, গ্রাম এবং পোস্ট- বুড়াপাত, থানা- আনন্দপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১০১, পশ্চিমবঙ্গ, **২) শ্রী অমল দণ্ডপাট (জামিনদার),** পিতা-শ্রী পাঁচু গোপাল দণ্ডপাট, গ্রাম এবং পোস্ট- বুড়াপাত, থানা- আনন্দপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১০১, পশ্চিমবঙ্গ, এবং, গ্রাম এবং পোস্ট- সাতবুবি, খালাকপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১২৬০, পশ্চিমবঙ্গ, **৩) মেসার্স মা সারদেশ্বরী হিমঘর প্রাঃ লিমিটেড (জামিনদার),** রেজি. অফিস- দ্বিতীয় তল, ৩ নং, ক্যানাল স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪, পশ্চিমবঙ্গ, **মোট বকেয়া: ৩১.১২.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী ৩,৭০,৪৩,৪২৮.৩৬ টাকা (তিন কোটি সত্তর লাখ তেতাল্লিশ হাজার চারশ আঠাশ টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা)** সেইসঙ্গে এর উপর আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

দফা নং ১. মৌজা- খাসজঙ্গল, জেএল নং ১৬৭, আরএস খতিয়ান নং ৯৮, আরএস প্লট নং ৬২৮, হাল প্লট নং ৬৩০/১২২৬, থানা- কোতোয়ালি, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, ৫ নং সিরামনি জিপির অধীনে মেদিনীপুর সদর পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে, মোট এলাকা ২০.২৫ ডেসিমেল, দলিল নং ৭৬৩/২০১০, ৭৬২/২০১০ এবং ৭৬১/২০১০ মেসার্স মা সারদেশ্বরী হিমঘর প্রাঃ লিমিটেড এর পক্ষে কার্যকর করা হয়েছে।

সংরক্ষিত মূল্য : ১,৮০,০০,০০০/-	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%) : ১৮,০০,০০০/-	বিড বর্ধিত মূল্য : ৫০,০০০/-

দফা নং ২. মৌজা-পাঁচকুড়ি, জেএল নং ১৪০, হাল খ নং ১১৭, ১১৭/১,৯৪,৬৮, আরএস প্লট নং ৩৭২, থানা-আনন্দপুর, আমনপুর ৩ জিপি কেশপুর পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ প্রেমিসেসে থাকা সমস্ত জমি সম্পত্তি। মোট এলাকা ১৯ ডেসিমেল, দলিল নং ৫০৫২ তারিখ ৩০.০৬.২০১৪, শ্রীমতী নন্দিতা দণ্ডপাট এর পক্ষে কার্যকর করা হয়েছে।

সংরক্ষিত মূল্য : ৩৫,৬২,৫০০/-	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%) : ৩,৫৬,২৫০/-	বিড বর্ধিত মূল্য : ৫০,০০০/-

ক্র. নং ৪) ১) শ্রী শ্যামল কুমার দণ্ডপাট (ঋণগ্রহীতা) পিতা- শ্রী পাঁচু গোপাল দণ্ডপাট, সি-৬, হেমনগর, ওয়ার্ড নং. ২২, কেরানিতলা, মেদিনীপুর-৭২১১০১, পশ্চিমবঙ্গ, **২) শ্রীমতী শ্রাবণী দণ্ডপাট (জামিনদার)** স্বামী- শ্রী শ্যামল কুমার দণ্ডপাট, সি-৬, হেমনগর, ওয়ার্ড নং. ২২, কেরানিতলা, মেদিনীপুর- ৭২১১০১, পশ্চিমবঙ্গ, **মোট বকেয়া: ৩১.১২.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী ২,৬৫,০৮,৫৯৯.২৯ টাকা (দুই কোটি পঁয়ষট্টি লাখ আট হাজার পাঁচশ নিরানব্বই টাকা এবং উনত্রিশ পয়সা)** সেইসঙ্গে এর উপর আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

দফা নং ১. জেএল নং ১৭২, প্লট নং ১৭৭, সাব প্লট নং ৩, ওয়ার্ড/ব্লক/সেক্টর/স্টেজ নং ২৩, গ্রাম/শহর মেদিনীপুর, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১০১, পশ্চিমবঙ্গ এ অবস্থিত বাস্তু জমি এবং ভবন এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, এলাকার পরিমাপ ৮.৪১ ডেসিমেল (০৪.০৬.১৯৯৯ তারিখের দলিল নং ২৪৮২ অনুযায়ী এবং ০৩.০৬.১৯৯৯ তারিখের দলিল নং ২৩৩৯ অনুযায়ী) শ্রী শ্যামল কুমার দণ্ডপাট এবং শ্রীমতী শ্রাবনী দন্ডপাটের নামে আছে।

সংরক্ষিত মূল্য : ১,৭৬,৫৩,০০০/-	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%) : ১৭,৬৫,৩০০/-	বিড বর্ধিত মূল্য : ৫০,০০০/-

পরিসম্পদ পরিদর্শন	**সকল কাজের দিন- ০১/০২/২০২৪ থেকে ১৭/০২/২০২৪,সকাল ১১.০০ থেকে বিকাল ০৫:০০টা**
অনলাইনে দরপত্র ও আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময়	**তারিখ: ১৭/০২/২০২৪ সময়: বিকাল ০৫.০০টা**
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	ই-অকশন পোর্টাল **https://www.indianbankseauction.com** এর মাধ্যমে **১৯/০২/২০২৪ তারিখে সকাল ১১:০০ থেকে দুপুর ১২:০০টা পর্যন্ত** নিলাম অনুষ্ঠিত হবে প্রতিটি ১০ মিনিটের অসীমায়িত বৃদ্ধির সঙ্গে নিলাম সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত।
নোডাল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নাম (আরটিজিএস/এনইএফটি দ্বারা ইএমডি)	**অ্যাকাউন্ট নং : ১১০১৩৫১০০০০০০৯৭৩, আইএফএসসি কোড : KVBL0001101. অ্যাকাউন্টের নাম : সারফেইসি-র বিড কালেকশন অ্যাকাউন্ট**
যোগাযোগের ব্যক্তি এবং ফোন নং	**এআরবি কলকাতা : শ্রী সমীর ঘোষ (ফোন : ৮৩৩৬০০৪৯৩০) samirghosh@kvbmail.com খড়গপুর শাখা : শ্রী দেবাশিস মুখার্জি (ফোন : ৮৪৩৬৩৯৮১৯৮) debasishmukherjee@kvbmail.com**

বিক্রির বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য দেখুন আমাদের ব্যাঙ্কের/জামিনযুক্ত ঋণদাতার ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.kvb.co.in/Property Under Auction -তে ব্যবস্থিত লিঙ্ক এছাড়াও পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স ক্যানব্যাঙ্ক কম্পিউটার সার্ভিস লিঃ, বেঙ্গালুরু ০৮০-২৩৪৬৯৬৬১/৬২/৬৪/৬৫/৬৮-এর ওয়েব পোর্টাল **https://www.indianbankseauction.com**।

সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের নোটিস

ঋণগ্রহীতাগণ ও জামিনদারগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে উপরিবর্ণিতমতো তাঁদের বকেয়া সেইসঙ্গে হাল সময় পর্যন্ত সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ ই-অকশনের তারিখের আগে আদায় দিতে, নতুবা নির্ধারিত সম্পত্তি নিলাম/বিক্রি হয়ে যাবে এবং অবশিষ্ট বকেয়া যদি থাকে সুদ এবং খরচা-সহ উসুল করা হবে।

স্বা/-

তারিখ : ৩০.০১.২০২৪
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রাহুল গান্ধির ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় হামলার অভিযোগ, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় বিহার থেকে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে ঢুকতেই রাহুল গান্ধির গাড়িতে ঢিল ছুঁড়ে কাচ ভাঙার অভিযোগ তুলল কংগ্রেস নেতৃত্ব। বুধবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ রাহুল গান্ধির যাত্রার সময় এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা বহরমপুরের সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী প্রশাসনের অসহযোগিতা এবং রাহুল গান্ধির গাড়িতে ঢিল ছুঁড়ে কাচ ভাঙার অভিযোগ করেছেন। যদিও এব্যাপারে তৃণমূল নেতৃত্ব সাফ জানিয়ে দিয়েছে রাহুল গান্ধির কাচ ভাঙার ঘটনাটি ঘটেছে বিহারে। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে এরকম কিছু হয়নি। এদিন দুপুরে রতুয়া থানার দেবীপুর এলাকায় একটি খেলার মাঠেই ক্যাম্প করেই সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা তথা সাংসদ রাহুল গান্ধির বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল এগারোটা নাগাদ বিহার থেকে রাহুল গান্ধির ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার কর্মসূচি শুরু হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই হরিশ্চন্দ্রপুর থানার দিল্লিদেওয়ানগঞ্জ এলাকায় রাহুল গান্ধির গাড়ি পৌঁছতেই সেখানেই ঢিল ছুঁড়ে কাচ ভাঙার অভিযোগ তুলে কংগ্রেস। আর এই ঘটনাকে ঘিরেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্ব রীতিমতো প্রশাসনের অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরীর বলেন, হরিশ্চন্দ্রপুরে রাহুল গান্ধির ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা শুরু হয় চার চাকার একটি গাড়িতে। সেই সময় সাংসদ রাহুল গান্ধি ছিলেন। অভিযোগ, ভিড়ের মধ্যে পিছন থেকে কেউ বা কারা ঢিল ছুঁড়ে গাড়ির কাচ ভেঙেছে।

সাংসদ অধীর চৌধুরী আরো বলেন, আমরা প্রথম থেকে রাহুল গান্ধির বিশ্রামের জন্য হরিশ্চন্দ্রপুরের ভালুকা এলাকায় সেচ দপ্তরের গেস্ট হাউস নেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলাম। কিন্তু প্রশাসনের অসহযোগিতার জন্য সেই গেস্ট হাউস দেওয়া হয়নি। বাধ্য হয়ে রতুয়ার দেবীপুর এলাকায় একটি খেলার মাঠে রাহুল গান্ধির বিশ্রামের জন্য ক্যাম্প করা হয়েছিল। কিন্তু তার আগেই এমন ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও আমরা অভিযোগ জানিয়েছি।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল সাড়ে এগারোটা থেকে চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুর হয়ে শুরু হয়েছে রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা। এই কর্মসূচি হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে রতুয়া, পুখুরিয়া তারপর ইংরেজবাজারের শোভানগর হয়ে মালদা শহরে পৌঁছবে। রাতে ইংরেজবাজার শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে সংক্ষিপ্ত সভার আয়োজন করেছে জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব। বুধবার রাতে কালিয়াচক ১ ব্লকের সুজাপুর হাতিমাড়ি মাঠে রাহুল গান্ধির থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কৃষিকাজেও এবার ড্রোনের ব্যবহার শুরু খানাকুলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কৃষিকাজেও এবার ড্রোনের ব্যবহার শুরু হল হুগলির আরামবাগ মহকুমায়। যদিও হুগলি জেলার বেশ কিছু এলাকায় কৃষি কাজে ড্রোন ব্যবহার শুরু হয়ে গেছে। এবার খানাকুলে বেশ কয়েক বিঘা আলু জমিতে ড্রোনের ব্যবহার দেখা গেল। বিধান চন্দ্র রায় কৃষি বিদ্যালয়ের সহযোগিতায় ও হুগলি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে এদিন খানাকুল ড্রোনের সাহায্যে আলু জমিতে কীটনাশক প্রয়োগ করা হয়। নিমেষের মধ্যে বিঘার পর বিঘা জমিতে কীটনাশক স্প্রে করে দেবে একটি ড্রোন। খানাকুলে একটি প্রতিনিধি দল ড্রোনের সাহায্যে হাতে কলমে জমিতে ওষুধ স্প্রে করে দেখান। এমনকী এই পদ্ধতিতে স্প্রে করার বিষয়টি কৃষকদের হাতে কলমে দেখানো হয়। ড্রোনের মাধ্যমে এতদিন ছবি তোলার বিষয়টি সবাই জেনে গেছেন। ড্রোনের মাধ্যমে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় জরুরি ওষুধ পাঠানোর কাজও সম্প্রতি এই রাজ্যে শুরু হয়েছে। কিন্তু ড্রোনের মাধ্যমে কৃষিজমিতে কীটনাশক স্প্রে এই রাজ্যের অনেক সাধারণ মানুষ বিশেষ করে প্রত্যন্ত এলাকার কৃষকদের কাছে বিষয়টি অভিনব। এই বিষয়ে ওই প্রতিনিধি দলের এক সদস্য তরুণ সরকার জানান, একটি ড্রোন মাত্র ১০ মিনিটে ১ বিঘা জমিতে কীটনাশক স্প্রে করে দেবে। এতে একদিকে যেমন সময় কম লাগবে, অন্যদিকে কীটনাশকের কোনও প্রভাব শরীরে পরবে না। শ্রমিক খরচও বেঁচে যাবে। ব্যাটারিচালিত যন্ত্র দিয়ে জমিতে কীটনাশক স্প্রে করা হত। এরজন্য শ্রমিক নিয়োগ করে কিংবা কৃষককে নিজে স্প্রে করার কাজ করতে হত। কিন্তু ড্রোন এই কাজ করে দেবে, এমন

ঘটনা বিদেশে ঘটলেও এই রাজ্যে সেই ব্যবস্থা চালু হবে, তা ভাবতেই পারেননি খানাকুলের কৃষকেরা। হুগলি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের আধিকারিক নিখিল রায় বলেন, ড্রোনের মাধ্যমে আলু জমিতে কীটনাশক প্রয়োগ করা হবে। কত সহজেই এই কাজ করা যাবে তা কৃষকদের দেখানো হবে। এতে করে খরচ কমবে। তবে শুধু স্প্রে নয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষিজমিতে কত ক্ষতি হয়েছে, তাও জানিয়ে দেবে ড্রোন। এদিন খানাকুলে কৃষকদের উপস্থিতিতে নতুন এই পদ্ধতি প্রদর্শিত হয়। রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে একটি ড্রোন জমিতে সার, জল দেওয়ার কাজ করে।

মানসিক রোগীদের হাসপাতাল তৈরির উদ্যোগ রোটারি ক্লাবের

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: ছোট থেকে বড়, পড়াশোনা থেকে দৈনন্দিন কাজের চাপে অনেকেই হয়ে পড়ছেন হতাশাগ্রস্ত। হচ্ছেন মানসিক ও স্নায়ু রোগে আক্রান্ত। মানসিক ও স্নায়ু রোগে আক্রান্ত রোগীদের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল ইন্টারন্যাশনাল রোটারি ক্লাব। এর জন্য তৈরি করা হবে একটি মেন্টাল হসপিটাল। সেই হাসপাতালে চিকিৎসার পাশাপাশি থাকবে কাউন্সিলিংয়ের ব্যবস্থাও। যা আক্রান্তকে সুস্থ করে তুলতে সাহায্য করবে। মঙ্গলবার রোটারি ক্লাব অফ উখড়ার ডিস্ট্রিক গভর্নর ভিজিট অনুষ্ঠানে এ কথা জানান সংস্থার ডিস্ট্রিক গভর্নর নীলেশ কুমার আগরওয়াল। অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রোটারি ক্লাব অফ উখড়ার সভাপতি বিশাললাল সিংহান্ডে সহ সংস্থার অন্যান্য পদাধিকারিক ও সদস্যরা। নীলেশবাবু জানান, মেন্টাল হসপিটাল গড়ে তোলার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের সিইও আকাঙ্ক্ষা ভাস্করের সঙ্গে। উনি হাসপাতালের জন্য সরকারি জমির ব্যবস্থা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। হাসপাতালের বিষয়টি নিয়ে কলকাতার বাঙুর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে। ওনারা সব ধরনের সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছেন। সবকিছু ঠিকঠাক চললে আগামী দু'-তিন বছরের মধ্যেই এই হাসপাতালটি করে উঠবে বলে জানান নীলেশবাবু।

সমস্যা সমাধান ও জনসংযোগ কর্মসূচিতে গ্রামে জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: শালবনী ব্লকের দারিদ্র্য অধ্যুষিত বুড়িশাল গ্রামে বুধবার 'সমস্যা সমাধান ও জনসংযোগ' কর্মসূচি নেন জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি। বুধবার বেলা ১২টা নাগাদ আদিবাসী তথা লোধা শবর ও ভূমিজ অধ্যুষিত ওই গ্রামে শিক্ষা,

স্বাস্থ্য, আর্থিক ও সামাজিক ভাবে পিছিয়ে থাকা বাসিন্দাদের নানা 'সমস্যা' সমাধানে উদ্যোগী হন জেলাশাসক।

এদিন গ্রামের বাসিন্দাদের আধার ও স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের সমস্যার বিষয়গুলি জেলাশাসকের সামনে তুলে ধরা হয়। গ্রামের বেশিরভাগ বাসিন্দার এখনও আধার কার্ড না হওয়ায় তাঁরা রেশন পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করেন। একইসঙ্গে অভিযোগ, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড না হওয়ায় চিকিৎসা ক্ষেত্রেও বঞ্চিত হচ্ছেন। গ্রামের বেশিরভাগ শিশু থেকে বড়রা ভুগছেন অপুষ্টিতে। খাদ্য ও স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে তাঁরা বঞ্চিত। অনেক পরিবার পানীয় জল সরকারি প্রকল্পের বাড়ি থেকেও বঞ্চিত। জাতিগত শংসাপত্রও হয়নি।

তাঁরা এদিন জেলাশাসককে কাছে পেয়ে নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ধরলে তিনি দ্রুত সমস্যাগুলির সমাধানের আশ্বাস দেন। খাদ্য আধিকারিক তথা ফুড ইন্সপেক্টরকে নির্দেশ দেন আধার কার্ড না থাকলেও যেন গ্রামের বাসিন্দারা রেশন থেকে বঞ্চিত না হন। স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রেও তিনি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক বা বিএমওএইচকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। জেলাশাসকের সঙ্গে ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক সুমন সৌরভ মহান্তি, বিডিও রোমান মণ্ডল, বিএমওএইচ কৌশিক মাজি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেপাল সিংহ, জেলা পরিষদের সদস্যা ঊষা কুণ্ডু।

স্বামীকে পিটিয়ে মারায় স্ত্রী ও শ্যালকের যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: মদ খাওয়ার 'অপরাধে' এক স্বামীকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মারার অভিযোগে মৃতের স্ত্রী ও শ্যালককে একযোগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত। বুধবার বাঁকুড়ার খাতড়া মহকুমা আদালতের অতিরিক্ত জেলা দায়রা আদালতের বিচারক ধনঞ্জয় কুমার সিং অভিযুক্ত স্ত্রী সৌরভী হাঁসদা ও শ্যালক হিমাংশু হাঁসদাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১১ সালের ১ অক্টোবর বাঁকুড়ার রাইপুর থানার মেথিশোল গ্রামে নিজের স্ত্রী সৌরভী হাঁসদার সঙ্গে বচসা বাধে শংকর হাঁসদার। এই সময় স্ত্রী সৌরভী ও শ্যালক হিমাংশু হাঁসদা একযোগে শংকর হাঁসদার ওপর হামলা চালিয়ে লাঠি দিয়ে ব্যাপক মারধর করে বলে অভিযোগ। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় শংকরবাবুকে প্রতিবশীরা রাইপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরের দিন রাইপুর থানায় হাজির হয়ে মৃতের দাদা চন্দ্র হাঁসদা লিখিত অভিযোগ জানান মৃতের স্ত্রী ও শ্যালকের বিরুদ্ধে। প্রাথমিক ভাবে দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হলেও পরবর্তীতে আদালত দু'জনেরই জামিন মঞ্জুর করে। সম্প্রতি খাতড়া মহকুমা আদালত বেশ কিছু সাক্ষ্য গ্রহণের পর শংকর হাঁসদাকে নৃশংস ভাবে খুনের জন্য স্ত্রী সৌরভী হাঁসদা ও শ্যালক হিমাংশু হাঁসদাকে দোষীসাব্যস্ত করে। এদিন খাতড়া মহকুমা আদালতের অতিরিক্ত জেলা দায়রা বিচারক ধনঞ্জয় কুমার সিং অভিযুক্ত দু'জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন। অভিযুক্তপক্ষের দাবি, এই রায়ে তাঁরা সন্তুষ্ট নন। আগামী দিনে তাঁরা এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আবেদন জানাবেন।

সিএসপি কর্মীদের হাত থেকে পোস্টার ও চিঠি কাড়ার অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: একাধিক দাবিদাওয়া জানিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিতে সিএসপি কর্মীরা পোস্টার নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলে, তাঁদের হাত থেকে পোস্টার ও চিঠি কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল পুলিশের বিরুদ্ধে। ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন কৃষ্ণনগর নদিয়া জেলার এসডিও। ঘটনাটি জেলা স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে জেলা কালেক্টারির মোড়ের সামনের ঘটেছে। তাঁদের অভিযোগ, সেই পোস্টার দেখিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলবেন এবং চিঠি তাঁর হাতে দেওয়ার আগেই কেড়ে নিল পুলিশ।

উল্লেখ্য, জেলা সফরে কৃষ্ণনগরে এসে পৌঁছলেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার বিকেলে মুর্শিদাবাদ থেকে হেলিকপ্টারে করে কৃষ্ণনগর জেলা স্টেডিয়ামে এসে পৌঁছন তিনি। এরপর পায়ে হেঁটে জনসংযোগ করার মধ্যে দিয়ে কৃষ্ণনগর সার্কিট হাউসে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। রাতে নদিয়া জেলার দলীয় নেতৃত্বদের সঙ্গে সাংগঠনিক বৈঠক করতে পারেন তিনি বলে জানা গিয়েছে সূত্র মারফত। আগামিকাল শান্তিপুরে প্রশাসনিক বৈঠকের পাশাপাশি শান্তিপুর পুর স্টেডিয়ামে জনসভায় যোগদান করবেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর আগমনে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কৃষ্ণনগর জেলা স্টেডিয়াম সহ গোটা কৃষ্ণনগর শহরকে মুড়ে ফেলা হয় নিরাপত্তার মোড়কে।

পূর্ব বর্ধমানের ডিএম হলেন বিধান রায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: লোকসভা ভোটের আগে এবার জেলাশাসক বদল হল। পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলাশাসক পূর্ণেন্দু কুমার মাজিকে বীরভূম জেলার জেলাশাসক পদে বদলি করা হয়েছে। পাশাপাশি বীরভূম জেলার জেলাশাসক বিধানচন্দ্র রায়কে পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলাশাসক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি গোটা রাজ্যজুড়েই পুলিশে বিশাল রদবদল ঘটানোর পর এবার রাজ্যজুড়ে প্রশাসনিক পদেও রদবদল করা হয়েছে। নবান্ন থেকে এমনই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

GPT group

জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: জিপিটি সেন্টার, জেসি - ২৫, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ১০৬
CIN- L20103WB1980PLC032872, ফোন-০৩৩ - ৪০৫০ ৭০০০
ই-মেল- gil.cosec@gptgroup.co.in, ওয়েবসাইট- www.gptinfra.in

সংশোধনী

এই সংবাদপত্রে গত ইং ৩১.০১.২০২৪ তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সংশোধিত রূপ নিচে দেওয়া হল

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (পর্যালোচিত)	বর্ষ থেকে তারিখ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ (পর্যালোচিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২২ (পর্যালোচিত)
১ কার্যাদি থেকে মোট আয়	২৫,৩৭৫.৬১	৭২,৩২৭.৮৯	২০,০৪৩.৭১
২ নিট লাভ কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে	১,৮২১.৭০	৫,৪৬৭.৫৭	৯০৪.১৬
৩ নিট লাভ কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে	১,৪৯০.৬৪	৪,১৬৫.৫৩	৭৫৬.৭৪
৪ সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয়	১,১০৩.১৬	৩,৫০৬.৯০	৮৩৭.৫৬
৫ ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি	৫,৮১৭.২০	৫,৮১৭.২০	৫,৮১৭.২০
৬ অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মুল্যায়ন মজুত ব্যতীত) ৩১.০৩.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী ২১৮৯৫.১০ লক্ষ টাকা			
৭ শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)* মৌলিক এবং মিশ্রিত	২.৫৬*	৭.১৬*	১.৩০*

১ স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের অতিরিক্ত তথ্য নিম্নে বর্ণনা করা হল - (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (পর্যালোচিত)	বর্ষ থেকে তারিখ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ (পর্যালোচিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২২ (পর্যালোচিত)
(ক) কার্যাদি থেকে মোট আয়	২৪,৬০৮.৩২	৭০,২০৪.৮৭	১৯,২৬৩.৭৩
(খ) লাভ কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে	২,০৫৩.১০	৫,৬৪৯.১২	১,১৬৪.২৪
(গ) লাভ কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে	১,৫০২.১৩	৪,১৯৯.২৬	৯০৪.৮১
(ঘ) সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয়	১,৫০২.১৩	৪,১৯৯.২৬	৯০৪.৮১

২ উপরোক্তটি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফল, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com এবং www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.gptinfra.in -তেও পাওয়া যাবে।

৩ কোম্পানির পরিচালন পর্ষদ দ্বিতীয় অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে @ ১০% অর্থাৎ ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি ১.০০ টাকা। ফিজিক্যাল সেইসাথে ডিম্যাট আকারে শেয়ারের জন্য দ্বিতীয় অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ প্রদানের রেকর্ড তারিখ ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জন্য মোট লভ্যাংশ শেয়ার প্রতি ১০ টাকা ফেস ভ্যালুর উপর ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি ২ টাকা।

৪ উপরিউক্ত সময়ে কোম্পানির কোনও ব্যতিক্রমী দফা ছিল না।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
ডি. পি. তাঁতিয়া
চেয়ারম্যান
DIN: 00001341

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ৩০ জানুয়ারি, ২০২৪

পুরপ্রধানের উদ্যোগে বারাসাতের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বারাসাত পুরসভার পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সদরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হল। ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পিডাব্লুডি রাস্তাটি কার্পেটিং করে ম্যাসটিক করছে। বারাসাত শহরের কেএনসি রোড়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। আপাতত যশোহর রোডের দক্ষিণপাড়া থেকে বারাসাত স্টেশন পর্যন্ত সংস্কার হচ্ছে। এর ফলে বহু মানুষ উপকৃত হবে। জেলা সদরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলির মধ্যে কেএনসি রোড় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই রোডের সঙ্গে যুক্ত জেলা আদালত, জেলাশাসকের দপ্তর, মোটর ভেহিকেলস অফিস, জেলা মৎস্য দপ্তর, বারাসাত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল, বারাসাত পুরসভা, বারাসাত স্টেডিয়াম, বারাসাত থানা সহ একাধিক সরকারি দপ্তর, বড় বাজার এবং বারাসাত রেল স্টেশন। ফলে প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়েই বহু গাড়ি ও হাজার হাজার মানুষের যাতায়াত। রাস্তা সংস্কারের ফলে সকলের যাতায়াতই সুগম হবে। এই প্রসঙ্গে পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায় বলেন, কেএনসি রোড় বারাসাতের ভিআইপি রোড়। আপাতত রাস্তাটির সংস্কার হচ্ছে। পরবর্তীতে সেটি আরও চওড়া করে ওয়ান ওয়ে এবং হাইড্রেন করার আবেদন করা হবে। রাস্তাটি ওয়ান ওয়ে হলে বারাসাত শহরের যানজটও অনেক কমে যাবে বলেই দাবি পুরপ্রধানের।

বৃষ্টি হওয়ায় হুগলিতে আশঙ্কার মেঘ আলু চাষে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বৃষ্টির আশঙ্কায় দুশ্চিন্তায় হুগলির আলু চাষিরা। হুগলি জেলায় গত বছর যেখানে আলু চাষ হয়েছিল ৯০ হাজার হেক্টর জমিতে। এবার এলাকা কিছুটা কমে হয়েছে ৮৬ হাজার ২২২ হেক্টর জমিতে। রাজ্যে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়। হুগলি থেকে সব থেকে বেশি আলু উৎপাদন হয়। যে জমিতে আলু গাছ বড় হয়েছে, সেই জমির আলু ক্ষতির আশঙ্কা কম। কিন্তু যে জমিতে গাছ এখনও ছোট, সেই জমিতে জল জমে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করছেন চাষিরা। পাণ্ডুয়া, মগরা, পোলবা, ধনিয়াখালি, সিঙ্গুর ও চণ্ডীতলায় ভালো বৃষ্টি হওয়ায় আলু জমিতে জল জমেছে। চাষিরা পাম্প চালিয়ে জমি থেকে জল বের করছেন। পাণ্ডুয়ার আলু চাষিদের দাবি, জমিতে জল জমে আলু নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আবহাওয়া এরকম থাকলে আলু বাঁচানো যাবে না। রোদ না উঠলে রোগ পোকার আক্রমণ হবে। আগের বৃষ্টির জন্য দু'বার চাষ করতে হয়েছে। চাষিরা

আশঙ্কায় থাকলেও আশায় রয়েছে কৃষি দপ্তর। হুগলি জেলা কৃষি অতিরিক্ত অধিকর্তা প্রিয়লাল মৃধা বলেন, 'মাঘ মাসের শেষে বৃষ্টি হলে তা চাষের পক্ষে ভালো। তবে আলুর ক্ষতি হবে কিনা তা এখনই স্পষ্ট নয়। রোগ পোকার আক্রমণ হচ্ছে কিনা সমস্যা আছে কিনা তা দেখছেন কৃষি আধিকারিকরা। চাষিরা জানে কী করতে হবে।' তাঁর বক্তব্য, আলু ছাড়া অন্য সব চাষে উপকারই হবে এই বৃষ্টিতে।

লোকসভার আগে সংগঠন মজবুতের

দল থেকে বহিষ্কৃত নেতাদের আবার দলে ফেরাল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, এগরা: পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা ১ নং ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেস দল থেকে বহিষ্কৃত দু'জন নেতাকে দলে ফেরানোর কথা ঘোষণা করল ব্লক তৃণমূল। জুমকি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার উদয়সর ও সাহারাা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মিলন দেকে গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলবিরোধী কাজের জন্য বহিষ্কার করে ব্লক তৃণমূল। আবার সেই দু'জন বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতাকে দলে ফেরানোর কথা প্রেস কনফারেন্স করে ঘোষণা করলেন এগরা ১ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি বিজনবিহারী সাউ। বুধবার সাহারা অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি প্রভুপদ দাস কাঁথি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি, স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক তথা কাঁথি সাংগঠনিক জেলার তৃণমূলের চেয়ারম্যানের কাছে চিঠি দিয়ে দল থেকে ইস্তফা দেন। প্রভুপদ দাস জানিয়েছেন, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সাহারা অঞ্চলে তৃণমূলের পরাজয়ের দায় স্বীকার করে ইস্তফা দিলেন। এদিন এগরা ১ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি বিজনবিহারী সাউ সেই ইস্তফা গ্রহণ করেন। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এগরা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অমিয় রাজ, চন্দ্রকান্ত মাইতি, গৌতম পাত্র, অর্ধেন্দু দাস মহাপাত্র।

ছেলের বিকল কিডনির জন্য পরিত্রাতা মা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ছেলের বিকল কিডনির বদলে নিজের কিডনি দিয়ে পরিত্রাতা মা।

বাঁকুড়া জেলার ছাতনা ব্লকের প্রত্যন্ত গ্রাম শুশুনিয়ার বাসিন্দা পিন্টু কর্মকার এবং উমা কর্মকার। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অন্ধকার নেমে আসে বাঁকুড়ার মোবাইল মেকানিক পিন্টু কর্মকারের জীবনে। ধরা পড়ে কিডনির সমস্যা। বর্তমানে পিন্টুর দুটো কিডনিই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ডায়ালিসিস নয়, এবার করতেই হবে কিডনি প্রতিস্থাপন। ছেলেকে বাঁচাতে এবং যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করতে বটবৃক্ষের মতো এগিয়ে এসেছেন মা নিজেই। কলকাতার পিজি হাসপাতালে ফেব্রুয়ারি মাসের ৪-৬ তারিখের মধ্যে নিজের ডান দিকের কিডনি ছেলের দেহে দান করবেন ঊমা কর্মকার।

পিন্টুর মোবাইল সারাইয়ের দক্ষতা গ্রামের সকলের জানা। বাড়িতে

রয়েছেন মা উমা কর্মকার। একলা মা ছেলের সংসার। সংগ্রামে ভরা পিণ্টু এবং তাঁর মা ঊমা কর্মকারের জীবন। ২০১১ সালে পিন্টুর বাবা জন্ডিসে মারা যান। বাবা মারা যাওয়ার পর গ্রিল তৈরির কাজ করে সংসার চালান পিন্টু। তারপর ২০১৮ সালে গ্রামেই ছোট্ট একটি মোবাইল সারানোর দোকান খোলেন তিনি। ২০২০ সালে কিডনির রোগ ধরা পড়ার পর বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ থেকে চিকিৎসা শুরু হয়। বর্তমানে কলকাতার পিজি হাসপাতালে বিনামূল্যে পিণ্টু কর্মকারের কিডনি প্রতিস্থাপিত হবে। যদিও অপারেশন ছাড়া যাওয়া-আসা, থাকা - খাওয়া এবং চিকিৎসা ও ওষুধের আনুমানিক খরচ ৫-৬ লক্ষ টাকা। মা ছেলের সংসারে দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট।

ছেলেকে বাঁচানোর এই লড়াইতে ঊমা কর্মকারের পাশে দাঁড়িয়েছেন গ্রামবাসী থেকে শুরু করে বন্ধুবান্ধবরা। তবে এখনও প্রয়োজন ৪-৫ লক্ষ টাকার। সেই কারণেই ছেলে পিন্টু কর্মকার এবং মা ঊমা কর্মকার দু'জনেই সাহায্যের আর্জি জানিয়েছেন।

সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং (CIN) - L65993WB1989PLC047002
রেজিস্টার্ড অফিস: আজিমগঞ্জ হাউস, ৩য় তল, ৭ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরণি (পূর্বের ক্যামাক স্ট্রিট) কলকাতা-৭০০০১৭
ফোন : ০৩৩-২২৮২ ৯৩৩১, ফ্যাক্স: ০৩৩-২২৮২ ৯৩৩৫, ই-মেল investors@sastasundar.com ● ওয়েবসাইট www.sastasundarventures.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির সারাংশ

(ইপিএস ব্যতীত লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন						কনসোলিডেটেড					
	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত নয় মাস		সমাপ্ত বর্ষ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত নয় মাস		সমাপ্ত বর্ষ
	৩১-ডিসে.-২৩	৩০-সেপ্টে.-২৩	৩১-ডিসে.-২২	৩১-ডিসে.-২৩	৩১-ডিসে.-২২	৩১-মার্চ-২৩	৩১-ডিসে.-২৩	৩০-সেপ্টে.-২৩	৩১-ডিসে.-২২	৩১-ডিসে.-২৩	৩১-ডিসে.-২২	৩১-মার্চ-২৩
	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
মোট আয় কার্যাদি থেকে (নিট)	০.২৫	-	-	০.২৫	-	-	৩৭,৪৪৯.৭১	৩৫,৮৪৯.৩৭	২৮,০৬৩.৩১	১,০৬,৯০৩.৯০	৭২,৬৬৬.৭৪	১,০৩,৯৮১.৮৪
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর, ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফা পূর্ব	(২৩.৭৮)	(২১.১৪)	(১৯.২১)	(৮২.০৫)	(৪০.৬৮)	৬৪.৯৮	২,১০০.৩০	১,০৬৩.৬৪	(৮৭৪.৪৯)	৫,০৬৬.৭৭	(২,৩৮৫.৬২)	(২,৯৩৮.৮৩)
কর পূর্ব সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	(২৩.৭৮)	(২১.১৪)	(১৯.২১)	(৮২.০৫)	(৪০.৬৮)	৬৪.৯৮	২,১০০.৩০	১,০৬৩.৬৪	(৮৭৪.৪৯)	৫,০৬৬.৭৭	(৩,১৭৫.৬৫)	(৩,৭৩৫.২৮)
কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	(২৩.৭৮)	(২১.১৪)	(১৯.২১)	(৮২.০৫)	(৪০.৬৮)	৬৪.৯৮	(৩২২.৯৬)	(১,২২০.৩৭)	(২,৬৩৭.৩৪)	(১,৫৭১.৯১)	(৫,১৪৬.৮২)	(৯,৯৪৬.৯২)
সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় /(ক্ষতি)	(২৪.৮৯)	(২২.২৫)	(১৯.৬৬)	(৮৫.৩৮)	(৪৩.২৩)	৬০.৫৫	(৩২৫.৪৮)	(১,১৮৮.৫৭)	(২,৬২৭.৪৯)	(১,৫৭৭.৫৪)	(৫,১৩৩.৭৬)	(১০,০৬৬.৪৫)
পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন(ফেসভ্যালু প্রতি শেয়ার ১০/- টাকা)	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫
সংরক্ষণ (পূর্ববর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-	-	-	২৪,১৬০.৯১	-	-	-	-	-	৭২,১৫৮.৯৯
শেয়ার পিছু আয় (মৌলিক)	(০.০৮)*	(০.০৬)*	(০.০৬)*	(০.২৬)*	(০.১৩)*	০.২০	(০.২৩)*	(২.৫৫)*	(৬.০০)*	(২.৩৭)*	(১১.৯৫)*	(২২.৭০)
শেয়ার পিছু আয় (মিশ্রিত)	(০.০৮)*	(০.০৬)*	(০.০৬)*	(০.২৬)*	(০.১৩)*	০.২০	(০.২৩)*	(২.৫৫)*	(৬.০০)*	(২.৩৭)*	(১১.৯৫)*	(২২.৭০)

*বার্ষিকীকৃত নয়

দ্রষ্টব্য :

১. উপরেরটি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ছকের একটি সারাংশ, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস্, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ ছক, স্টক এক্সচেঞ্জ (সমূহর) ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.bseindia.com এবং www.nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট- www.sastasundarventures.com এও পাওয়া যাবে।

২. আইএনডিএএস আইন অনুযায়ী ব্যতিক্রমী সমূহ লাভ ও ক্ষতির খাতায় বিন্যস্ত করা হয়েছে।

বোর্ডের পক্ষে
সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেড
বানওয়ারি লাল মিত্তাল
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN - 00365809

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৩১ জানুয়ারি, ২০২৪

তপসিলি আইনে ইডির বিরুদ্ধে অভিযোগ হেমন্তের

রাঁচি ৩১ জানুয়ারি: তপসিলি আইনে ইডির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন হেমন্ত সোরেন। বুধবার দুপুরে জমি দুর্নীতিতে আর্থিক তছরুপের অভিযোগে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীকে জেরা শুরু করেছিল ইডি। তার পরেই রাঁচি থানায় অভিযোগ দায়ের হয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে, গত ২৯ অক্টোবর হেমন্তের দিল্লির বাসভবনে তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতেই এফআইআর দায়ের করেছেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী।

উল্লেখ্য, ইডির সমন পেয়েই দিল্লিতে গিয়েছিলেন হেমন্ত। তার পরেই তাঁর দিল্লির বাসভবনে তল্লাশি চালায় ইডি। কিন্তু সেই সময়ে বাড়িতে ছিলেন না হেমন্ত। তাঁর বিশেষ নিরাপত্তারক্ষী অজয় সিংও বেপাত্তা ছিলেন। ফোনেও যোগাযোগ করা যায়নি তাঁদের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত ওই বাড়িতে থাকা হেমন্তের বিএমডব্লিউটি বাজেয়াপ্ত করে ইডি। বেশ কিছু নথিপত্রও সেখান থেকে নিয়ে যান ইডি আধিকারিকরা।

সেই তল্লাশির ভিত্তিতেই রাঁচি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন হেমন্ত। জানা গিয়েছে কপিল রাজ, দেবব্রত ঝা, অনুপম কুমার, আমন প্যাটেল-সহ বেশ কয়েকজন ইডি আধিকারিকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, দিল্লিতে তাঁর বাসভবনে তল্লাশি চালিয়েছে ইডি। তার ফলে হেমন্ত সোরেন ও তাঁর সম্প্রদায়ের সকলের বদনাম হয়েছে। উল্লেখ্য, হেমন্ত নিজে এসটি সম্প্রদায়ভুক্ত।

প্রসঙ্গত, কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই হেমন্ত সোরেনকে জেরা করতে পৌঁছয় ইডির দল। বুধবার দুপুর একটা নাগাদ ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে যান ইডি আধিকারিকরা। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন সিআরপিএফের বিশাল বাহিনী। দুপুর তিনটে নাগাদ শুরু হয় জেরা। তার খানিকক্ষণের মধ্যেই এফআইআর দায়ের হয় ইডি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে।

কেজরিওয়ালকে পঞ্চমবার তলব ইডির

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি: মদ কেলেঙ্কারিতে আরও বিপাকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আপ সুপ্রিমোকে পঞ্চমবার তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। এর আগে চারবারই তলব এড়িয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী।

আবগারি দুর্নীতি মামলায় দীর্ঘদিন ধরে ইডির র‍্যাডারে কেজরিওয়াল। এর আগে চারবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে তলব করা হয়েছে। যদিও তাতে সাড়া দেননি কেজরিওয়াল। সেই সমনকে ‘বেআইনি’ বলে দাবি করে হাজিরা এড়িয়ে যান তিনি। বুধবার পঞ্চম সমন পাঠানো হল কেজরিকে। আগামী শুক্রবার ফের তাঁকে দিল্লির ইডি দপ্তরে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আম আদমি পার্টি শুরু থেকেই দাবি করে আসছে, শুধুমাত্র কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্যেই বারবার তলব করা হচ্ছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই। কেজরিওয়াল নিজে বলছেন, ইডি তাঁকে যে সমন পাঠাচ্ছে সেটার আইনি বৈধতা নেই। এই বেআইনি সমনে হাজিরা দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আপ সূত্রের দাবি, ইডির পঞ্চম সমনেও হাজিরা দেবেন না দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। এবারেও হাজিরা এড়াবেন তিনি। ইন্ডিয়া জোটের তৎপরতার মাঝে কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারি নিয়ে আপের অন্দরে চোরাস্রোত বইছে। কিন্তু কেজরিওয়াল এসবের মধ্যেও সমন উপেক্ষা করে চলেছেন।

কেজরিওয়াল একা নন। এই মুহূর্তে ইন্ডিয়া জোটের একাধিক নেতা ইডির র‍্যাডারে। সেই তালিকায় রয়েছেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। বিহারের সদ্য প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদবকেও একাধিকবার তলব করা হয়েছে। র‍্যাডারে রয়েছেন লালুপ্রসাদ যাদবও। সব মিলিয়ে লোকসভার আগে ইন্ডিয়ার উপর চাপ বাড়ছে।

ছত্তিশগড়ে গাড়ির মধ্যে থেকে উদ্ধার কয়েক কোটি নগদ

রায়পুর, ৩১ জানুয়ারি: দ্রুত গতিতে ছুটছিল গাড়িটি। সেই গাড়িটি ধরার জন্য ছক সাজিয়ে রেখেছিল পুলিশও। গাড়িটি নজরে আসতেই সেটিকে দাঁড় করিয়ে তল্লাশি চালায় তারা। তল্লাশি চালাতে গিয়ে চোখ কপালে ওঠে সকলের। দেখেন গাড়ির মধ্যে থরে থরে সাজানো নোটের বান্ডিল। এত টাকা কোথা থেকে এল, সেই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেননি ওই গাড়ির চালক এবং সওয়ারিরা। সেই কারণেই তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সংবাদ সংস্থা এএনআই সূত্রে খবর, ছত্তিশগড়ের ভিলাই ভাট্টি থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর ছিল যে, গাড়ি করে কোটি কোটি টাকা পাচার করা হচ্ছে! খবর পাওয়া মাত্রই অভিযানে নামে এসিসিইউ এবং ভিলাই ভাট্টি থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গাড়ির মধ্যে থেকে দু’কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা গিয়েছে। এই টাকার উৎস কী, কোথা থেকে টাকা এল, কোথায় টাকা পাচার করা হচ্ছিল; সেই সব প্রশ্নই সামনে এসেছে। পুলিশের একাধিক প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারেননি গাড়ির সওয়ারিরা।

পুলিশ অভিযুক্তদের আটক করে প্রথমে ভিলাই ভাট্টি থানায় নিয়ে আসা হয়। সেখানেই টানা জেরার পর অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে খবর। এই টাকার পিছনে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। অভিযুক্তদের নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার জন্য আদালতে আবেদন জানাবে তারা।

দিল্লি বিমানবন্দরে উড়ান বাতিলে যাত্রী বিক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি: সকালের বিমান ধরতে ভোর থেকেই বিমানবন্দরে ভিড় করেছিলেন যাত্রীরা। কিন্তু সেখানে পৌঁছেই তাঁরা জানতে পারেন বিমান বাতিল হয়েছে। যা শুনে ক্ষোভে ফেটে পড়েন যাত্রীরা। শুরু হয় যাত্রীবিক্ষোভ।

দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের একাধিক রাজ্যে চলছে কুয়াশার দাপট। ভোর থেকেই কুয়াশার চাদরে ঢেকে আছে রাজধানীর বিস্তীর্ণ এলাকা। বুধবার ভোরে দিল্লির দৃশ্যমানতা প্রায় শূন্যে নেমেছিল। বিমান এবং ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। দিল্লি বিমানবন্দর সূত্রে খবর ছিল, ৫০টির বেশি বিমান নির্ধারিত সময়ের থেকে দেরিতে চলাচল করছে।

বিমানবন্দর সূত্রে আরও বলা হয়েছিল, পরিবর্তিত সূচি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিমান সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য। তবে বিমান বাতিল সম্পর্কে কোনও খবর ছিল না। বুধবার সকালে ঝাড়খণ্ডের দেওঘরে যাওয়ার জন্য বিমান ধরতে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসেছিলেন যাত্রীরা। ইন্ডিগো বিমান ধরার কথা ছিল তাঁদের। কিন্তু বিমানবন্দরে এসে জানতে পারেন, দিল্লি-দেওঘরগামী ইন্ডিগো বিমানটি বাতিল করা হয়েছে। এই ঘোষণা শুনে রেগে যান যাত্রীরা। ইন্ডিগো বিমানসংস্থার বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন।

ইন্ডিগো কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানান, ‘যাত্রীদের অসুবিধার জন্য দুঃখিত। যাত্রীদের জন্য বিকল্প বিমানের সুবিধা দেওয়া হবে। যদি কোনও যাত্রী বিকল্প বিমানের সুবিধা নিতে না চান, তবে তাঁদের টিকিটের টাকা সম্পূর্ণ ফেরত দেওয়া হবে।’ ইন্ডিগোর বিরুদ্ধে বিমান বিভ্রাটের অভিযোগ নতুন নয়। নানা কারণে ডিজিসিএ-এর নজরে রয়েছে এই বিমানসংস্থাটি। এমনকি গত মাসে একাধিক বার ইন্ডিগোর বিরুদ্ধে নিয়ম ভাঙার অভিযোগ উঠেছিল। তদন্ত করে ডিজিসিএ ‘ইন্ডিগো’কে দোষী সাব্যস্ত করে ডিজিসিএ। মোট এক কোটি ২০ লক্ষ্য টাকা জরিমানাও করা হয়েছিল।

আইএফএসসি লিমিটেডের প্রথম লেনদেন

গান্ধিনগর, ৩১ জানুয়ারি: ইন্ডিয়ান অয়েলের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সংস্থা আইওসি গ্লোবাল ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট আইএফএসসি লিমিটেড বুধবার গান্ধিনগরের গিফট সিটিতে প্রথম লেনদেন করল। ভারতীয় তেলের বর্তমান ইসিবি (অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক ঋণ) ঋণ পুনঃঅর্থায়নের জন্য ডিবিএস ব্যাংক সিঙ্গাপুর থেকে ঋণ সংগ্রহের টার্ম শিট ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত বৃদ্ধি হল। বুধবার ডিবিএস ব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট বিকাশ ওম সাহাই এবং পরিচালক রুচির আগরওয়াল এই লেনদেনে স্বাক্ষর করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গিফট সিটির চেয়ারম্যান ডঃ হাসমুখ আধিয়া, ইন্ডিয়ান অয়েলের চেয়ারম্যান শ্রীকান্ত মাধব বৈদ্য, ইন্ডিয়ান অয়েলের অধিকর্তা, অনুজ জৈন ডিরেক্টর ফাইন্যান্স , ইন্ডিয়ান অয়েল, আইজিসিএমএইলের চেয়ারম্যান সঞ্জয় কৌশল সহ ইন্ডিয়ান অয়েলের আধিকারিকেরা।

এবার সস্ত্রীক ১৪ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী

ইসলামাবাদ, ৩১ জানুয়ারি: বিপদ আরও বাড়ল পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের। তোষাখানা মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রীকে ১৪ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে পাকিস্তানের বিশেষ আদালত। তোষাখানা মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় ১৪ বছরের কারাদণ্ডের সাজা শোনানো হয়েছে ইমরানের স্ত্রী বুশরা বিবিকেও।

আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, ইমরান বা তাঁর স্ত্রী, কেউই আগামী ১০ বছরের জন্য কোনও সরকারি পদে বসতে পারবেন না। পাশাপাশি, পাকিস্তানি মুদ্রায় তাঁদের প্রায় ৭৯ কোটি টাকা জরিমানাও করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, দেশের গোপন তথ্য পাচারের অভিযোগে মঙ্গলবারই পাকিস্তানের ওই বিশেষ আদালত প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রীকে ১০ বছরের কারাদণ্ডের সাজা শুনিয়েছিল। আর এক দিন পরেই বুধবার আবার ইমরানকে আবার ১৪ বছরের কারাদণ্ডের সাজা শোনাল আদালত।প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের এপ্রিলে অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে অপসারিত হন ইমরান খান। তার পরে ২০২৩ সালের ৫ আগস্ট তাঁকে কারাদণ্ড দেয় ইসলামাবাদ আদালত। তোষাখানা মামলায় তিন বছরের জেলের সাজা দেওয়া হয়েছিল ইমরানকে। অ্যাটাক ডিসট্রিক্ট জেলে বন্দি ছিলেন তিনি। এরপরে গত বছর ডিসেম্বরেই পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট ইমরানকে জামিন দিয়েছিল। তবে জামিন পেলেও তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া অন্য মামলাগুলির জন্য জেলেই ছিলেন ইমরান।

ফের নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পেলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৩১ জানুয়ারি: চতুর্থবার নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পেলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। শান্তির নোবেল পাওয়ার জন্য তাঁর নাম প্রস্তাব করেছেন মার্কিন সাংসদ ক্লডিয়া টেনি। ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন দ্বন্দ্বের মধ্যেই ট্রাম্পের আমলে স্বাক্ষরিত আব্রাহাম অ্যাকর্ডের বিষয়টি তুলে ধরেছেন রিপাবলিকান সাংসদ। ক্লডিয়ার মতে, মধ্য প্রাচ্যে শান্তি ফেরাতে ট্রাম্পের উদ্যোগকে এতদিন স্বীকৃতি দেয়নি নোবেল কমিটি। তবে এবার ছবিটা পালটানো দরকার।

২০২০ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের উদ্যোগে আব্রাহাম অ্যাকর্ড সই করে ইজরায়েল ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহী। কয়েক দশকের বিবাদ মিটিয়ে ইজরায়েলকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেয় আরব দেশটি। অন্যদিকে, ওয়েস্ট ব্যাংক দখলের দাবি থেকে সরে আসে ইজরায়েল। এই চুক্তির ফলে মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তি থেমে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন হয়। বিশেষজ্ঞদের অনুমান ছিল, এই দুই দেশের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা হলে চাপে পড়বে ইরান। তাই আমেরিকার বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাতে পারবে না তারা। তবে গত অক্টোবর মাস থেকে ফের গাজা ও ওয়েস্ট ব্যাংকে সামরিক অভিযান চালাচ্ছে ইজরায়েল।

এহেন পরিস্থিতিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে বিঁধে মুখ খুললেন রিপাবলিকান সাংসদ। তাঁর মতে, বাইডেনের দুর্বল নেতৃত্বের জন্যই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকার সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সেই জন্যই ট্রাম্পের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া দরকার। কারণ তাঁর দৃঢ় নেতৃত্বেই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্পের নাম প্রস্তাব করে আমি গর্বিত। আশা করি তিনি নিজের কাজের যোগ্য স্বীকৃতি পাবেন। কারণ সকলেই ভেবেছিল, ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন মতবিরোধ না মিটিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি স্থাপন সম্ভব নয়। কিন্তু সেই অসম্ভবকেই বাস্তব করে দেখিয়েছেন ট্রাম্প। উল্লেখ্য, এর আগে তিনবার নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন ট্রাম্প। ২০২০ সালে দুই কোরিয়ার মধ্যে শান্তি প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য তাঁর নাম প্রস্তাব করেন নরওয়ের রাজনীতিবিদ ক্রিশ্চিয়ান টাইব্রিং। ওই একই বছর সার্বিয়া ও কসভোর শান্তি ফেরানোর কারণে নোবেল কমিটির কাছে ট্রাম্পের নাম প্রস্তাব করেন সুইডেন সাংসদ ম্যাগনাস জ্যাকবসন। তার আগে ২০১৮ সালে ১৮ জন মার্কিন সাংসদ একজোট হয়ে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য ট্রাম্পের নাম প্রস্তাব করেন।

এবার লন্ডন নিবাসী দম্পতিকে ৩৩ বছরের সাজা দিল ব্রিটেন

লন্ডন, ৩১ জানুয়ারি: সম্পত্তির পাহাড়! টাকার লোভে গুজরাতে নিজেদের দত্তক সন্তানকে খুন! গত কয়েক বছরে বিদেশে কোটি কোটি টাকার মাদক পাচার! এইরকম একাধিক অভিযোগ ছিল ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক দম্পতি বিরুদ্ধে। এবার লন্ডন নিবাসী ওই দম্পতিকে ৩৩ বছরের জেলের সাজা দিল ব্রিটেন।

জানা গিয়েছে, বছর ৫৯-এর আরতি ধীর ও তার স্বামী কাবলজিৎ সিং রায়জাদা (৩৫) লন্ডনের বাসিন্দা। দু’জনেই বিমান সংস্থায় চাকরি করত। বিমানবন্দর বা বিমানে বিভিন্ন জিনিসপত্র পরিবহণের পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। যা কাজে লাগিয়ে প্রশাসনের নজর এড়িয়ে ২০১৯ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ায় প্রায় ৭০ কোটি ডলারের মাদক পাচার করেছিল তারা। এইভাবেই সম্পত্তির পাহাড় তৈরি করেছিল দু’জনে। ২০২১ সালে সিডনিতে এই দম্পতির থেকে অস্ট্রেলিয়ান বর্ডার ফোর্স প্রায় ৬০০ কোটি মূল্যের কোকেন বাজেয়াপ্ত করে। তার পরই অস্ট্রেলিয়ার তরফে ব্রিটেনের অপরাধ দমন সংস্থা এনসিএকে সতর্ক করা হয়। তদন্ত শুরু করার পর ওই বছরেই আরতি ও কাবলজিৎকে গ্রেপ্তার করে ব্রিটেনের পুলিশ। হদিস মেলে তাদের কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির। এনসিএর অনুমান ছিল নিজেদের সম্পত্তি কাজে লাগিয়ে কোকেনের ব্যবসা করত দু’জনে।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। অভিযুক্ত দম্পতির অপরাধের শিখর ছড়িয়ে রয়েছে ভারতেও। গোপাল সেজনি নামে এক দত্তক সন্তান ছিল তাদের। ভারতে সে তার দিদি ও জামাইবাবু হরসুখের সঙ্গে থাকত। বিমার টাকা হাতানোর জন্য দত্তক ছেলেকে খুন করার অভিযোগ উঠেছিল এই দম্পতির বিরুদ্ধে। ২০১৭ সালে গুজরাতে দুই ব্যক্তি গোপালকে অপহরণের চেষ্টা করেছিল। তাকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন হরসুখ। দুজনকেই রাস্তায় ছুরির কোপ মেরে পালায় অপহরণকারীরা। পরে মৃত্যু হয় তাদের। গোপালের নামে থাকা টাকার লোভেই তাকে দত্তক নিয়েছিল দু’জন। পরে অপহরণের ছক করে খুন করা হয় গোপালকে। তার পর থেকেই অভিযুক্তদের ধরতে তৎপর ছিল গুজরাত পুলিশ। ২০১৯ সালে ভারতের তরফে অভিযুক্ত দম্পতির প্রত্যর্পণের আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু ২০২০ সালে তা লন্ডনের হাইকোর্টে খারিজ হয়ে যায়।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

e-NIQ No.SFDC/MD/NIQ-05 (e)/2023-24, (2nd Call)
SFDC Ltd. Invites quotation for the work “Design, Drawing, Construction and Commissioning of Fish Preservation ETP and STP on Turn Key Basis” at two different places of i) Deshapran Fishing Harbour, Petuaghat & ii) Shankarpur Fishing Harbour, Ramnagar-I, in the Dist. of Purba Medinipur, W.B. Last date of (online) bid submission on **16/02/2024 at 3.00 p.m.** and date of opening technical bid on **20/02/2024 at 3.00 p.m.** For details please visit our website - www.wbsfdcltd.com or https://wbtenders.gov.in.

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
N.I.T. NO. – UKM/001/WW/2023-2024, DATED – 31.01.2024.
1.50 mm dia & 25 mm dia P.V.C. Pipe line laying at makhla vending ground 2. 200 mm dia D.I. Pipe line leakage repairing at makhla at Makhla. Bid Submission closing Date – 15.02.2024. For More Details – Visit www.uttarparamunicipality.in
N.I.Q. NO. – UKM/031/WW/2023 – 2024, DATED – 31.01.2024
1. Lifting & lowering 3 number 20 H.P. Pump Motor set at different pump house 2. Rewinding & Repairing 1 number 20 H.P. Pump motor. Set.3. Supplying Electrical Materials. Quotation Submission closing Date – 09.02.2024 at 1.00 p.m. For More Details – Visit www.uttarparamunicipality.in.
Sd/- Chairman,
U.K. Municipality

Barijahatty Gram Panchayat
Chanditala, Hooghly
Notice Inviting Tender
e-Tenders are invited from the resourceful and experienced bidders for execution of different work(s) vide **Memo No.: 1) 45/BGP/2024, 2) 46/BGP/2024, 3) 47/BGP/2024, 4) 48/BGP/2024, 5) 49/BGP/2024, 6) 50/BGP/2024 & 7) 51/BGP/2024, Date: 17.01.2024. All Fund: 15th Finance.** Last Date of Bid Submission: **09.02.2024.** Tender Opening Date : **12.02.2024.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Barijahatty Gram Panchayat

Khanakul-II Panchayat Samity
Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghly
NOTICE INVITING TENDER
The EO Kh-II PS, **NIeT No.- 13/E.O. Kh-II/2023-24 (2nd Call), Date: 29.01.2024. Tender ID: 2024_ZPHD_656029_1 to 2** for C.C. Road (Rastashree). Last date of bids ends on **09.02.2024 up to 11:00 AM & 14/EO KH-II/2023-24 (2nd Call), Date: 30.01.2024. Tender ID: 2024_ZPHD_656509_1** for C.C road(Rastashree). Last date of bids ends on **09.02.2024 up to 11:00 AM.** For detail visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer
Khanakul-II Panchayat Samity

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-84/2023-24
Time Extension Notice
The Last date of online submission has been extend up to 07.02.2024 in place of 29.01.2024 for Tender ID No. 2024_ADDA_637543_1; For other details visit our website www.addaonline.in or http://wbtenders.gov.in or contact Exe. Engr.(Civil.) ADDA.
Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

DAINHAT MUNICIPALITY
PO - DAINHAT, DIST - PURBABURDWAN
For Details of floated e-tender against the Development work under E-NIT 33 D.M/ENGG Date-30/01/2024, E-NIT 34 D.M/ ENGG Date-30/01/2024, E-NIT 35 D.M/ENGG Date-30/01/2024, E-NIT 36 D.M/ENGG Date-30/01/2024, E-NIT 37 D.M/ENGG Date-30/01/2024, E-NIT 38 D.M/ENGG Date-30/01/2024, E-NIT 39 D.M/ENGG Date-30/01/2024. For Details Visit http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in Office ph no. 7478003845.
Sd/- Chairman, Dainhat Municipality

BARANAGAR MUNICIPALITY
87, DESH BANDHU ROAD (EAST), KOLKATA-700035
The Chairman invites e-Tenders (Online) for “Annual Maintenance Contract of 10 (Ten) nos. Baxy SWM Vehicles & 5 (Five) Nos. 4 wheeled Box Tipper, Tata Intra SWM Vehicles under Baranagar Municipality”, **NIeQ No: WBMAD/BM/HD/NIQ- 81(eSWM)/2023-24 Date-31.01.2024,** Tender ID: **2024_MAD_654164_1 & 2024_MAD_654164_2.** Bid submission of end date (Online) is **09.02.2024 up to 6.00 P.M.** For details please log on to **www.wbtenders.gov.in** and visit **www.baranagarmunicipality.org**
Sd/- Chairman

DHASPARA SUMATINAGAR-I GRAM PANCHAYAT
MAHENDRAGANJ SAGAR SOUTH 24 PARGANAS
ABRIDGED NIT
eTenders are being invited from the bidders w.r.t. Tender **ID No 2024_ZPHD_657601_1 & 2024_ZPHD_657601_1** are dated **31/01/2024**. Last date of tender dropping **07/02/2024 up to 06.00 P.M.** and opening date of tender **10-02-2024 10.00 A.M.** For details plz. See the website **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/- PRADHAN
DHASPARA SUMATINAGAR-I GRAM PANCHAYAT

e-Tender Notice
NIT No. 53/23-24, dt. 25/01/2024 Construction of New Source of Drinking Water (Sajaldhara) at Muslimpara Jama Masjid under Chapra-I GP, Nadia under BADP for the Year 2022-23, under Chapra Dev. Block, total Amount Rs. 717,173/-. Last date of NIT No. 53/23-24 documents Downloading & bid sub 07/02/2024 upto 04-00 p.m. Other details collect from the office and website https://wbtenders.gov.in)
Sd/- BDO
Chapra Dev. Block, Nadia

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF
MURSHIDABAD MUNICIPALITY
Lalbagh, P.O. & Dist- Murshidabad, Pin-742149
e-mail Id: murshidabadmunicipality@gmail.com
Office Phone & Fax No:- 03482-270232
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No. 458/MM/PWD/NIeT/2023-24 and Dated: 17-01-2024** The last date for online submission of tender is **12-02-2024 (Monday) up to 14:00 Hours.**
For details please visit website: **https://wbtenders.gov.in**
Indrajit Dhar
(Chairman, Murshidabad Municipality)

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF
MURSHIDABAD MUNICIPALITY
Lalbagh, P.O. & Dist- Murshidabad, Pin-742149
e-mail Id: murshidabadmunicipality@gmail.com
Office Phone & Fax No:- 03482-270232
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No. 459/MM/PWD/NIeT/2023-24 and Dated: 19-01-2024** The last date for online submission of tender is **12-02-2024 (Monday) up to 16:00 Hours.**
For details please visit website: **https://wbtenders.gov.in**
Indrajit Dhar
(Chairman, Murshidabad Municipality)

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF
MURSHIDABAD MUNICIPALITY
Lalbagh, P.O. & Dist- Murshidabad, Pin-742149
e-mail Id: murshidabadmunicipality@gmail.com
Office Phone & Fax No:- 03482-270232
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No. 461/MM/PWD/NIeT/2023-24 and Dated: 22-01-2024** The last date for online submission of tender is **12-02-2024 (Monday) up to 16:00 Hours.**
For details please visit website: **https://wbtenders.gov.in**
Indrajit Dhar
(Chairman, Murshidabad Municipality)

পূর্ব রেলওয়ে
www.ireps.gov.in
@EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
www.ireps.gov.in
@EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

RAMKARCHAR GRAM PANCHAYAT
HARINBARI, SAGAR, SOUTH 24 PARGANAS
ABRIDGED NIT
eTenders are being invited from the bidders w.r.t. Tender **ID No. 2024_ZPHD_657261_1 & 2023_ZPHD_613770_1 are dated 31-01/2024.** Last date of tender dropping **07-02-2024 up to 06.00 P.M.** and opening date of tender **10-02-2024 at 09.00 A.M.** For details plz. see the website **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/- PRADHAN
RAMKARCHAR GRAM PANCHAYAT

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 223 to 231/23-24 Dated. 31-01-2024
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Dakshin Dinajpur, Malda, Burdwan, Paschim Medinipur and Murshidabad. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **01-02-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **09-02-2024 & 15-02-2024 upto 3.00 pm** as per NIeT.
Date: 31.01.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

EKDIN, VOL. 17, ISSUE NO. 230, KOLKATA, THURSDAY, 1 FEBRUARY 2024, PAGE 8

শাহই থাকছেন এশিয়ান ক্রিকেটের প্রধান

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের জয় শাহই এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) প্রেসিডেন্ট পদে থাকছেন। আজ এসিসির বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) সদস্যদেশগুলোর সর্বসম্মতিক্রমে আগামী এক বছরের জন্য মেয়াদ বেড়েছে তাঁর। জয় শাহ চার বছরের বেশি সময় ধরে ভারত ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআইয়ের সচিবের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

এসিসির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিতে এসিসি এজিএমে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের (এসএলসি) প্রেসিডেন্ট শাম্মি সিলভা জয় শাহর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। যা সব সদস্য সমর্থন জানান।

এসিসির পূর্ণ সদস্যদেশগুলো থেকে চক্রাকারে একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে থাকেন। ২০২১ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশের নাজমুল হাসানের পর এসিসির সবচেয়ে কম বয়সী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন জয় শাহ। পরবর্তী চক্রে প্রেসিডেন্ট হওয়ার কথা শ্রীলঙ্কা থেকে।

কিন্তু বিসিসিআই সচিবের দায়িত্বে থাকা জয় শাহকেই আগামী বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট মেয়াদে চেয়েছেন এসএলসি প্রেসিডেন্ট শাম্মি সিলভা। তিনি এ সময় বলেন, এশিয়াজুড়ে ক্রিকেটের উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন জয় শাহ। তাঁর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার মতো ক্রিকেট-শক্তিধর দেশগুলোয় নতুন প্রতিভার আবিষ্কার ও প্রসারে এসিসি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এজিএমে সদস্য ক্রিকেট বোর্ডের প্রধানেরা এসিসির বিভিন্ন আর্থিক ও পরিচালনা-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম অনুমোদন নিয়ে আলোচনা করেন। এবারের সভায় প্রথমবারের মতো সদস্য হিসেবে যোগ দিয়েছে জাপান ও ইন্দোনেশিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। এ ছাড়া তাজিকিস্তান ক্রিকেট ফেডারেশনকে সাময়িক সদস্যপদ দেওয়া হয়েছে। দেশটির ক্রিকেটকাঠামো পরিদর্শন শেষে স্থায়ী সদস্যপদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বর্তমানে এসিসির সদস্যসংখ্যা ২৫। এর মধ্যে টেস্ট খেলুড়ে পাঁচ দেশ বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান পূর্ণ সদস্য।

মেসির সতীর্থ ইস্টবেঙ্গলে, শনি ডার্বির আগে সুখবর লাল-হলুদে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিলেন ভিক্টর ভ্যাজকুয়েজ। বার্সেলোনার হয়ে খেলা সেই ফুটবলারকে দলে নিল লাল-হলুদ। শনিবারের ডার্বিতে তাঁকে পাওয়া যাবে কি না এখনও নিশ্চিত নয়। যদি তিনি খেলেন, তা ইস্টবেঙ্গলের শক্তি আরও বৃদ্ধি করবে। ভিক্টর আক্রমণাত্মক মিডফিল্ডার। লিয়োনেল মেসির সঙ্গে খেলা এই ফুটবলারকে এ বার দেখা যাবে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে খেলতে।

বুধবার তাঁর নাম ঘোষণা করে ইমামি ইস্টবেঙ্গলের তরফে বিভাস বর্ধন আগরওয়াল বলেন, ভিক্টরের অভিজ্ঞতা দলের কাজে লাগবে। বড় ক্লাবে খেলা এবং ট্রফি জেতার অভিজ্ঞতা রয়েছে।দ কোচ কার্লেস কুয়াদ্রত বলেন, ত্বার্সেলোনার ঘরানার ফুটবলার ভিক্টর। মেসি, জেরার্ড পিকে এবং সেস ফেব্রেগাসের সঙ্গে খেলেছে ও। মাঝমাঠে ভিক্টরের ফুটবল শিল্প লাল-হলুদ সমর্থকদের আনন্দ দেবে বলেই আমার বিশ্বাস। বড় ম্যাচে খেলার অভিজ্ঞতাও রয়েছে। ইউয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলেছে ভিক্টর। এ বার খেলবে আইএসএলে।দ

বার্সেলোনার সি এবং বি দলে বহু বছর খেলেছেন ভিক্টর। বার্সেলোনার সিনিয়র দলে খেলেছেন একটি ম্যাচ। স্পেন ছাড়াও বিভিন্ন দেশের ফুটবল লিগে খেলেছেন ভিক্টর। ভারতে খেলতে আসার আগে তিনি খেলেছেন আমেরিকার মেজর লিগে। সেখানেই এখন খেলেন মেসি।

ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়ে ভিক্টর বলেন, ‘দারুণ লাগছে ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়ে। ক্লাবের ইতিহাসের কথা শুনেছি। কোচের কাছে শুনেছি সমর্থকদের আবেগের কথাও। ভারতীয় ফুটবলে তাই নিজের ছাপ রেখে যেতে চাই। ইস্টবেঙ্গলের সাফল্যের অংশীদার হতে পারলে ভাল লাগবে।দ

যদিও শনিবারের ডার্বিতে ভিক্টর খেলতে পারবেন কি না তা এখনও স্পষ্ট নয়। কলকাতায় এসে মেডিক্যাল পরীক্ষার পর সই করবেন ভিক্টর।

আর্জেন্টিনার জয়ের ম্যাচে এচেভেরির ‘বুকে ব্যথা’

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রাক্ -অলিম্পিক বাছাইয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব-২৩ দল। ভেনেজুয়েলার এস্তাদিও মিসাইল দেলগাদো স্টেডিয়ামে ‘বি’ গ্রুপের ম্যাচে চিলিকে ৫-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে হাভিয়ের মাচেরানোর দল। এই জয়ে গ্রুপ পর্বে এক ম্যাচ হাতে রেখেই ৪ দলের চূড়ান্ত পর্বে উঠল আর্জেন্টিনা।

চূড়ান্ত পর্বে ওঠা চারটি দল; ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে এবং এ গ্রুপের রানার্সআপ দল, যেটি এখনো নিশ্চিত হয়নি। এই পর্বে চারটি দল একে অপরের বিপক্ষে ম্যাচ খেলবে এবং শীর্ষ দুই দল ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকের ফুটবল ইভেন্টে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। আগামী ২৬ জুলাই শুরু হবে প্যারিস অলিম্পিক।

চিলির বিপক্ষে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের ২২ বছর বয়সী অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ও বিশ্বকাপজয়ী থিয়াগো আলমাদা জোড়া গোল করেন। একটি করে গোল করেন সান্তিয়াগো কাস্ত্রো, অ্যারন কুইরোজ ও লুসিয়ানো গন্দোউ। আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব-২৩ দলের কোচ মাচেরানো আলমাদার সঙ্গে ক্লডিও এচেভেরিকেও মাঠে নামিয়েছিলেন।

ম্যানচেস্টার সিটিতে সই করা ১৮ বছর বয়সী এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার শুরুতে ভালো খেললেও দমের সমস্যায় ভুগেছেন। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম ক্লারিন জানিয়েছে, এচেভেরি বুকেও ব্যথা অনুভব করেন।

‘বি’ গ্রুপ থেকে ৩ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট পাওয়া আর্জেন্টিনা গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দল হিসেবে চূড়ান্ত পর্বে উঠেছে। সমান ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় প্যারাগুয়ে এই গ্রুপের রানার্সআপ দল হিসেবে উঠল চূড়ান্ত পর্বে। ‘এ’ গ্রুপে ৩ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট পেয়ে গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দল ব্রাজিল।

ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে এখনো একটি ম্যাচ বাকি আছে তাদের। ৪ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে ইকুয়েডর। ৩ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট পাওয়া ভেনেজুয়েলা এই গ্রুপে তৃতীয় দল। আগামীকাল কারাকাসে ব্রাজিলের মুখোমুখি হবে ভেনেজুয়েলা। শুক্রবার ভেনেজুয়েলার ভ্যালেন্সিয়ায় আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ উরুগুয়ে।

বিমানে বিষাক্ত কিছু খেয়ে ফেলেছিলেন মায়াঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগরতলায় হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়েছে মায়াঙ্ক আগরওয়ালকে। তাঁর ঠোঁট ফুলে রয়েছে। বিমানে বিষাক্ত কিছু খেয়ে ফেলেছিলেন তিনি। সেই কারণেই হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় মায়াঙ্ককে। তবে আগের থেকে সুস্থ হয়েছেন তিনি। নিজেই জানালেন তাঁর শরীরের অবস্থা।

বুধবার সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে মায়াঙ্ক জানালেন তিনি কেমন আছেন। হাসপাতালের বেডে শুয়ে রয়েছেন মায়াঙ্ক। তাঁর ঠোঁট ফুলে রয়েছে। সেই ছবি পোস্ট করেছেন তিনি। মায়াঙ্ক সেই ছবি পোস্ট করে লেখেন, তআগের থেকে ভাল আছি। মাঠের ফেরার জন্য তৈরি হচ্ছি। সকলকে ধন্যবাদ আমাকে ভালবাসা, শুভেচ্ছা জানানোর জন্য।দ

বিমানে নিজের আসনের সামনে রাখা একটি পাউচ থেকে কোনও তরল পদার্থ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন মায়াঙ্ক। কর্ণাটক দলের ম্যানেজার বলেন, তবিমান ছাড়ার জন্য তৈরি। সেই সময় জল তেষ্টা পাওয়ায় সামনের আসনের পিছনে রাখা বোতল থেকে তরল কিছু খেয়ে ফেলে মায়াঙ্ক। কয়েক মিনিটের মধ্যে ওর গলায় অস্বস্তি শুরু হয়। সেই সঙ্গে বমি পায় মায়াঙ্কের। বিমানে কোনও চিকিৎসক ছিলেন, বিমানবন্দরে খবর দেওয়া হয়। সেখান থেকে চিকিৎসক এসে দেখেন মায়াঙ্ককে। তিনি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। তাই করা হয়।দ

পশ্চিম ত্রিপুরার এসপি কিরণ কুমার বলেছেন, তআপাতত মায়াঙ্কের শরীর ঠিকঠাকই রয়েছে। ওঁর ম্যানেজার একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানায়।দ শোনা যাচ্ছে, বিমান পরিষ্কার করার কোনও তরল পদার্থ ভুল করে ফেলে রেখে গিয়েছিলেন কোনও কর্মী।

নেইমারকে নিজের মেয়ের বাবা দাবি করলেন হাঙ্গেরিয়ান নারী

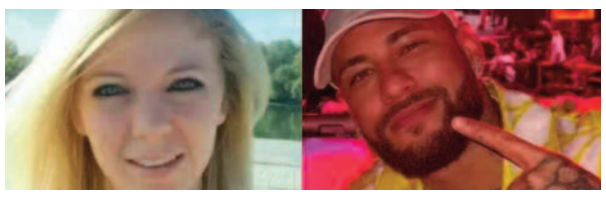

নিজস্ব প্রতিনিধি: সাম্প্রতিক সময়ে ফুটবলের চেয়ে সম্ভবত ব্যক্তিগত জীবনের কারণেই বেশি সংবাদের শিরোনাম হচ্ছেন নেইমার। গত অক্টোবর থেকে চোটের কারণে ফুটবলের বাইরে থাকা ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড এর মধ্যে বেশ কিছু কারণে খবরে এসেছেন। যেমন গত কদিন ধরেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনা হচ্ছিল নেইমারের মুটিয়ে যাওয়া নিয়ে। ‘আমি মোটা নই’ বলে যার জবাবও দিয়েছেন এ ফরোয়ার্ড।

এই আলোচনা থামার আগেই এবার বোমা ফাটিয়েছেন গ্যাব্রিয়েলা গাসপার নামের এক সাবেক হাঙ্গেরিয়ান মডেল। বোলা ভিআইপিসহ একাধিক ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, নেইমারকে তাঁর মেয়ের বাবা দাবি করে সাও পাওলোর পারিবারিক আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন গ্যাব্রিয়েলা।

হাঙ্গেরিয়ান সেই নারীর পক্ষ থেকে তাঁর আইনজীবী অ্যাঞ্জেলো কার্বন জানিয়েছেন, তাঁরা পিতৃত্ব প্রমাণের জন্য ডিএনএ পরীক্ষার আবেদন করেছেন। পাশাপাশি ক্ষতিপূরণ হিসেবে ২ মিলিয়ন ব্রাজিলিয়ান রিয়ালও দাবি করেছেন। এখন বিচারক যদি হাঙ্গেরিয়ান এ নারীর আবেদন গ্রহণ করেন, তাহলে নেইমারকে ডিএনএ পরীক্ষার জন্য নমুনা দিতে হবে। আর রায় নেইমারের বিপক্ষে গেলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পাশাপাশি পরবর্তী দায়িত্বও নিতে হবে।

নেইমারের সঙ্গে পরিচয় নিয়ে গ্যাব্রিয়েলা বলেছেন, ‘ব্রাজিল-বলিভিয়া ম্যাচের পর (২০১৩ সালে কনফেডারেশন কাপের আগে বলিভিয়াতে প্রীতি ম্যাচ খেলেছিল ব্রাজিল।) দুর্ভাগ্যজনকভাবে খুবই অল্প সময়ের জন্য দেখা হয়েছিল। কারণ, এক দিন পর আমাকে হাঙ্গেরি ফিরতে হয়েছিল।’

সন্তানসম্ভবা হওয়ার কথা নেইমারকে জানিয়েছিলেন কিনা, জিজ্ঞেস করলে গ্যাব্রিয়েলা বলেছেন, ‘হ্যাঁ, আমি তার পরিবার এবং নেইমারকে জানিয়েছি। কিন্তু সেটা কোনো কাজে আসেনি।’

কেন এতদিন পর বিষয়টি তিনি সামনে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জানতে চাইলে সাবেক এই মডেল বলেছেন, ‘আমি একাধিকবার নেইমার এবং তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি। কয়েক বছর চলে গেছে এবং আমি ভেবেছি সাংবাদিকদের সহায়তা নিয়ে তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হব। আমার মেয়ে সম্পর্কে তাদের জানার অধিকার আছে। তাদের এটা জানার অধিকার আছে যে জ্যাজমিন তাদেরই একজন। আর মেয়েরও তার বাবা এবং তার পিতৃ-পরিবার সম্পর্কে জানার অধিকার আছে।’ নেইমার যে তার বাবা এটা জ্যাজমিন জানে কিনা জানতে চাইলে গ্যাব্রিয়েলা বলেন, ‘আমি তাকে বলেছি। জ্যাজমিন তার বাবাকে টিভিতে খেলতে দেখেছে। সে নেইমারকে সামনাসামনি দেখার এবং জড়িয়ে ধরার অপেক্ষায় আছে।’

পাশাপাশি জ্যাজমিন যে দেখতে নেইমারের মতো, সেটাও জানিয়েছেন সাবেক এ হাঙ্গেরিয়ান মডেল, ‘আমার মনে হয়, সে দেখতে অনেকটা তার বাবার মতো। তার ব্যক্তিত্ব ও আচরণ শতভাগ তার বাবার মতো। সে ফুটবলও অনেক ভালোবাসে এবং তার বাবার মতো একজন খেলোয়াড় হতে চায়। ব্রাজিল একটি সুন্দর দেশ। আমি ব্রাজিলকে ভালোবাসি এবং আমার মেয়েও তার দেশকে অনেক ভালোবাসে।’

নেইমারের কাছ থেকে আসলে কী চান গ্যাব্রিয়েলা? তাঁর উত্তর, ‘আমি বেশি কিছু চাই না। আমি চাই নেইমার আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুক।’ মামলা হওয়ার পর নেইমারের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের যোগাযোগ বা সমঝোতা করার চেষ্টা করা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে গ্যাব্রিয়েলা বলেন, ‘দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের মধ্যে কোনো কথা হয়নি।’ কদিন আগে ব্রাজিলিয়ান এক সংবাদমাধ্যম জানায়, আমান্দা কিন্তার্লি নামের এক মডেলের গর্ভে বড় হচ্ছেন নেইমারের সন্তান।

দ্বিতীয় টেস্টের দু’দিন আগে ভারতীয় দলে সুখবর!

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইংল্যান্ডের কাছে প্রথম টেস্ট হেরে চাপে রয়েছে ভারতীয় দল। রোহিত শর্মাদের চাপ বৃদ্ধি করেছে লোকেশ রাহুল এবং রবীন্দ্র জাডেজার চোট। দ্বিতীয় টেস্টেও খেলবেন না বিরাট কোহলি। ম্যাচ শুরুর দু’দিন আগে একটি খবরে আশ্বস্ত হতে পারেন রাহুল দ্রাবিড়েরা।

ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) টেস্ট বোলারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষ স্থান ধরে রাখলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। অভিজ্ঞ অফস্পিনারের সংগ্রহ ৮৫৩ রেটিং পয়েন্ট। ক্রমতালিকায় উন্নতি হয়েছে সহ-অধিনায়ক যশপ্রীত বুমরারও। তিনি এক ধাপ উঠে ক্রমতালিকায় চতুর্থ স্থানে রয়েছেন। বুমরার রেটিং পয়েন্ট ৮২৫। তালিকার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছেন যথাক্রমে দক্ষিণ আফ্রিকার কাগিসো রাবাডা এবং অস্ট্রেলিয়ার প্যাট কামিন্স। তাঁদের রেটিং পয়েন্ট ৮৫১ এবং ৮২৮।

টেস্ট বোলারদের ক্রমতালিকায় প্রথম ১০ জনের মধ্যে রয়েছেন আরও এক ভারতীয় ক্রিকেটার। কিন্তু বিশাখাপত্তনমে দ্বিতীয় টেস্টে তাঁকে পাবেন না রোহিতেরা। তিনি জাডেজা। ৭৫৪ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে রয়েছেন বাঁহাতি অলরাউন্ডার। ৪২৫ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টেস্ট অলরাউন্ডারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষে রয়েছেন জাডেজা। এই তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন অশ্বিন। তাঁর সংগ্রহ ৩২৮ রেটিং পয়েন্ট। প্রথম ১০ জনের মধ্যে রয়েছেন অক্ষর পটেলও। ২৯০ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছেন তিনি।

হায়দরাবাদে ভারত হারলেও ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের সুবাদে আইসিসির ক্রমতালিকায় নিজেদের জায়গা ধরে রেখেছেন বা উন্নত করেছেন ভারতীয় ক্রিকেটারেরা। আগামী শুক্রবার থেকে শুরু হবে ভারত-ইংল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্ট।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**